আমি কেন
খ্রিষ্টমত
ত্যাগ করলাম
ॐ
অরুণ আর্যবীর
(পূর্ব 'মাইকেল জন ডিসুজা')

ওতম্

আমি কেন খ্রিষ্টমত ত্যাগ করলাম ?

লেখক

মাইকেল জন ডিসুজা

(অরুণ 'আর্যবীর')

অনুবাদক

শ্রীমান সব্যসাচী আর্য ও শ্রীমতি সুভদ্রা সত্যার্থী

প্রকাশ ও প্রচার

আর্যসমাজ

এই পুস্তিকাটি আর্যসমাজের শাস্ত্রার্থ মহারথী,

অমর হুতাত্মা

পণ্ডিত লেখরাম 'আর্যপথিক'-এর

পূণ্যস্মৃতিতে সমর্পিত হলো

সূচিপত্র

॥ অনুবাদক ও সম্পাদকদ্বয়ের নিবেদন ॥

আর্যসমাজের সম্মানিত তরুণ প্রচারক ব্র. অরুণ আর্যবীর মহাশয় জন্মসূত্রে একজন ভারতীয় খ্রিষ্টান ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে আর্যসমাজের মাধ্যমে সনাতন ধর্মে দীক্ষা নেন এবং বর্তমানে তিনি সনাতন ধর্মের তরুণ প্রচারক হিসেবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। খ্রিষ্টমতের প্রকৃত স্বরূপ সকলের সামনে প্রকাশ করার জন্য তাঁর এই হিন্দি ভাষায় রচিত "**মৈঁনে ঈসাঈ মত ক্যোঁ ছোড়া?**" নামের মুল পুস্তিকায় বাইবেলের অনুবাদ হিসেবে তিনি ইন্ডিয়ান রিভাইজড ভার্সন এর হিন্দি অনুবাদ অর্থাৎ (IRV-HIN) সংস্করণের অনুবাদ ব্যবহার করেছেন। **আমরা** সেই অনুবাদের বঙ্গানুবাদ না করে বরং ঐ সংস্করণেরই খ্রিষ্টান মিশনারী কৃত বাংলা অনুবাদ অর্থাৎ **(IRV-BEN) সংস্করণের মুল অনুবাদ ব্যবহার করেছি।** এই অনুবাদ ভারতবর্ষে বহুল প্রচলিত। তাতে পাঠকের সামনে মূল লেখকের ভাব অধিক স্পষ্ট হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। **কিন্তু খ্রিষ্টানগণের একটি বাজে স্বভাব তারা বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্ন ধরণের অনুবাদ করেছেন,** সেক্ষেত্রে হিন্দি অনুবাদের সাথে বাংলা অনুবাদে যেখানে যেখানে আমরা ভাষাগত তারতম্য পেয়েছি, তা স্পষ্ট করতে বাংলা ভাষা-ভাষীদের মধ্যে আরেকটি বহুল ব্যবহৃত SBCL সংস্করণের অনুবাদ উল্লেখ করেছি। SBCL সংস্করণের অনুবাদ, মূল অনুবাদের নিচেই আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বাকি সব অনুবাদই (IRV-BEN) সংস্করণের। আমাদের ব্যবহৃত দুটো অনুবাদই অনলাইন টেক্সট আকারে ইন্টারনেটে সহজলভ্য। এজন্য যথাযথ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে অযথা ছলপূর্বক বিতর্ক তৈরি না করার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি। শ্রদ্ধেয় ডা. বিবেক আর্যের তিনটি প্রবন্ধও মূল বইয়েরই অংশ। অন্য টীকা-টিপ্পনি এবং প্রতি অধ্যায়ের শেষে যুক্ত করা বৈদিক শিক্ষা সম্পাদকদ্বয়ের সংযুক্ত। একইসাথে পরিশিষ্টে যুক্ত করা শেষ অধ্যায়গুলো বইটির প্রথম সংস্করণ থেকে উপযোগী বিবেচনায় সামান্য সংশোধন ও পরিবর্ধন করে গ্রহণ করা হয়েছে। অনাকাঙ্খিত কোন মূদ্রণত্রুটি থাকলে পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে দেব। **স্বামী দয়ানন্দের সিদ্ধান্ত অনুসারে 'সত্যের মণ্ডন ও অসত্যের খণ্ডন'** এই পুস্তকের অনুবাদ করার বাস্তবিক প্রয়োজন। কাউকে দুঃখ দেয়ার জন্য এ কাজে আমরা প্রবৃত্ত হইনি। মত প্রকাশের স্বাধীনতারও এটিই বাস্তবিক উদ্দেশ্য। **এই পুস্তকে দেয়া যেকোন তথ্যের খণ্ডনে কোন খ্রিষ্টান বিদ্বান আগ্রহী হলে তাকে দিল্লি আর্যসমাজের ডা. বিবেক আর্য হিন্দি পুস্তক প্রকাশের সময়েই স্বাগত জানিয়ে রেখেছেন। প্রয়োজনে যাতায়াত খরচও তাকে দেয়া হবে।** আমরা আশা করি, এই বইটি বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে খ্রিষ্টমতের প্রকৃত স্বরূপ উপস্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পরমকারুণিক পরমেশ্বর সকলকে অসত্য পরিত্যাগ করে সত্য স্বীকার করতে প্রেরিত করুন। ইত্যোম্ শম্।

অনুবাদক ও সম্পাদক

শ্রীমান সব্যসাচী আর্য ও শ্রীমতি সুভদ্রা সত্যার্থী

ভূমিকা

কেন আমি খ্রিষ্টমত ত্যাগ করলাম?

আমি ১৯৬৪ সালের ৮ই মে মুম্বাইতে একটি খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমার মায়ের নাম মিসেস রোজি ডি'সুজা এবং আমার বাবার নাম মিস্টার জন ডি'সুজা। আমার বাবা-মা আমার নাম রেখেছিলেন মাইকেল জন ডি'সুজা। আমি আমার বাবা-মায়ের বড় ছেলে। আমি ছাড়াও আমার এক বোন মিসেস হিলডা ও এক ভাই মিস্টার হেনরি রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই আমি পরিবারের সাথে প্রতি রবিবার গির্জায় যেতাম। গির্জার পাদ্রির ধর্মোপদেশ প্রভৃতি শুনতাম। তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক আমি বাইবেল নিয়ে নিজে নিজে অধ্যয়নও (Self-Study) করেছিলাম। আমার জীবন একজন সাধারণ খ্রিষ্টানের মতোই ছিল। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর আমি আই.টি.আই থেকে দুই বছর কারিগরি শিক্ষা নিয়েছিলাম। সে সময় পর্যন্ত আমি বিভিন্ন খ্রিষ্টান উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে বাইবেল পড়ার পর আমার মধ্যে খ্রিষ্টমত নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে। বাইবেলের অনেক উপদেশ সম্পর্কে আমার মনে শঙ্কা তৈরি হতে থাকে। আমি আমার গির্জার পাদ্রির মাধ্যমে সেই শঙ্কাগুলো দূর করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। তাঁর পরামর্শে স্থানীয় লাইব্রেরি থেকে আমি অন্যান্য বইপত্র নিয়েও পড়াশোনা শুরু করি।

এই পর্যায়ে এসে আমি ভারত ও ইউরোপে চার্চের ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে পারি। আমি যখন অনন্ত পিরোলকরের লেখা "**গোয়া ইনকুইজিশন**" শিরোনামের বইটি পড়ি, তখন জানতে পারি সেইন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার কীভাবে পর্তুগাল থেকে গোয়া (ভারত) এসে স্থানীয় হিন্দুদের ওপর নির্মম অত্যাচার করে তাদের জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে খ্রিষ্টান বানান – এহেন নিকৃষ্ট কর্ম আমার একদমই ভালো লাগে নি। এরপর যখন আমি ভাস্কো দ্য গামা কীভাবে বাণিজ্যের আড়ালে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, তা পড়লাম; তখন বিদেশিদের আচরণ নিয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করে যে, একজন মানুষের কী অন্য একজন মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করা উচিত? দক্ষিণ ভারতে রবার্ট ডি নোবিলি

যেভাবে পঞ্চম বেদের[1] হাস্যকর নাটক সাজিয়ে নিজেকে রোম থেকে আগত ব্রাহ্মণ দাবি করে নিরীহ সহজ-সরল গ্রামীণ মানুষদের খ্রিষ্টান বানিয়েছিলেন - এরূপ প্রতারণার মাধ্যমে কাউকে ধর্মান্তরিত করা আমার কাছে মহাপাপ বলে মনে হয়েছিল। এসব পড়ে আমার এরূপ মনে হতে লাগলো যে, **খ্রিষ্টমতের নীতিগুলো কি ভেতরে ভেতরে এতই দুর্বল যে, তাদের প্রচারকদের সত্য পথের পরিবর্তে ছল, কপটতা, বলপ্রয়োগ, সহিংসতা, মিথ্যাচার, প্রতারণা, ঢং-তামাশা, ধন-সম্পদের প্রলোভন ইত্যাদির আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন হলো? আমি খ্রিষ্টমতে বিশ্বাস হারাতে শুরু করি।** আমি সত্যসন্ধানী হয়ে আমার বাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে তাদের মতাদর্শ বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। কিন্তু আমার গন্তব্য তখনও অনেক দূরে ছিল।

---

[1] রবার্ট ডি নোবিলি (Roberto de Nobili) একজন ইতালীয় খ্রিষ্টান ধর্মযাজক যিনি সোসাইটি অফ জেসাস বা জেসুইটস এর সদস্য হিসেবে দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘসময় ধরে স্থানীয় হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে খ্রিষ্টের ভেড়া বানানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাকে আমরা ভারতবর্ষে ছল-কপটতার মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করা আদি খ্রিষ্টান পাখণ্ডি এবং একইসাথে পাখণ্ডি-শিরোমণি বলতে পারি। তিনি ভারতে এসে দেখতে পান, এখানে খ্রিষ্টান মিশনারীরা যীশুর জন্য খুব সামান্য সংখ্যক ভেড়া তৈরি করতে পেরেছে। তাও কেবল খুবই নিম্নবর্গের মানুষদেরকে লোভ ও ভয়ের মাধ্যমে। তাই তিনি বাইবেলের শিক্ষা দিয়ে মানুষকে যীশুর ভেড়া বানানোর পরিবর্তে, স্থানীয় হিন্দুদের বিভিন্ন রীতিনীতির অনুরূপ নিয়মনীতি বানিয়ে গুপ্তভাবে ধর্মান্তরকরণের অভিনব এক পদ্ধতি নিয়েছিলেন এবং তার এই পদ্ধতি চার্চ কর্তৃক প্রশংসিতও হয়েছিল। **এই পদ্ধতিতে তিনি সেইসব দর্শন, কর্মকাণ্ড, রীতিনীতিকেই সামনে এনেছিলেন যেগুলো খ্রিষ্টান ও তৎকালীন দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুসমাজ - উভয়ের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।**

তিনি **১৬০৫** সালে ভারতের গোয়ার পর্তুগিজ বন্দরে আসেন। এখানে 'খ্রিষ্টপুরাণ' নামের মারাঠি-কোঙ্কনি মিশ্রভাষায় লেখা একটি গাল-গল্পধর্মী বইয়ের লেখক ফা. টমাস স্টিফেন্সের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। **১৬০৬** সালে তিনি তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে স্থায়ীভাবে আবাস গড়েন। এরপর তিনি **'শিবধর্ম'** নামের এক ব্যক্তির থেকে সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগু শেখেন এবং নিজেকে রোম থেকে আগত শ্বেত ব্রাহ্মণ দাবি করে গলায় ক্রুশ ঝোলানো মুণ্ডিতমস্তক হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশ ধরে স্থানীয় হিন্দুদের যীশুর ভেড়ায় পরিণত করার কাজ শুরু করেন। তখন তিনি ও তার সহকারীরা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে থাকেন হিন্দুদের চার বেদের মতো আরেকটি বেদ আছে, যা ব্রাহ্মণগণ তাদের থেকে লুকিয়ে রেখেছে। এটি হিন্দুদের পঞ্চম বেদ এবং এর নাম **এজুরবেদ (Ezourvedam)**। অর্থাৎ যীশুর সাথে জড়িত বেদ। এটা মূলত গসপেলের অনুরূপ এক সংস্কৃত রচনা। এর মাধ্যমে দুই বৈদিক পণ্ডিতের কথোপকথনের মাধ্যমে হাস্যকর উপায়ে খ্রিষ্টমতকে সনাতন ধর্মের চেয়ে উত্তম দেখানোর এক ব্যর্থ প্রয়াস করা হয়। পরবর্তীতে তার ভিন্নমতাবলম্বী প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানরাই তার ও এই হাস্যকর বইটির মুখোশ উন্মোচন করেন। এমনকি ম্যাক্সমুলারের মতো বেতনভোগী হিন্দুবিদ্বেষীও লেখনীর মাধ্যমে তার মুখোশ উন্মোচন করেন।

তারা প্রমাণ করেন এটি কোনো সংস্কৃত মৌলিক রচনা নয়, বরং হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার জন্য ফ্রেঞ্চ জেসুইটদের দ্বারা তৈরি একটি ফ্রেঞ্চ রচনা যা সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়েছে, স্থানীয়দের বিভ্রান্ত করে মানুষ থেকে যীশুর ভেড়ায় পরিণত করার জন্য। **কিন্তু প্রশ্ন হলো, খ্রিষ্টমত কি এতই দুর্বল যে তাদের ছল-কপটতার মাধ্যমে অন্যকে নিজের দলে টানতে হয়?** – সম্পাদক

সেবার মুম্বাইয়ের পোয়াইতে আমার পাড়ায় আর্যবীর দলের একটি শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই শিবিরে ছোট বাচ্চাদের বৈদিক মতাদর্শ এবং কায়িক পরিশ্রমের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। একদিন আমিও সেখানে দেখতে গেলাম। সেখানে শিক্ষক ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রজী (বর্তমানে স্বামী সুরেন্দ্রানন্দ) এবং শ্রী ওমপ্রকাশ জী আর্যের সাথে আমার পরিচয় হয়। আমি তাঁদের সাথে পারস্পরিক আলোচনা করে আমার অনেক শঙ্কার সমাধান পাই, যা আমাকে অপরিমেয় তৃপ্তি দিয়েছিল। আমার এরূপ মনে হতে লাগলো, যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান আমার জীবনতরী অবশেষে তার তীর খুঁজে পেয়েছে। তাঁদের অনুপ্রেরণায় আমি সনাতন ধর্ম গ্রহণ করে বিধিপূর্বক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞোপবীত ধারণ করলাম এবং সারা জীবন ব্রহ্মচারী থাকার শপথ নিলাম। স্বামীজী আমার নাম পরিবর্তন করে 'ব্রহ্মচারী অরুণ আর্যবীর' রাখেন এবং আমাকে স্বামী দয়ানন্দ মহারাজের লেখা '**সত্যার্থ প্রকাশ**' বইটি পড়তে অনুপ্রাণিত করেন। **সত্যার্থ প্রকাশ পড়ার পর আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেলাম। স্বামী দয়ানন্দের জ্ঞানরূপী সাগরে ডুব দিয়ে আমি পরিতৃপ্ত হলাম।** বৈদিক ধর্মে আমার নিজ ইচ্ছায় প্রবেশ আর্যসমাজের মাধ্যমে হয়েছিল। আমি যখন বৈদিক ধর্মের সার্বভৌমিক সিদ্ধান্তসমূহের সাথে খ্রিষ্টমত এবং অন্যান্য মত-মতান্তরের বিশ্বাসের তুলনা করেছি, তখন আমি বৈদিক সিদ্ধান্তসমূহকে সবার জন্য উপযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছি। আপনি প্রতিটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থে কিছু না কিছু ভালো বিষয় খুঁজে পাবেন। কিন্তু বৈদিক ধর্মের গ্রন্থসমূহে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, কোনো কিছুর সাথেই তার কোনো তুলনা হয় না। **সত্যার্থ প্রকাশের ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খ্রিষ্টমত সমীক্ষা পড়ার পরে বাইবেল সম্পর্কিত আমার সমস্ত সংশয় দূর হয়েছিল। পন্ডিচেরি মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডা. মদন মোহন** এই বইটি প্রকাশে কেবল আর্থিক সহায়তাই প্রদান করেন নি, বরং বইটি নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করতেও যথাযথ সহায়তা করেছেন। আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রথমত, আমি পরমপিতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যিনি আমাকে এই মহান কৃপা করেছেন। অন্যথা না জানি কত কত জন্ম ধরে এই অবিদ্যারূপী অন্ধকারে আমি ঘুরতে থাকতাম! হয়ত আমিও খ্রিষ্টান পাদ্রিদের মতো নিরীহ মানুষদেরকে যীশু খ্রিষ্টের ভেড়ায় পরিণত করার কাজে নিয়োজিত থাকতাম। আমি বিগত কয়েক বছর ধরে ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে বাইবেল সম্পর্কে

যত জ্ঞান অর্জন করেছি, তা নিরপেক্ষ পাঠকদের কাছে এই বইটির মাধ্যমে সংকলন করে উপস্থাপন করেছি। এ কাজে দিল্লি নিবাসী ডা. বিবেক আর্য আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সহযোগিতায় আমি এই কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। **বর্তমানে আমি আর্যসমাজের একজন প্রচারক এবং বিভিন্ন মাধ্যমে বৈদিক সিদ্ধান্তের প্রচার-প্রসার করছি।** এই বইটি পাঠ করে মানুষ খ্রিষ্টমতের জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে বৈদিক পথের পথিক হয়ে উঠুক, এটাই ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা।

নিবেদক

অরুণ 'আর্যবীর'

(পূর্বনাম মাইকেল জন ডি'সুজা)

সত্য গ্রহণ ও অসত্য পরিত্যাগের জন্য সর্বদা উদ্যত থাকবে॥

- স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (আর্যসমাজের চতুর্থ নিয়ম)

১। বাইবেলের ঈশ্বর

আমি বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরকে নিরপেক্ষভাবে জানার চেষ্টা করেছি। বাইবেলের ঈশ্বর কেমন? তাঁর শিক্ষাই বা কেমন? সে শিক্ষা কতটা বাস্তবসম্মত? তা সত্যের কতটা নিকটবর্তী? পাঠকের উচিত কোনপ্রকার পক্ষপাত ছাড়া নিজেই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া।

১। বাইবেলের ঈশ্বর পশুবলির আজ্ঞা দেন এমনকি মদ্যপান ও মাংসভক্ষণেরও আজ্ঞা দেন-

"এখন এই জন্য, তোমাদের জন্য **সাতটি ষাঁড় এবং সাতটি মেষ** নাও, আমার দাস ইয়োবের (Job) কাছে যাও এবং তোমাদের জন্য **হোমবলি উৎসর্গ করো**। আমার দাস ইয়োব তোমাদের জন্য প্রার্থনা করবে এবং আমি তার প্রার্থনা গ্রহণ করব, যাতে আমি তোমাদের মূর্খতার জন্য তোমাদের শাস্তি না দেই। তোমরা আমার বিষয়ে সঠিক কথা বলো নি, যেমন আমার দাস ইয়োব বলেছে।" ইয়োব (Job) ৪২। ৮

"তখন মোশি (Moses) হারোণকে (Aaron) বললেন, তুমি বেদির কাছে যাও, **তোমার পাপের জন্য বলি ও হোম বলি উৎসর্গ করো,** নিজের ও লোকদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করো; আর লোকদের উপহার উৎসর্গ করে তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করো; যেমন সদাপ্রভু আজ্ঞা দিয়েছিলেন। তাতে হারোণ বেদির কাছে গিয়ে **নিজের পাপের বলির জন্য গরুর বাচ্চা হত্যা করলেন।** পরে হারোণের ছেলেরা তাঁর কাছে তার রক্ত আনলেন ও তিনি নিজের আঙুল রক্তে ডুবিয়ে বেদির শিংয়ের ওপরে দিলেন এবং **বাকি রক্ত বেদির মূলে ঢাললেন।** আর পাপের জন্য **বলির মেদ, মেটিয়া ও যকৃতের ওপরের অংশ ফুসফুস বেদির উপরে পোড়ালেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।**" লেবীয় (Leviticus) ৯। ৭-১০

"আর বাহিনীদের সদাপ্রভু এই পর্বতে সব জাতির ভালো ভালো খাবার জিনিসের ভোজ, **পুরানো আঙ্গুর রসের**[2] **(মদ)**, মেদযুক্ত ভালো খাবার তৈরি করবেন।" যিশাইয় (Isaiah) ২৫। ৬

---

[2] বাংলা অনুবাদে এখানে পুরোনো আঙ্গুর রস বা দ্রাক্ষারস অর্থ করা হয় যা মূলত লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য, কেননা মূল হিব্রুতে এখানে שְׁמָרִים-šə·mā·rîm (semarim) পদটি আছে। Hebrew/Greek Interlinear Bible এ পদটির অর্থ

"সর্বক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভু এই পাহাড়ের ওপর সব জাতির লোকদের জন্য ভাল ভাল খাবার জিনিসের আর **পুরোনো আঙ্গুর-রসের এক মহাভোজ** দেবেন; তাতে থাকবে **সবচেয়ে ভালো মাংস আর সবচেয়ে ভালো আঙুর-রস**।" যিশাইয় (Isaiah) ২৫। ৬ Sbcl ভার্সনের অনুবাদ

"তখন তারা তাঁকে (যীশুকে) **একটি ভাজা মাছ দিলেন**। তিনি তা নিয়ে তাদের সামনে **খেলেন**।" লুক (Luke) ২৪। ৪২-৪৩

২। বাইবেলের ঈশ্বর সাকার অর্থাৎ এক স্থানে সীমাবদ্ধ। এরূপ ঈশ্বর সর্বজ্ঞ অর্থাৎ সব কিছুর জ্ঞাতা এবং সর্বব্যাপক অর্থাৎ সর্বস্থানে অবস্থানকারী হতে পারেন না। তিনি উঁচু সিংহাসনে বসে থাকেন। কাপড় পরিধান করেন এবং বাগানে ঘুরে বেড়ান -

"যে বছরে রাজা উযিয় (Uzziah) মারা গেলেন, সেই বছরে আমি দেখলাম **প্রভু খুব উঁচু একটা সিংহাসনে বসে আছেন**। তিনি উচ্চ ও উন্নত ছিলেন এবং তাঁর পোশাকের পাড় দিয়ে মন্দির পূর্ণ ছিল।" যিশাইয় (Isaiah) ৬। ১

"পরে তাঁরা **সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনতে পেলেন,** তিনি দিনের বেলায় বাগানে চলাফেরা করছিলেন; তাতে আদম ও তাঁর স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সামনে থেকে বাগানের গাছ সকলের মধ্যে লুকালেন।" আদিপুস্তক (Genesis) ৩। ৮

৩। বাইবেলের ঈশ্বর অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য তিনি সৈন্যদল রাখেন এবং তলোয়ার নিয়ে লড়াই করেন-

"আমি শুনতে পেয়েছিলাম, ঐ ঘোড়ায় চড়া সৈন্যের সংখ্যা ছিল কুড়ি কোটি।" প্রকাশিত বাক্য (Revelation) ৯। ১৬

হলো wines on the lees, এর দ্বারা এমন এক ধরনের মদ বোঝায় যার বৈশিষ্ট্য a generous, full-bodied liquor (ref. Smith's Bible Dictionary)। বাইবেলের সবচেয়ে প্রামাণ্য ইংরেজি সংস্করণ, কিং জেমস ভার্সনের অনুবাদে এখানে স্পষ্টভাবে **wine** (a **feast of wines** on the lees) শব্দটি রয়েছে যার অর্থ মদকেই নির্দেশ করে। বর্তমানে বহুল জনপ্রিয় NIV বাইবেলেও স্পষ্টভাবে wine (a **banquet of aged wine**-the best of meats and **the finest of wines**) শব্দটি রয়েছে। অর্থাৎ **এখানে স্পষ্টতই খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর মানুষকে বিশেষ মদ খাওয়াবেন, এমন কথাই রয়েছে। - সম্পাদক।**

“তখন যাকোব (Jacob) তাঁদেরকে দেখে বললেন, **এ ঈশ্বরের সেনাদল**, অতএব সেই স্থানের নাম মহনয়িম (Mahanaim) [দুই সেনাদল] রাখলেন।” আদিপুস্তক (Genesis) ৩২।২

“সেই দিন সদাপ্রভু **নিজের নিদারুণ, বিশাল ও সতেজ তরোয়াল** দিয়ে পালিয়ে যাওয়া সাপ লিবিয়াথনকে, হ্যাঁ, বাঁকা সাপ লিবিয়াথনকে প্রতিফল দেবেন এবং সমুদ্রের বিশাল জলের প্রাণী নষ্ট করবেন।” যিশাইয় (Isaiah) ২৭। ১

৪। বাইবেলের ঈশ্বর ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের নিকট লড়াইয়ে হেরে যান-

“সদাপ্রভু যিহূদার সহবর্তী ছিলেন, সে পাহাড়ী অঞ্চলগুলি অধিকার করল; কিন্তু **সে তলভূমি-নিবাসীদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারল না,** কারণ তাদের লোহার রথ ছিল।” বিচারকর্তৃগণ (Judges) ১। ১৯

৫। বাইবেলের ঈশ্বর তার শত্রুদের হত্যা করেন-

“কিন্তু আমার এই যে শত্রুরা যারা চাইনি যে, আমি তাদের উপরে রাজত্ব করি, তাদের এখানে আন, আর **আমার সামনে হত্যা কর।**” লুক (Luke) ১৯। ২৭

৬। বাইবেলের ঈশ্বর পৃথিবীর লোকেদের উন্নতি এবং শান্তি-সম্প্রীতি দেখে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে মানুষের শান্তি নষ্ট করেন-

“তারপর আগুনের মত লাল অপর একটা ঘোড়া বের হয়ে এল। যিনি তার ওপরে বসে ছিলেন, তাঁকে **পৃথিবী থেকে শান্তি তুলে নেওয়ার ক্ষমতা** দেওয়া হল যাতে লোকে একে অপরকে মেরে ফেলে। তাঁকে একটা বড় তরোয়াল দেওয়া হয়েছিল।” প্রকাশিত বাক্য (Revelations) ৬। ৪

৭। বাইবেলের ঈশ্বর ঈর্ষান্বিত হয়ে মানুষের ভাষা পৃথক পৃথক করে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেন এবং আপন মানুষের মধ্যেই একের সাথে অন্যের লড়াই-বিচ্ছেদ করান-

“আর সদাপ্রভু বললেন, “দেখো, তারা সবাই এক জাতি ও এক ভাষাবাদী; এখন এই কাজে যুক্ত হল; এর পরে যা কিছু করতে ইচ্ছা করবে, তা থেকে তারা থেমে যাবে না। এসো, আমরা নিচে

গিয়ে, সেই জায়গায় **তাদের ভাষার ভেদ জন্মাই,** যেন তারা এক জন অন্যের ভাষা বুঝতে না পারে। আর **সদাপ্রভু সেখান থেকে সমস্ত পৃথিবীতে তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করলেন** এবং তারা শহর তৈরি করা থেকে থেমে গেল। আদিপুস্তক (Genesis) **১১**। ৬-৭

যীশু বলেন- "মনে কোরো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি; শান্তি দিতে আসিনি, কিন্তু খড়্গ দিতে এসেছি। কারণ আমি **বাবার সাথে ছেলের, মায়ের সাথে মেয়ের এবং শাশুড়ির সাথে বৌমার বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে** এসেছি;" মথি (Matthew) ১০। ৩৪-৩৫

৮। বাইবেলের ঈশ্বর ভ্রান্তির জাল বিস্তার করে মানুষকে ফাসিয়ে নিজেই আবার মানুষের তথাকথিত সে পাপের বিচার করেন-

"আর **আমি নিজের জাল তার ওপরে পাতব, সে আমার ফাঁদে ধরা পড়বে;** আমি তাকে বাবিলে নিয়ে যাব এবং সে আমার বিরুদ্ধে যে সত্যলঙ্ঘন করেছে, তার জন্য সেখানে আমি তার বিচার করব।" যিহিস্কেল (Yehezkel) **১৭**। ২০

"আর সেজন্য **ঈশ্বর তাদের কাছে ভ্রান্তিমূলক (প্রতারণার) কাজ পাঠান,** যাতে তারা সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করে; যেন ঈশ্বর সেই সকলকে বিচারে দোষী করতে পারেন, যারা সত্যকে বিশ্বাস করে নি, কিন্তু অধার্মিকতায় সন্তুষ্ট হত।" ২ থিষলনীকীয় (Thessalonians) ২। **১১-১২**

"যদি সেই নবী তাকে কোন উত্তর দেয়, তবে জানবে যে, **আমি সদাপ্রভুই উত্তর দেবার জন্য তাকে ভুলিয়েছি।** তারপর সেই নবীর বিরুদ্ধে আমি হাত বাড়াব এবং আমার লোক ইস্রায়েলীয়দের মধ্য থেকে তাকে ধ্বংস করব। তারা দু'জনেই তাদের অন্যায়ের শাস্তি পাবে; সেই নবীর ও সেই পরামর্শ করতে আসা লোকটির সমান শাস্তি হবে।" যিহিস্কেল (Yehezkel) ১৪। ৯-১০ Sbcl ভার্সনের অনুবাদ

৯। বাইবেলের ঈশ্বর নির্দোষ স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং পশুপাখিদের নির্দয়ভাবে হত্যা করান-
"এখন তুমি গিয়ে অমালেকীয়দের আক্রমণ কর ও তাদের যা কিছু আছে, সব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস

করে ফেলবে; তাদের প্রতি দয়া করবে না; **তাদের স্ত্রী পুরুষ, ছেলে মেয়ে, দুধ খাওয়া শিশু, গরু, ভেড়া, উট, গাধা সব মেরে ফেলবে**।" ১ শমূয়েল (Samuel) ১৫। ৩

১০। বাইবেলের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ছিলেন না। তিনি গাছকে অভিশাপ দেন। তিনি গাধা চুরি করিয়েছিলেন-

"যা কিছু ছিল তা আগে থেকেই ছিল; যা কিছু থাকবে তা আগে থেকেই ছিল। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন **গুপ্ত বিষয়গুলোকে খোঁজার জন্য।"** উপদেশক (Ecclesiastes) ৩। ১৫

"পরে সদাপ্রভু বললেন, "কারণ সদোমের ও ঘমোরার কান্না অত্যন্ত বেশি এবং তাদের পাপ অতিশয় ভারী; আমি নীচে গিয়ে দেখব, আমার কাছে আসা কান্না অনুসারে তারা সম্পূর্ণরূপে করেছে কি না; **যদি না করে থাকে, তা জানব**।" আদিপুস্তক (Genesis) ১৮। ২০-২১

"রাস্তার পাশে একটি ডুমুরগাছ দেখে তিনি তার কাছে গেলেন এবং পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি গাছটিকে বললেন, **"আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক,"** আর হঠাৎ সেই ডুমুরগাছটা শুকিয়ে গেল।" মথি (Mathew) ২১। ১৯

"পরে যখন তাঁরা যিরূশালেমের (Jerusalem) কাছে জৈতুন পাহাড়ে, বৈৎফগী গ্রামে এলেন, তখন যীশু দুই জন শিষ্যকে পাঠিয়ে দিলেন, তাঁদের বললেন, "তোমরা সামনের ঐ গ্রামে যাও, আর সেখানে গিয়ে দেখতে পাবে, **একটি গর্দ্দভী বাঁধা আছে, আর তার সঙ্গে একটি বাচ্চা তাদের খুলে আমার কাছে আন**।" মথি (Mathew) ২১। ১-২

১১। বাইবেলের ঈশ্বর তার জন্য নির্ধারিত কোনো বাসস্থানে থাকেন না বরং এখানে-সেখানে ঘুরে-ফিরে বেড়ান-

"মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েলীয়দের বের করে আনবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি **কোনো ঘরে বাস করিনি**। এক তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে, এক বাসস্থান থেকে অন্য বাসস্থানে গিয়েছি।" **১** বংশাবলি (Chronicles) **১৭**। ৫

১২। বাইবেলের ঈশ্বর মানুষের সাথে কুস্তি খেলায়ও জয়লাভ করতে পারেন না-

“আর যাকোব সেখানে একা থাকলেন এবং এক পুরুষ ভোর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করলেন; কিন্তু তাঁকে জয় করতে পারলেন না দেখে, তিনি যাকোবের ঊরুসন্ধিতে আঘাত করলেন। তাঁর সঙ্গে এরকম মল্লযুদ্ধ করাতে যাকোবের ঊরুসন্ধির হাড় সরে গেল। পরে সেই পুরুষ বললেন, আমাকে ছাড়, কারণ ভোর হল। যাকোব বললেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করলে আপনাকে ছাড়ব না। আবার তিনি বললেন, তোমার নাম কি? তিনি উত্তর করলেন, যাকোব। তিনি বললেন, তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হবে না, কিন্তু **ইস্রায়েল [ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধকারী] নামে আখ্যাত হবে;** কারণ **তুমি ঈশ্বরের ও মানুষদের সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছ।** তখন যাকোব জিজ্ঞাসা করে বললেন, “অনুরোধ করি, আপনার নাম কি? বলুন।” তিনি বললেন, “কি জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা কর?” পরে সেখানে যাকোবকে আশীর্বাদ করলেন। তখন যাকোব সেই জায়গার নাম পনূয়েল [ঈশ্বরের মুখ] রাখলেন; কারণ তিনি বললেন, আমি ঈশ্বরকে সামনাসামনি হয়ে দেখলাম, তবুও আমার প্রাণ বাচল।” আদিপুস্তক (Genesis) ৩২। ২৪-৩০

১৩। বাইবেলের ঈশ্বর সকল ধার্মিক এবং অধার্মিক উভয়েরই ধ্বংসকারী-

“ইস্রায়েল দেশকে বল, সদাপ্রভু এই কথা বলেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ; আমি কোষ থেকে আমার তরোয়াল বের করে তোমাদের মধ্য থেকে ধার্মিক ও দুষ্টকে বিচ্ছিন্ন করব। তোমাদের মধ্য থেকে ধার্মিক ও দুষ্টকে বিচ্ছিন্ন করব, **আমার তরোয়াল কোষ থেকে বের হয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত সব প্রাণীর বিরুদ্ধে যাবে;”** যিহিস্কেল (Ezekiel) ২১। ৩-৪

১৪। বাইবেলে, ভাববাদী লোট তার নিজ কন্যার সাথেই যৌনমিলন করেছেন-

“এই ভাবে **লোটের দুটি মেয়েই নিজেদের বাবা থেকে গর্ভবতী হল।**” আদিপুস্তক (Genesis) ১৯। ৩৬

১৫। বাইবেলের ঈশ্বর মদ খেতে উৎসাহিত করেন-

“সদাপ্রভু তাঁর লোকেদের উত্তর দিলেন, “দেখ, আমি তোমাদের কাছে শস্য, **নতুন আঙ্গুর রস**[3] **(মদ)** এবং তেল পাঠাচ্ছি, তাতে তোমরা সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হবে; আমি অন্যান্য জাতিদের কাছে আর তোমাদের অপমানের পাত্র করব না।” যোয়েল (Joel) ২। ১৯

১৬। বাইবেল অনুসারে, প্রতারণা করে খ্রিষ্টমত প্রচার করাও বৈধ-

“কিন্তু ওরা স্বার্থপরভাবে এবং অপবিত্রভাবে খ্রীষ্টকে প্রচার করছে, তারা মনে করছে যে আমার কারাবাস আরো কষ্টকর করবে। তবে কি? উভয় ক্ষেত্রেই, কিনা **ভণ্ডামিতে অথবা সত্যভাবে, যে কোনো ভাবে হোক, খ্রীষ্ট প্রচারিত হচ্ছেন;** আর এতেই আমি আনন্দ করছি, হ্যাঁ, আমি আনন্দ করব।” ফিলিপীয় (Philippians) ১। ১৭-১৮

“কিন্তু ঐ প্রথম দলের লোকেরা নিজেদের স্বার্থের জন্য খ্রীষ্টের বিষয় প্রচার করে থাকে, কোন ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে তা করে না। ওরা মনে করে, এতে আমার বন্দী অবস্থায় ওরা আমাকে কষ্ট দিতে পারবে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? আসল কথা হল, এতে যেভাবেই হোক **খ্রীষ্টের বিষয় প্রচারিত হচ্ছে- তা ছলনার উদ্দেশ্যেই হোক আর সৎ উদ্দেশ্যেই হোক; আর তাতেই আমার আনন্দ।**” ফিলিপীয় (Philippians) ১। ১৭-১৮ Sbcl ভার্সনের অনুবাদ

১৭। বাইবেল অনুসারে, যারা রবিবার কাজ করে তাদের হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে-

“ছয় দিন কাজ করা যাবে, কিন্তু সপ্তম দিন তোমাদের জন্য পবিত্র দিন হবে; সেটা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য বিশ্রামদিন হবে; **যে কেউ সেই দিনে কাজ করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।**” যাত্রাপুস্তক (Exodus) ৩৫। ২

১৮। বাইবেলের ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করার জন্য অনুতপ্ত-

[3] এখানেও বাংলায় অনুবাদ সন্ত্রাস করে নতুন আঙ্গুর রস লেখা হয়, কিন্তু মূল হিব্রুতে תִּירוֹשׁ (tirosh) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ **Hebrew/Greek Interlinear Bible** এ করা হয়েছে **fresh or new wine** অর্থাৎ নতুন মদ। বাইবেলের সবচেয়ে প্রামাণ্য ইংরেজি অনুবাদ**,** কিং জেমস ভার্সনের অনুবাদে এখানে স্পষ্টভাবে **wine** শব্দটি রয়েছে যার অর্থ মদ। বর্তমানে বহুল জনপ্রিয় ইংরেজী **NIV** বাইবেলেও স্পষ্টভাবে **new wine** শব্দটি রয়েছে। অর্থাৎ **এখানেও স্পষ্টতই খ্রিষ্টানদের ঈশ্বর মানুষকে বিশেষ মদ খাওয়াবেন এমন কথাই রয়েছে।** - সম্পাদক।

"তাই সদাপ্রভু পৃথিবীতে **মানুষের সৃষ্টির জন্য দুঃখিত হলেন** ও **মনে আঘাত পেলেন**।" আদিপুস্তক (Genesis) ৬। ৬

পাঠকগণ! আপনারা নিজেরাই বাইবেলের ঈশ্বর সম্বন্ধে পড়ুন। বাইবেলের ঈশ্বর পশুবলি, মাংসাহার এবং মদ্যপানকে উৎসাহিত করেন। তিনি সাকার, তাই তিনি একদেশী। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান নন, বরং অন্যের উপর নির্ভরশীল। অতর্কিতভাবে শত্রুদের আক্রমণ করেন এবং প্রতারণাপুর্ণ আচরণ করেন। অন্যের উন্নতি দেখে তিনি ঈর্ষান্বিত হন এবং ভাষার বিভক্তির মাধ্যমে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করেন। **এমনকি যীশু নাকি অশান্তি, বিভেদ ও সংঘর্ষ সৃষ্টির জন্য পৃথিবীতে এসেছেন।** নিরপরাধ নারী, শিশু, বৃদ্ধ এমনকি পশুপাখির প্রতিও তিনি দয়া করেন না। বাইবেলে ভাববাদী ঈশ্বরীয় দূত লোট তার নিজের মেয়েদের সাথে ব্যভিচার করেন। বাইবেলের ঈশ্বর প্রতারণাকে ভুল কাজ বলে মনে করেন না। আর যারা রবিবার কাজ করেন, তাদের হত্যার নির্দেশ দেন।

কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি তাঁর নিজের সুরক্ষার জন্য এমন এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারেন যিনি নিজেই অন্যের উপর নির্ভরশীল? কোনো ব্যক্তি কি এমন একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারেন যে নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন নি? কেউ কি বাইবেলকে একটি ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে যেখানে একজন পিতা তার মেয়ের সাথে ব্যভিচার করেছেন বলে বর্ণনা রয়েছে? বাইবেলের ঈশ্বর কর্মফল ব্যবস্থা, জন্ম-মৃত্যু, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি বিষয়ে নিজেই বিভ্রান্ত, তিনি মানুষের কল্যাণ কীভাবে করবেন

> "হে মানব! যে ব্রহ্ম শীঘ্রকারী, **সর্বশক্তিমান, স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণশরীর রহিত অর্থাৎ নিরাকার**, ছিদ্ররহিত এবং অখণ্ডনীয়, নাড়ি প্রভৃতির বন্ধন রহিত, অবিদ্যাদি দোষ রহিত হওয়ার কারণে সদা পবিত্র, যিনি কখনো পাপযুক্ত, পাপাচারী এবং পাপপ্রেমী নন, সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ অর্থাৎ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞাতা, অন্তর্যামী অর্থাৎ সকল জীবের মনোবৃত্তির জ্ঞাতা, দুষ্ট পাপীদের তিরস্কারকারী, **অনাদিস্বরূপ অর্থাৎ যার সংযোগ দ্বারা উৎপত্তি এবং বিয়োগ দ্বারা বিনাশ হয় না, যার মাতা পিতা কেউ নেই এবং যার গর্ভবাস, জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যু হয় না**, সেই পরমাত্মা সনাতন, অনাদিস্বরূপ, নিজ-নিজ স্বরূপের দৃষ্টিতে উৎপত্তি এবং বিনাশ রহিত **প্রজাদের (জীবের) জন্য যথাযথভাবে বেদের দ্বারা সমস্ত পদার্থের বিশেষ উপদেশ প্রদান করেছেন, সেই পরমাত্মাই তোমাদের উপাস্য।" - [যজুর্বেদ ৪০। ৮] (ঋষি দয়ানন্দ-ভাষ্যানুসারে)**

২। বাইবেল এবং কর্মফল ব্যবস্থা

খ্রিষ্টমতে যীশুর প্রতি বিশ্বাস করাকে মুক্তির পথ বলা হয়। এমনকি খ্রিষ্টমতে মান্যতা এবং বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব কর্মের উর্ধ্বে। খ্রিষ্টমতের প্রচারকেরা সুখ ও মুক্তির পথ হিসেবে মানুষের বিশ্বাস যীশুর প্রতি আনার উপরে সম্পূর্ণ জোর দেন। তা সত্ত্বেও, বাইবেলের কিছু অংশে কর্মফল ব্যবস্থা অনুসারে যে যেরূপ কর্ম করবে সে সেরূপ ফল লাভ করবে, এমন কিছু বিশ্বাসও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-

"তিনি প্রত্যেক মানুষকে **তার কাজ অনুযায়ী ফল দেবেন**," রোমীয় (Romans) ২। ৬

"যারা ধৈর্য্যের সঙ্গে ভালো কাজ করে গৌরব, সম্মান এবং সততায় অটল, তারা **অনন্ত জীবন পাবে**।" রোমীয় (Romans) ২। ৭

"কিন্তু যারা নিজেদের ইচ্ছায় চলে, যারা সত্যকে অবাধ্য করে এবং অধার্মিকতার বাধ্য হয়, তাদের উপর **ক্রোধ ও রোষ, ক্লেশ ও সঙ্কট আসবে**" রোমীয় (Romans) ২। ৮

"কারণ যত লোক আইন কানুন ছাড়া পাপ করেছে, আইন কানুন ছাড়াই **তারা ধ্বংস হবে;** এবং যারা আইন কানুনের ভিতরে থেকে পাপ করেছে তাদের **আইন কানুনের মাধ্যমেই বিচার করা হবে**।" রোমীয় (Romans) ২। ১২

"কারণ যারা নিয়ম কানুন শোনে তারা যে ঈশ্বরের কাছে ধার্ম্মিক তা নয়, কিন্তু **যারা নিয়ম কানুন মেনে চলে তারাই ধার্মিক** বলে ধরা হবে।" রোমীয় (Romans) ২। ১৩

"কিন্তু কেউ যদি বলে, "তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার কাছে সৎ কাজ আছে," তোমার কাজ বিহীন বিশ্বাস আমাকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার কাজের মাধ্যমে বিশ্বাস দেখাব। তুমি বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর এক, তুমি তা ঠিকই বিশ্বাস কর; ভূতেরাও তা বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে। কিন্তু, হে নির্বোধ মানুষ, তুমি কি জানতে চাও যে, কাজ বিহীন বিশ্বাস কোন কাজের নয়? আমাদের পিতা অব্রাহাম কাজের মাধ্যমে, অর্থাৎ যজ্ঞবেদির উপরে তাঁর পুত্র ইসহাককে উৎসর্গ

করার মাধ্যমেই, কি ধার্মিক বলে প্রমাণিত হলেন না? তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, **বিশ্বাস তাঁর কাজের সঙ্গে ছিল এবং কাজের মাধ্যমে বিশ্বাস পূর্ণ হল;**" যাকোব (Jacob) ২। ১৮-২২

"তোমরা দেখতে পাচ্ছ, **কাজের মাধ্যমেই মানুষ ধার্মিক বলে প্রমাণিত হয়,** শুধু বিশ্বাস দিয়ে নয়।" যাকোব (Jacob) ২। ২৪

"তাই যেমন আত্মা ছাড়া দেহ মৃত, তেমনি **কাজ ছাড়া বিশ্বাসও মৃত।**" যাকোব (Jacob) ২। ২৬

"আর আমি তোমাদের বলছি, মানুষেরা যত বাজে কথা বলে, বিচার দিনের **সেই সবের হিসাব দিতে হবে।"** মথি (Mathew) **১২**। ৩৬

"কারণ তোমার কথার মাধ্যমে তুমি নির্দোষ বলে গণ্য হবে, আর তোমার কথার মাধ্যমেই তুমি দোষী বলে গণ্য হবে।" মথি (Mathew) **১২**। ৩৭

"যারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তারা সবাই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে, এমন নয়, কিন্তু **যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পারবে।** সেই দিন অনেকে আমাকে বলবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলিনি? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নি? আপনার নামেই কি অনেক আশ্চর্য্য কাজ করিনি? তখন আমি তাদের স্পষ্টই বলব, আমি কখনও তোমাদের জানি না; **হে অধর্মাচারীরা, আমার কাছ থেকে দূর হও।**" মথি (Mathew) ৭। ২১-২৩

"অতএব যে কেউ **আমার এই সব কথা শুনে পালন করে,** তাকে এমন একজন বুদ্ধিমান লোক বলা যাবে, যে পাথরের উপরে নিজের ঘর তৈরী করল।" মথি (Mathew) ৭। ২৪

"দেখ আমি খুব তাড়াতাড়ি আসছি। প্রত্যেকে যে যেমন কাজ করেছে **সেই অনুযায়ী দেবার জন্য পুরষ্কার আমার সঙ্গেই আছে।**" প্রকাশিত বাক্য (Revelations) ২২। **১২**

"তোমরা ভ্রান্ত হয়ো না, ঈশ্বরকে ঠাট্টা করা যায় না, কারণ **মানুষ যা কিছু বোনে তাই কাটবে।**" গালাতীয় (Gallaetian) ৬। ৭

বাইবেলে এরকম অনেক প্রমাণ কর্মফল ব্যবস্থাকে সত্য বলে প্রমাণ করে। এত স্পষ্ট প্রমাণের পরেও যদি খ্রিষ্টমতের অনুসারীরা এই বিশ্বাসে অটল থাকতে চায় যে, যীশুর প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমেই মুক্তি সম্ভব, তবে তা তাদের নিজ অজ্ঞানতার প্রতীক মাত্র।

"যে মানুষ পূর্বজন্মে ধর্মাচরণ করে সে সেই ধর্মাচরণের ফলস্বরূপ উত্তম-শরীরসমূহ লাভ করে এবং অধার্মিক ব্যক্তি নিচ-শরীর লাভ করে। পূর্বজন্মকৃত পাপপূণ্যের-ফলভোগের স্বভাবযুক্ত জীবাত্মা পূর্বশরীর পরিত্যাগ করে বায়ুর সাথে বিদ্যমান থাকে। পুনরায় জল, ঔষধি বা প্রাণ প্রভৃতিতে প্রবেশ করে (পরিশেষে) বীর্যে প্রবেশ করে। তদনন্তর যোনী অর্থাৎ গর্ভাশয়ে স্থিত হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। **যে জীবাত্মা অনুদিত বাণী অর্থাৎ পরমেশ্বর যেরূপ বেদে সত্যভাষণ প্রভৃতি কর্মের আজ্ঞা দিয়েছেন তদ্রূপ যথাযথভাবে জেনে আচরণ করে এবং যথাযথভাবে ধর্মেই স্থির থাকে সে মনুষ্যযোনীতে উত্তম-শরীর ধারণ করে অনেক সুখ ভোগ করে অন্যদিকে যে বেদবিরুদ্ধ অধর্মাচরণ করে সে বিবিধ নিচ-শরীর অর্থাৎ কীট, পতঙ্গ, পশু-পাখি প্রভৃতি শরীর ধারণ করে অনেক দুঃখ ভোগ করে।**" - **[অথর্ববেদ ৫। ১। ২] (ঋষি দয়ানন্দ, ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা)**

"জীব সর্বদ্রষ্টা পরমেশ্বরকে দেখতে অক্ষম, কিন্তু পরমেশ্বর সকলকে যথাযথভাবে দর্শন করেন। যেমন বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত পদার্থ দেখা যায় না, তেমনই সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে জীবকে দেখা যায় না। **এই জীবগণ কর্মফল অনুসারে সমস্ত লোক-লোকান্তরে বিচরণ করে। তাদের অন্তরে ও বাহিরে পরমাত্মা অবস্থান করে তাদের যথাযথ কর্মের প্রেরণা দান করেন** এবং **জীবের কর্ম দ্বারা সঞ্চিত পাপ-পুণ্যের ফল প্রদানরূপ ন্যায়ের মাধ্যমে সকলকে সর্বত্র জন্ম প্রদান করেন।**" - **[ঋগ্বেদ ১। ১৬৪। ৩১] (ভাবার্থ, ঋষি দয়ানন্দ)**

৩৷ বাইবেল এবং যীশু খ্রিষ্টের জন্ম

খ্রিষ্টানগণ বলেন যে, যীশু খ্রিষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি কুমারী মেরি বা মরিয়মের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এটি খ্রিষ্টানদের একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত। যিনি যীশু খ্রিষ্টকে একজন মহামানব বলে মনে করেন, কিন্তু তাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে মনে করেন না; তিনি খ্রিষ্টান নন। আবার যিনি বিশ্বাস করেন না যে, যীশু কুমারী মেরি বা মরিয়মের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তিনিও খ্রিষ্টান নন।

আসুন আমরা এই উভয় বিশ্বাস নিয়ে পর্যালোচনা করি। একজন মহিলা কি পুরুষের সাথে দৈহিক মিলন ছাড়া সন্তানের জন্ম দিতে পারে? আবার, কেবল যীশু খ্রীষ্টই কি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র?

মাতা-পিতার দৈহিক মিলন ছাড়া কোন মানুষ জন্মাতে পারে না, এটাই জগতের নিয়ম। কিন্তু এই নিয়মটিকে যীশু খ্রিষ্টের ক্ষেত্রে খ্রিষ্টানরা নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে নেয়। বাইবেলের মথি, লুক, যিশাইয় এবং মার্ক লিখিত পুস্তকে যীশুর জন্মের বিষয়ে বলা হয়েছে কিন্তু এই চারজনেরই প্রদত্ত বিবরণে ভিন্নতা রয়েছে।

বাইবেলের মথি লিখিত সুসমাচারে লেখা আছে-

"যীশু খ্রিষ্টের জন্ম এই ভাবে হয়েছিল। যখন তার মা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগদত্তা হলেন, **তাদের সহবাসের আগে জানা গেল, তিনি গর্ভবতী হয়েছেন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে।** আর তাঁর স্বামী যোষেফ ধার্মিক হওয়াতে তিনি চাননি যে জনসাধারণের কাছে তার স্ত্রীর নিন্দা হয়, তাই তাকে গোপনে ছেড়ে দেবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি এই সব ভাবছেন, এমন দিন দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাকে দর্শন দিয়ে বললেন, "যোষেফ, দায়ূদ-সন্তান তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করতে ভয় করো না, **কারণ তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মা থেকে হয়েছে;** আর তিনি ছেলের জন্ম দেবেন। এবং তুমি তার নাম যীশু [উদ্ধারকর্তা] রাখবে; কারণ তিনিই নিজের প্রজাদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।" এই সব ঘটল, যেন ভাববাদীর মাধ্যমে বলা প্রভুর এই কথা পূর্ণ হয়, "**দেখ,**

সেই কুমারী গর্ভবতী হবে এবং একটি ছেলের জন্ম দেবে, আর তার নাম রাখা যাবে ইম্মানুয়েল অনুবাদ করলে এর অর্থ, আমাদের সাথে ঈশ্বর।" মথি (Matthew) ১। ১৮-২৩

এই ভার্সগুলোতে যা লেখা আছে তা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি বিশ্বাস করতে পারেন? যোসেফের স্বপ্নও কি কোন এমন একটি ঘটনা যাকে কেউ ঐতিহাসিক সত্য বলে মেনে নিতে পারে? যদি এই মামলা কোনো আদালতে তোলা হয় তাহলে কোন একজন বিচারক কি এই স্বপ্নের ভিত্তিতে এর সত্যতার রায় দিতে পারবেন? কখনোই না।

লুক রচিত সুসমাচারে একই বিষয় এইভাবে লেখা হয়েছে-

"ইলীশাবেৎ যখন ছয় মাসের গর্ভবতী তখন ঈশ্বর গাব্রিয়েল দূতকে গালীল দেশের নাসরৎ নামে শহরে একটি কুমারীর কাছে পাঠালেন, তিনি দায়ূদ বংশের যোষেফ নামে এক ব্যক্তির বাগদত্তা ছিলেন, সেই কুমারীর নাম মরিয়ম। দূত তার কাছে গিয়ে তাকে বললেন হে অনুগ্রহের পাত্রী, "**তোমার মঙ্গল হোক; প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন**।" কিন্তু তিনি এই কথাতে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন এবং এই কথায় তাঁর মন তোলপাড় হতে লাগল, এ কেমন শুভেচ্ছা? দূত তাকে বললেন, "**মরিয়ম, ভয় পেয় না, কারণ তুমি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ পেয়েছ।** আর দেখ, **তুমি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে ও তার নাম যীশু রাখবে।** তিনি মহান হবেন ও তাকে মহান সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে এবং প্রভু ঈশ্বর তার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাকে দেবেন; তিনি যাকোবের বংশের উপরে চিরকাল রাজত্ব করবেন ও তার রাজ্যের কখনো শেষ হবে না।" তখন মরিয়ম দূতকে বললেন, "এ কি করে সম্ভব? কারণ আমি তো কুমারী।" উত্তরে দূত তাকে বললেন, "**পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন এবং মহান সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করবে;** এ কারণে যে পবিত্র সন্তান জন্মাবেন, তাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।" লুক (Luke) ১। ২৬-৩৫

আপনারা এই বিষয়ে মথি ও লুকের বর্ণনার পার্থক্য খেয়াল করুন। যেখানে মথি যোসেফের স্বপ্নের বর্ণনা লিখেছেন, একইস্থলে লুক লিখেছেন মেরীর কাছে ঈশ্বরের দূত আসার কথা।

এখন আপনারা যিশাইয়ের বর্ণনা দেখুন-

সদাপ্রভু আহসকে বললেন, "তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে কোনো চিহ্ন জিজ্ঞাসা কর, গভীরে বা ওপরে জিজ্ঞাসা কর।" কিন্তু আহস বললেন, "আমি জিজ্ঞাসা করব না, সদাপ্রভুকে পরীক্ষাও করব না।" তাই যিশাইয় বললেন, "দায়ূদের কুল, তোমরা শোন। মানুষের ধৈর্য্য পরীক্ষা করা কি যথেষ্ট নয়? তোমরা কি আমার ঈশ্বরের ধৈর্য্য পরীক্ষা করবে? **অতএব প্রভু নিজে তোমাদেরকে এক চিহ্ন দেবেন; দেখ, এক যুবতী মহিলা গর্ভবতী হয়ে ছেলের জন্ম দেবে ও তাঁর নাম ইম্মানূয়েল রাখবে।"** যিশাইয় (Isaiah) ৭। ১০-১৪

এই বর্ণনায় কেবল কুমারীর পুত্র হবে এই ভবিষ্যদ্বাণী লেখা হয়েছে। কবে এটি হবে এই বিষয়ে কোন আলোকপাত করা হয়নি।

মার্ক লিখিত সুসমাচারে এরূপ বর্ণনা রয়েছে-

"সেদিনের যীশু গালীলের নাসরৎ শহর থেকে এসে যোহনের কাছে যর্দ্দন নদীতে বাপ্তিষ্ম নিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই জলের মধ্য থেকে উঠবার দিন দেখলেন, আকাশ দুইভাগ হল এবং পবিত্র আত্মা পায়রার মত তাঁর ওপরে নেমে আসছেন। **আর স্বর্গ থেকে এই বাণী হল, তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি সন্তুষ্ট।**" মার্ক (Mark) ১। ৯-১১

এখানে এক কুমারীর গর্ভে অলৌকিকভাবে একটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল, এই আলোচনা পর্যন্ত অনুপস্থিত।

আজ, যদি একজন মহিলা বিয়ের আগেই গর্ভবতী হন এবং তাঁর নিকটে একজন দেবদূতের আগমনকে তাঁর গর্ভাবস্থার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন তবে আপনি কি তাঁকে বিশ্বাস করবেন? জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবহার না করে মানুষ কীভাবে এমন কল্পনা বিশ্বাস করে নেয়, তা আমার জানা নেই। **যীশু মরিয়ম বা মেরি এবং যোসেফের মিলন থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে প্রচার করলে কি যীশুর মহত্ত্ব হ্রাস পাবে? তাহলে এটিকে অলৌকিকভাবে কল্পনা করার কী দরকার ছিল?** আমি যদি বিশ্বের নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীদের সামনে বাইবেলের ভিত্তিতে যীশুর জন্মের ঘটনা বর্ণনা করি, তবে তারা নিশ্চিতভাবে একে অগ্রাহ্য তো করবেনই; একইসাথে এই ধারণাটিকে অপরিপক্কও বলবেন। আপনি স্বয়ং আপনার নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীন।

"যিনি সমগ্র জগৎকে একাংশে ধারণ করেছেন, **যিনি কখনো উৎপন্ন হন না** তথা নিত্য, সর্বসুখদাতা, সর্বপ্রকাশক সেই প্রভু, আমাদের শান্তি ও সুখ প্রদান করুন।" - **[ঋগ্বেদ ৭। ৩৫। ১৩] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

"হে নিবাসপ্রদাতা, শত সহস্র কর্ম সম্পন্নকারী পরমেশ্বর! **তুমিই আমাদের পিতা এবং তুমিই আমাদের মাতা হয়েছ। তাই আমরা কেবল তোমারই কাছে সুখ প্রার্থনা করি।**" - **[সামবেদ ১১৭০] (আচার্য রামদেব বেদালংকার)**

"যিনি অনাদি হওয়ায় আমাদের পূর্বপুরুষদেরও পূর্বপুরুষ, এবং অজন্মা হওয়ায় যার মাতা-পিতা নেই, এবং সর্বজ্ঞ হওয়ায় সকলের কর্মসমূহকে জানেন, আমরা **সেই জগদীশ্বরের উপাসনা করে নিজের সামর্থ্য বৃদ্ধি করব**। - **[অথর্ববেদ ২০। ৩৪। ১৬] (পণ্ডিত ক্ষেমকরণ দাস ত্রিবেদী)**

"পরমেশ্বরের কার্যসাধনের জন্য কোনো সহায়কের প্রয়োজন নেই। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয় প্রভু, যিনি সমস্ত মানুষ ও দেবতাদের দ্বারা অজেয়। তিনি নিজেই নিজের পালন ও পূর্ণতা দানকারী শ্রমশীল জীবের জন্য মহান সমৃদ্ধিদাতা। **পরমেশ্বর সমস্ত সৃষ্ট জীবকে ওজস্বী করেন। এই সর্বশক্তিমান প্রভুর দান সর্বদা মঙ্গলময়।"** - **[ঋগ্বেদ ৮। ৬২। ২] (আচার্য হরিশরণ সিদ্ধান্তালংকার)**

"সকল মনুষ্যের একথা জানা উচিত যে, **সেই পরমেশ্বর আমাদের বন্ধু অর্থাৎ দুঃখ নাশকারী, সকল সুখ-উৎপন্নকারী, পালনকর্তা তথা তিনিই সকল শুভকামনা পূর্ণকারী** এবং সকল লোক-লোকান্তরের জ্ঞাতা। **তাঁর মধ্যেই দেব অর্থাৎ বিদ্বানগণ মোক্ষলাভ করে সদা আনন্দে অবস্থান করেন** এবং তারা তৃতীয় ধাম অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত হয়ে সর্বোত্তম সুখে সদা সচ্ছন্দতার সাথে রমন করেন।" - **[যজুর্বেদ ৩২। ১০] (ঋষি দয়ানন্দ, ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা)**

"একমাত্র পরমেশ্বরকেই যথাযথভাবে জানতে পারলে মানুষ জ্ঞানী হতে সক্ষম হন, অন্যথা নয়। **যিনি সর্বাপেক্ষা মহান, সকলের প্রকাশক এবং অবিদ্যা-অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞান প্রভৃতি দোষরহিত সেই সত্ত্বাকেই আমি পরমেশ্বর এবং ইষ্টদেবরূপে জানি।** তাঁকে না জেনে কোন মনুষ্যই যথার্থ জ্ঞানবান্ হতে পারে না। কারণ **সেই পরমাত্মাকে জেনে এবং লাভ করে জন্ম-মরণ প্রভৃতি ক্লেশের সমুদ্রসমান দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দস্বরূপ মোক্ষ লাভ হয়, অন্য কোন উপায়েই মোক্ষলাভ সম্ভব নয়।** এ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, তাঁর উপাসনাই সকল মানুষের করা উচিত। **কোন মানুষেরই, তিনি ভিন্ন অন্য কোন সত্ত্বার উপাসনা করা উচিত নয়, কারণ মোক্ষসুখ দানকারী এক পরমাত্মা ভিন্ন এ জগতে আর কেউই নেই। ব্যবহারিক অর্থাৎ জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয়প্রকার সুখের মার্গ হলো সেই এক পরমেশ্বরকে জানা এবং কেবল তাঁরই উপাসনা করা, কেননা এছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোনপ্রকার সুখ অর্জিত হয়না।" [যজুর্বেদ ৩১। ১৮] (ঋষি দয়ানন্দ, ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা)**

৪। খ্রিষ্টমতের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের পর্যালোচনা

খ্রিষ্টমতের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ নিম্নরূপ-

- ✓ যীশু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র।
- ✓ তিনি কুমারী মরিয়ম বা মেরির গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার কোনো মানব পিতা ছিল না। তার পিতা স্বয়ং ঈশ্বর।
- ✓ পৃথিবীকে দুঃখকষ্ট ও পাপে জর্জরিত হতে দেখে ঈশ্বর তার একমাত্র পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।
- ✓ তিনি তার মাথায় সমস্ত মানুষের পাপের বোঝা নিয়েছিলেন এবং আমাদের সুখের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।
- ✓ তার বলিদানের মধ্য দিয়ে সমস্ত মানুষের পাপ ক্ষমা করা হয়েছিল।
- ✓ যারা যীশুতে বিশ্বাস করে, তাদের পাপ ক্ষমা করা হবে এবং তারা আসমানী রাজ্য অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজ্য লাভ করবে।
- ✓ যারা যীশুতে বিশ্বাস করে না, তারা পাপী। তারা নরকের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে খ্রিষ্টীয় যাজকগণ এই শিক্ষাগুলি প্রচার করেন। আর এরই প্রভাবে সহজ-সরল মানুষের মন বিভ্রান্ত হয় এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষদের মহান বৈদিক ধর্ম পরিত্যাগ করে বিদেশীদের বিশ্বাস স্বীকার করে নেয়। তারা তাদের বেদ, শাস্ত্র, দর্শন, উপনিষদ্ ত্যাগ করে বিদেশীদের অনুসরণ করে। শ্রীরাম, শ্রীশিব ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির মতো মর্যাদাপুরুষোত্তম, মহান আচার্য ও যোগীরাজ ব্যক্তিত্বকে পরিত্যাগ করে তারা কুপথের আশ্রয় নেয়। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা তাদের ফাঁদে না পড়ে বরং বিপরীত যুক্তিসমূহ অবলম্বন করেই খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের চুপ করিয়ে দেন। কারণ তারা জানেন যে, **খ্রিষ্টমতে এমন বিশেষ কিছু নেই যার লোভে আমরা খ্রিষ্টান হয়ে যাব।**

আপনি নিজেই ভেবে দেখুন! **ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা এবং আমরা সকলেই তাঁর সন্তান। তাঁর শুধু একটি পুত্র নয় বরং কোটি কোটি পুত্র আছে। পৃথিবীর সমস্ত নর-নারী মনুষ্য সকলেই তাঁর সন্তান।**[4] তিনি সকলকে সৃষ্টি ও লালন-পালন করেন। তিনি যীশুকে সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যদেরও সৃষ্টি করেছেন। "তারপরও যীশুই ছিলেন ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র" - এটি একটি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য। সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষ, সাধক, মহাত্মা, পরোপকারী, দয়ালু, দাতা, ঋষি, মুনি প্রভৃতির জন্ম হয়েছে। তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র এবং সকলেই ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় অনেক মহৎ ও পুণ্যকর্ম করেছেন। কেউই তাদেরকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলেন না। তাহলে প্রশ্ন হলো ঠিক কীসের ভিত্তিতে যীশুকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র মনে করা উচিত?

কুমারী মেরির গর্ভ থেকে যীশুর জন্ম নেয়ার ঘটনাটি আরেকটি গুজব। কোন বুদ্ধিমান মানুষ এটা মেনে নিতে পারে না। আপনি কি পৃথিবীতে ঘটেছে এমন আর অন্য কোনো উদাহরণ জানেন যেখানে মাতা-পিতার দৈহিক মিলন ছাড়াই একজন মানুষ শুধুমাত্র তার মাতার মাধ্যমে মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে? এটা সৃষ্টির নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। সৃষ্টির নিয়ম সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই থাকবে। এটা ঈশ্বরীয় বিধান, যাতে কোন দোষ নেই। মেরি এবং যোসেফের মিলন থেকে জন্ম নেওয়া শিশুটিকে একজন অলৌকিক মানুষ বানানোর দৌড়ে না জানি আর কী কী কল্পনা করা হয়েছে। এটা একজন সহজ-সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করা নয় তো আর কী?

পাপের বিষয়ে খ্রিষ্টমতের সিদ্ধান্ত বড়ই অদ্ভুত। তাদের মতে সকলেই পাপী কারণ আদম পাপ করেছিল। তার দ্বারা সংঘটিত পাপ উত্তরাধিকারসূত্রে বিশ্বের সকল মানুষ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পেয়ে আসছে। এখন কারো পূর্বপুরুষ কোনো অপরাধ করলে, তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মও কি সেই অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে? নিশ্চয়ই না। তবে আদমের কর্মের জন্য সমগ্র মানবজাতিকে

[4] বেদশাস্ত্রে পরমেশ্বর সকল মনুষ্যকে তাঁর সন্তান বলেছেন, **"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽঅমৃতস্য পুত্রা"** [যজুর্বেদ **১১**। ৫] অর্থাৎ শোনো হে সকল অমৃত=পরমেশ্বরের সন্তানগণ। একই পরম্পরা অনুসরণ করে, উপনিষদে ঋষিও মনুষ্যকে পরমেশ্বরের সন্তান বলেছেন যেমন, **"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা"** [শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ২। ৫]। অর্থাৎ, **বৈদিক পরম্পরায় সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, কোন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি নন।** - সম্পাদক।

দোষী বলা কীভাবে যুক্তিযুক্ত হলো? একইভাবে, যীশু খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধকরণ কীভাবে মানুষকে তাদের পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে? লক্ষ লক্ষ খ্রিষ্টান পাপ করে ও শাস্তি পায় যেখানে অপরাধী ও বিচারক উভয়ই খ্রিষ্টান। অপরাধীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ অনুযায়ীই তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। **এখন আগামীকাল যদি একজন অপরাধী অপরাধ করে বিচারকের সামনে বলে যে, আমার যীশুখ্রিষ্টের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে এবং তাই আমার সমস্ত পাপ পূর্বেই ক্ষমা করা হয়েছে, আমাকে কোন শাস্তি দেবেন না; এটা কতটা যৌক্তিক মনে হবে?** যদি শুধুমাত্র যীশুতে বিশ্বাস করার মাধ্যমে পাপ দূর হয়ে যেত, তাহলে খ্রিষ্টানপ্রধান দেশগুলিতে কোন পাপী থাকত না এবং পাপের শাস্তি দেয়ারও কোন প্রয়োজন থাকত না। একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখবেন এখানে **মানুষকে বেশি বেশি সৎকর্ম করার জন্য অনুপ্রাণিত করার পরিবর্তে তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের বিশ্বাসে আবদ্ধ করে কেবল মানসিকভাবে ক্রীতদাস বানানো হচ্ছে।**

আপনি একটি উদাহরণ দ্বারা এটি বুঝতে চেষ্টা করুন। যদি একজন ব্যক্তি তার সমস্ত জীবনে কোন পাপ না করে কেবলমাত্র পুণ্য কাজই করে, কিন্তু যদি তার যীশুখ্রিষ্টের উপর বিশ্বাস না থাকে, তবে খ্রিষ্টান বিশ্বাস অনুসারে তিনি মৃত্যুর পরে স্বর্গে নয়, বরং নরকে যাবেন। কারণ এখানে তার বিশ্বাসই তার কর্মের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর একটি বিপরীত উদাহরণ দেখুন। একজন ব্যক্তি জন্মগতভাবে খ্রিষ্টমতে বিশ্বাসী কিন্তু এমন কোনো পাপ কর্ম নেই যা সে করে না। যেমন মাংস খাওয়া, মদ পান করা, ব্যভিচার করা ইত্যাদি। সারাজীবন এমন কাজ করার পরেও যদি সে প্রতি রবিবার গির্জায় যায় এবং তার পাপ স্বীকার করে তবে মৃত্যুর পর সে নরকে নয়, বরং স্বর্গে যাবে। কারণ সে যীশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করে। **এ কেমন অন্ধবিশ্বাস? এই নড়বড়ে বিশ্বাসের সামনে বৈদিক কর্মফল ব্যবস্থা কতটা তর্কসম্মত ও যুক্তিসম্মত দেখুন। বৈদিক কর্মফল ব্যবস্থা অনুসারে- যে ব্যক্তি যেমন কর্ম করবে, সে সেরূপই ফল পাবে। তার থেকে কমও না, বেশিও না। ঈশ্বর কারো প্রতি বৈষম্য করেন না, বিনা কারণে কাউকে সুখী করেন না এবং বিনা কারণে কাউকে দুঃখও দেন না। যে যেমন কর্ম করে তাকে তেমন ফলই প্রদান করেন।**

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে পুনর্জন্মের কোনো স্থান নেই। তাদের মতে, মৃত্যুর পর মানুষ কেবল স্বর্গ বা নরকের অধিকারী হয়। **বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বর্গ ও নরক উভয়ই এই পৃথিবীতেই বিদ্যমান। যে**

ব্যক্তি জীবনে সুখী, সে স্বর্গে এবং যে দুঃখী,সে নরকে আছে। এখন কোন একটি শিশু প্রতিবন্ধী হয়ে কোন দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে সারাজীবন সে অভাবের মধ্যেই থাকবে। আবার অন্য আরেকটি সুস্থ সন্তান ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে তার সুখের কোন অভাব হবে না। ঈশ্বর কেন এমন করলেন? দুজনের মধ্যে এমন বৈষম্য কেন? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর পুনর্জন্মের ব্যবস্থায় অবিশ্বাসী খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারকদের কাছে নেই। এর উত্তর বৈদিক কর্মফল ব্যাবস্থা দ্বারা পাওয়া যায় যে, **একজন ব্যক্তি পুনর্জন্মে তার পুর্বকৃতকর্মের ফল ভোগ করছে। এই নীতি তো বোঝা গেল, একইভাবে মৃত্যুর পরে পরবর্তী জন্মও হবে এই জন্মে করা কর্ম এবং অতীতের সঞ্চিত কৃতকর্মের ফল অনুসারে। জন্ম-মৃত্যুর চক্র মুক্তির আগ পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।** খ্রিষ্টান বিশ্বাস অনুসারে, জন্ম একবারই হয়, কিন্তু বৈদিক বিশ্বাস অনুসারে, জন্ম একবার নয়, বরং একাধিক।

আসুন একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই বিশ্বাসটি বুঝতে চেষ্টা করি। ধরুন একজন ব্যক্তি কাউকে খুন করে একটি গির্জায় লুকিয়ে থাকলো এবং একজন খ্রিষ্টান যাজকের কাছে স্বীকার করে যে সে অপরাধ করেছে। এর কিছুক্ষণ পর সে বাইরে গেল এবং তার কিছুক্ষণ পরেই দুর্ঘটনায় মারা গেল। প্রশ্ন হলো, তার শাস্তি কবে হবে? খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী সে তো তার অপরাধ স্বীকার করেছে। সুতরাং তিনি পাপী নয়। তার পাপ যীশু নিজের উপর নিয়েছেন। কিন্তু যেকোনো দেশের সংবিধান অনুযায়ী তাকে খুনিই বলা হবে। অন্যদিকে **বৈদিক ব্যবস্থা অনুসারে তাকে তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করতেই হবে। এই জীবনে না হলে পরের জীবনে কষ্ট ভোগ করতেই হবে। এখন বলুন খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস কী বাস্তবসম্মত নাকি বৈদিক ব্যবস্থা?** নিশ্চয়ই আপনি বৈদিক পদ্ধতিকে বাস্তবসম্মত, কুশল এবং স্বীকার করার যোগ্য বলবেন।

যখন কোনো ব্যক্তি এরূপ নিরপেক্ষভাবে খ্রিষ্টমতের অন্তঃসারশূন্য বিশ্বাসগুলোকে বিবেচনা করবে, তখন সে অনেক খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের মতোই খ্রিষ্টমতকে ত্যাগ করবে। কারণ তিনি বুঝতে পারবেন যে, যীশুর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করে কোনো জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারে না বরং সদাচার, জ্ঞান এবং শ্রেষ্ঠ কর্মের মাধ্যমে উন্নতি সাধিত হয়।

“**এই সংসারে পাপ-পূণ্যভোগের জন্য দুইপ্রকার জন্ম রয়েছে**। এক. মনুষ্যশরীর ধারণ করা এবং দ্বিতীয়. নিচগতি প্রাপ্ত হয়ে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ প্রভৃতিরূপে জন্মগ্রহণ করা। মনুষ্যশরীরের আবার তিন শ্রেণীবিভাগ রয়েছে – এক. পিতৃ অর্থাৎ জ্ঞানী হওয়া, দুই. দেব অর্থাৎ সকল বিদ্যা অর্জন করে বিদ্বান্ হওয়া, তিন. মর্ত্য অর্থাৎ সাধারণ মানবশরীর ধারণ করা। এদের মধ্যে প্রথম গতি অর্থাৎ **মনুষ্যশরীর গ্রহণ পুণ্যাত্মার এবং পাপ-পূণ্য সমান এমন জীবাত্মার হয়। অন্যদিকে যেসকল জীবাত্মা অধিক পাপ করেন তাঁদের দ্বিতীয় অর্থাৎ নিচগতি লাভ হয়। এই বিভাগ অনুসারে জগতের সকল জীব নিজ-নিজ পূণ্য ও পাপের ফল ভোগ করছে। জীবাত্মার মাতা ও পিতার শরীরে প্রবেশ করে জন্মগ্রহণ করা, পুনরায় শরীর ত্যাগ করা এবং একইভাবে জন্মগ্রহণ করা বারংবার চলতে থাকে।**” - **[যজুর্বেদ ১৯। ৪৭] (ঋষি দয়ানন্দ, ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা)**

“**জ্ঞানযজ্ঞ এবং নিজের আত্মা প্রভৃতি দ্রব্যসমূহকে পরমেশ্বরকে দক্ষিণা দেয়ার মাধ্যমে মুক্তাত্মাগণ মোক্ষসুখে প্রসন্ন থাকেন**। যিনি পরমাত্মার সখ্য অর্থাৎ মিত্রতার মাধ্যমে মোক্ষভাব প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর জন্য ‘ভদ্র’ নামক সর্বপ্রকার সুখ নির্ধারিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর প্রাণ তাঁর নিজবুদ্ধির অত্যন্ত বৃদ্ধিকারী হয়ে থাকে। **সেই মোক্ষপ্রাপ্ত মনুষ্যকে পুর্বমুক্ত লোক নিজেদের নিকটে আনন্দে রাখেন এবং পুনরায় তাঁরা পরস্পর জ্ঞানবলে একে অপরকে দর্শন করেন, সাক্ষাৎ করেন।**” - **[ঋগ্বেদ ১০। ৬২। ১] (ঋষি দয়ানন্দ, ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা)**

৫। যীশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান

আমরা পূর্বেই যীশুর জন্ম সম্পর্কিত বিবরণ বিস্তারিত পড়ে এসেছি। একইভাবে যীশুর মৃত্যু সম্পর্কিত বিবরণ বিস্তারিত জানার প্রয়োজন রয়েছে। দুটোতেই ঘোড়দৌড়ের সময়কালীন ঘোড়ার পায়ের মতো দিক-বিদিক কল্পনা আর ভ্রমের জাল বিস্তার করা হয়েছে। যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে বাইবেল বলে যে-

- ✓ যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।
- ✓ যীশু সেই ক্রুশে মারা যান।
- ✓ তার লাশ কবরে রাখা হয়।
- ✓ মৃত্যুর তৃতীয় দিন তার কবর লাশহীন অবস্থায় পাওয়া যায়।
- ✓ এরপর অনেক লোক মৃত যীশুকে হাঁটতে-চলতে দেখেছেন।
- ✓ যীশু সশরীরে স্বর্গে গেলেন।
- ✓ তিনি স্বর্গে ঈশ্বরের সিংহাসনের ডানদিকে উপবিষ্ট হলেন।

এইসব বর্ণনা বাইবেলে মথি রচিত সুসমাচার অধ্যায় ২৭ এবং ২৮, মার্ক রচিত সুসমাচার অধ্যায় ১৬, লূক রচিত সুসমাচার অধ্যায় ১৫ এবং যোহন রচিত সুসমাচারের ২০, ২১ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। এই বিবরণগুলি এতই পরস্পরবিরোধী যে, এটি অন্য কোন ব্যক্তির সম্পর্কে হলে কোন নিরপেক্ষ খ্রিষ্টানও একে বিশ্বাস করত না। **যেকোনো লিখিত বা মুদ্রিত বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তখনই ইতিহাসের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়, যদি তা যেকোনপ্রকার সন্দেহের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়।** যদি আদালতে মথি, মার্ক, লুক এবং যোহনকে বাইবেল অনুসারে যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বিচারকের সামনে হাজির করা হয়, তবে প্রত্যেকের সাক্ষ্যের মধ্যে এত পার্থক্য হবে যে খ্রিষ্টান বিচারকেরাও তাদের উপরে বিশ্বাস করবেন না। উদাহরণস্বরূপ দেখুন-

১। মথি অনুসারে, যীশুর মৃত্যুর সময় একটি ভয়ানক ভূমিকম্প হয়েছিল। অথচ বাকি তিনজন এ বিষয়ে নীরব। ভূমিকম্প হলে অবশ্যই বাকি তিনজনও তা জানতে পারত।

২। মথি অনুসারে, একজন দেবদূত এক মহিলাকে বলেছিলেন যে, যীশু পুনরুত্থিত হয়েছেন। মার্কের ভাষ্যমতে, এক যুবক বলেছিলেন। লুকের মতে দুই দেবদূত বলেছিলেন। যোহনের মতেও দুজন দেবদূত জানিয়েছিলেন।

৩। যোহনের মতে, মেরি পেছনে ফিরে যীশুকে জীবিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পান। এই কথা অন্য তিন জায়গায় লেখা নেই।

৪। অন্যদিকে মার্কের মতে, যীশুর মৃতদেহ একটি সমাধিতে সমাহিত করা হয়েছিল।

"যীশু যে এত তাড়াতাড়ি মারা গেছেন, এতে পীলাত অবাক হয়ে গেলেন এবং সেই শতপতিকে ডেকে, তিনি এর ভেতরেই মরেছেন কি না, জিজ্ঞাসা করলেন; পরে সেনাপতির কাছ থেকে জেনে যোষেফকে মৃতদেহ দেওয়া হলো। যোষেফ **একখানি চাদর কিনে তাকে নামিয়ে ঐ চাদরে জড়ালেন এবং পাথর দিয়ে তৈরী এক কবরে রাখলেন;** পরে কবরের দরজায় একখানা পাথর দিয়ে আটকে দিলেন।" মার্ক (Mark) ১৫। ৪৪-৪৬

৫। এর পরে যীশু তিবিরিয়া সমুদ্রের তীরে শিষ্যদের কাছে আবার নিজেকে দেখালেন; তিনি এই ভাবে নিজেকে দেখালেন। যোহন (John) ২১। ১

৬। কারণ যোনা যেমন তিনদিন তিন রাত বড় মাছের পেটে ছিলেন, সেই রকম মনুষ্যপুত্রও **তিনদিন তিন রাত পৃথিবীর অন্তরে থাকবেন।** মথি (Matthew) ১২। ৪০

৭। আর বিকাল তিনটের দিন যীশু উঁচুস্বরে চিৎকার করে বললেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী, অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?" মথি (Matthew) ২৭। ৪৬

যীশুর পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনায় নিম্ন শঙ্কাগুলো উপস্থিত হয়-

- যীশুর কোন ভক্ত কী কষ্ট করে বলতে পারবে যে, ঈশ্বর কোন পাপের শাস্তি হিসেবে যীশুকে এমন অত্যাচার পূর্বক মৃত্যু দিয়েছিলেন? যদি বলা হয় যে, সে অন্যের পাপের ভার নিজের উপর

নিয়েছিল, যার কারণে তার এমন মৃত্যু হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হলো, পাপ কি কখনো বিনিময় করা সম্ভব? এটাকে কি ন্যায্য বলা যায়?

- যদি বাইবেলের লেখকের মতে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন এবং তিনি তার মৃত্যুর বিষয়ে সবকিছু জানতেন, তাহলে কেন যীশু তার মৃত্যুশয্যায় ক্রুশের উপরে বিলাপ করলেন? অর্থাৎ মৃত্যুর যন্ত্রণা তিনি কেন সইতে পারলেন না?

- ঈশ্বর যদি যীশুকে মানবজাতির কল্যাণের জন্যই পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি কেন তার কাজ অসমাপ্ত রেখেই চলে গেলেন?

- যীশুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পরে পুনরুত্থিত হওয়ার কী প্রয়োজনীয়তা ছিল? যদি দরকার ছিল, তাহলে মরেছিলেনই বা কেন?

- যদি যীশুর পুনর্জীবিত হওয়ার ক্ষমতা থাকত, তাকে তার পিতার কাছে স্বশরীরে যেতে হত এবং তার শিষ্যদেরও তার প্রস্থানের প্রমাণ দিতে হত, তাহলে কেন তিনি সবার সামনে ক্রুশের থেকেই চলে গেলেন না? এভাবে গোপনে যাওয়ার কী প্রয়োজন ছিল?

- যদি যীশু পুনরুত্থিতও হন, তবুও কেন তিনি তার হত্যাকারীদের সঠিক পথে আনতে এখানে থাকেননি? এর মানে কি এই নয় যে, তিনি আবার মৃত্যুদণ্ড হওয়ার ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার পুনরুত্থানের গল্পটি রূপকথার গল্পের মতোই কাল্পনিক?

- যদি দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদ হওয়ার নাম মৃত্যু হয়, তাহলে যীশুর আত্মা তিন দিন পর্যন্ত কোথায় ছিলো? যদি বল তা আকাশে গেলেন, তবে কেন ফিরে এলেন? আবার তার ফিরতে তিন দিনই কেন লাগলো?

- যদি তৃতীয় দিনে যীশু পুনর্জীবিত হয়েছিলেন এ কথা তাঁর শিষ্যদের এবং হত্যাকারীদের জানা ছিল, তবে কেন তার হত্যাকারীরা তার সমাধিতে কঠোর পাহারা রাখেনি এবং তাকে দেখতে তার সমস্ত শিষ্যরা সেখানে কেন উপস্থিত হননি? কেবল দুজন মহিলাই সেখানে কেন উপস্থিত ছিলেন?

- পুনর্জীবিত হওয়ার পর তার হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন শিষ্যের সামনেই উপস্থিত হওয়ার রহস্য কী? সমস্ত শিষ্যের সামনে উপস্থিত না হওয়ার কারণই বা কী? **এটা তার ধূর্ত শিষ্যদের বানানো গল্প নয় তো?**

- যদি আমরা আমাদের বুদ্ধিকে তালা দিয়ে বদ্ধ করে হলেও যীশুর পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা মেনে নিই, তবুও কি তার স্ব-শরীরে আকাশে যাওয়া এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের ডানদিকে বসে থাকার কথা পুনরুত্থানের ঘটনাটিকে স্বয়ং মিথ্যা হিসেবে প্রমাণ করে না?

পাঠকরা নিজেরাই এই যুক্তিগুলি থেকে উপসংহারে আসতে পারবেন যে, যীশুর পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনাটি সম্পূর্ণই কাল্পনিক।

"হে মনুষ্যগণ! **আমি সকল জগতের অধীশ্বর**, আমার পরাক্রমের কোন পরাজয় নেই, **আমি অজেয়, অমর = কখনোই মৃত্যুর বশীভূত হই না।** যারা যজ্ঞাদি বেদ বিহিত উত্তম কর্মের মাধ্যমে সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করো, জেনো আমি তোমাদের কামনাকে পূর্ণ করবো। তোমরা এই কথা নিশ্চিতরূপে জেনে নাও যে, যে আমার যে ভক্ত আমার প্রসন্নতার জন্য যজ্ঞ, তপ, দান, বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, যে আমার আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়, তার কখনো পরাজয় হয় না। সে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।" - **[ঋগ্বেদ ১০।৪৮।৫] (আচার্য অচ্যুতানন্দ সরস্বতী)**

"হে পরমাত্মা, তোমার থেকে অধিক গুণের অধিকারী, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর কেউ নেই। হে বিঘ্ননশক! তোমার থেকে না তো কেউ মহান থেকে মহানতর আছে; আর না তো আছে এমন কেউ, যেমন তুমি রয়েছ।" **[সামবেদ - ২০৩]**

৬। বাইবেল এবং অলৌকিক ঘটনা: এক সমীক্ষা

বাইবেলে থেকে অলৌকিক কাজের একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করা সম্ভব। বাইবেল অনুসারে, যীশু তার জীবনে অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন যেমন: অন্ধদের দৃষ্টি দেয়া, কুষ্ঠরোগ নিরাময় করা, অধরঙ্গ (প্যারালাইসিস) রোগীকে আরোগ্য করা, মূক-বধিরদের সুস্থ করা, ভূত তাড়ানো, মৃতদের জীবিত করা, জলের উপর হাঁটা, জলকে দ্রাক্ষারস অর্থাৎ মদে রূপান্তর করা, তুফানকে শান্ত করা, সাপে কাটা রোগীদের নিরাময় ইত্যাদি। খ্রিষ্টান যাজকরা এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনার গল্প অতিরঞ্জিত করে প্রচার করে।

এই গল্পগুলিই চার্চের পাদ্রিদের দ্বারা প্রার্থনার মাধ্যমে কোন রোগ বা বিপদ-আপদ নিরাময়ের ভিত্তি। এই বিশ্বাস অনুসারে, যীশুর কাছে প্রার্থনা করলে অলৌকিক ঘটনা ঘটে এবং সমস্ত রোগ নিরাময় হয়। ‘চাঙ্গাই সভা/রোগ নিরাময় সভা’ নামে এমন এক কার্যক্রমের কথা আপনারা আপনাদের আশেপাশে মাঝে মাঝে শুনে থাকবেন। এই বিশ্বাসই তাদের ভিত্তি। বাইবেলে বর্ণিত অলৌকিক কাজের কিছু উদাহরণ দেখুন-

১। অন্ধদের দৃষ্টি প্রদান

“তিনি সেই অন্ধ মানুষটির হাত ধরে তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন; পরে **তার চোখে থুথু দিয়ে ও তার উপরে হাত রেখে** তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু দেখতে পাচ্ছ? সে চোখ তুলে চাইল ও বলল, মানুষ দেখছি, গাছের মতন হেঁটে বেড়াচ্ছে। তখন তিনি তার চোখের উপর আবার হাত দিলেন, **তাতে সে দেখবার শক্তি ফিরে পেল** ও সুস্থ হলো, পরিষ্কার ভাবে সব দেখতে লাগলো।” মার্ক (Mark) ৮। ২৩-২৫

“তখন যীশুর করুণা হল এবং তিনি **তাদের চোখ স্পর্শ করলেন**, আর তখনই **তারা দেখতে পেল** ও তাঁর পেছন পেছন চলল।” মথি (Matthew) ২০। ৩৪

“সে উত্তর দিল, একজন মানুষ যাকে যীশু নামে ডাকে, **তিনি কাদা করে আমার চক্ষুতে মাখিয়ে দিলেন** এবং আমাকে বললেন, শীলোহে যাও এবং ধুয়ে ফেল; সুতরাং **আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললাম এবং দৃষ্টি ফিরে পেলাম**।” যোহন (John) ৯। **১১**

২। কুষ্ঠরোগীর কুষ্ঠ নিরাময়

তিনি করুণার সাথে **হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন,** তিনি বললেন, “আমার ইচ্ছা, তুমি শুদ্ধ হয়ে যাও।” “সেই মুহূর্তে **কুষ্ঠরোগ তাকে ছেড়ে গেল, সে শুদ্ধ হল।”** মার্ক (Mark) **১**। ৪১-৪২

আর দেখো, একজন কুষ্ঠরোগী কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে বলল, হে প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুদ্ধ করতে পারেন। তখন **তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন**, তিনি বললেন, “আমার ইচ্ছা, তুমি শুদ্ধ হয়ে যাও,” আর তখনই **সে কুষ্ঠরোগ থেকে ভালো হয়ে গেল**। মথি (Matthew) ৮। ২-৩

“তখন তিনি হাত বাড়িয়ে **তাকে স্পর্শ করলেন,** তিনি বললেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুদ্ধ হয়ে যাও; আর তখনই **তার কুষ্ঠ ভালো হয়ে গেল**।” লুক (Luke) ৫। **১৩**

৩। অধরঙ্গ (প্যারালাইসিস) রোগীকে আরোগ্য করা

“কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা মনুষ্যপুত্রের আছে, এটা যেন তোমরা জানতে পার, এই জন্য তিনি সেই পক্ষঘাতী রুগীকে বললেন, **তোমাকে বলছি, ওঠ,** তোমার বিছানা তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও। তাতে সে তখনই **তাদের সামনে উঠে দাঁড়াল** এবং নিজের বিছানা তুলে নিয়ে ঈশ্বরের গৌরব করতে করতে নিজের বাড়ি চলে গেল।” লুক (Luke) ৫। ২৪-২৫

কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করতে মনুষ্যপুত্রের অধিকার আছে, এটা যেন তোমরা জানতে পার, এইজন্য সেই পক্ষাঘাতীকে বললেন, **“ওঠ, তোমার বিছানা তুলে নাও** এবং তোমার ঘরে চলে যাও। তখন **সে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল**।” মথি (Matthew) ৯। ৬-৭

কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, এটা যেন তোমরা জানতে পার, এই জন্য তিনি সেই পক্ষাঘাতী রোগীকে বললেন। "তোমাকে বলছি, **ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও।" তাতে সে উঠে দাঁড়াল** ও সেই মুহূর্তে খাট তুলে নিয়ে সবার সামনে দিয়ে বাইরে চলে গেল; এতে সবাই খুব অবাক হল, আর এই বলে ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগল যে, এরকম কখনও দেখেনি।" মার্ক (২। ১০-১২

৪। মহিলাদের রক্তস্রাব বন্ধ করা

যখন সে ছুঁলো, তখনই তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল এবং নিজের শরীর বুঝতে পারল যে ঐ যন্ত্রণাদায়ক রোগ হতে সে সুস্থ হয়েছে। মার্ক (Mark) ৫। ২৯

আর দেখ, বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগগ্রস্ত একটি স্ত্রীলোক তাঁর পিছন দিক থেকে এসে তাঁর পোশাকের ঝালর স্পর্শ করল; কারণ সে মনে মনে বলছিল, আমি যদি কেবল ওনার কাপড় ছুঁতে পারি, তবেই আমি সুস্থ হব। তখন যীশু মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে বললেন, **বৎস, সাহস কর, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করল। সেই দিনে স্ত্রীলোকটী সুস্থ হল।** মথি (Matthew) ৯। ২০-২২

আর, একটি মহিলা, যে বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগে ভুগছিলেন, তিনি ডাক্তারদের পিছনে সব টাকা ব্যয় করেও কারও কাছেই সুস্থ হতে পারেননি, সে **তার পিছন দিকে এসে তার পোশাকের ঝালর স্পর্শ করল; আর সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল।** মথি (Matthew) ৮। ৪৩-৪৪

৫। মৃতমানুষকে জীবিত করা

তখন তারা তাকে ঠাট্টা করে হাসলো, কারণ তারা জানত, সে মারা গেছে। কিন্তু তিনি **তার হাত ধরে ডেকে বললেন, "মেয়ে ওঠ।" তাতে তার আত্মা ফিরে আসল ও সে সেই মুহূর্তে উঠল**, আর তিনি তাকে কিছু খাবার দিতে আদেশ দিলেন। লুক (Luke) ৮। ৫৩-৫৫

যখন তিনি সেই শহরের ফটকের কাছে এলেন, তখন দেখতে পেলেন, লোকেরা একটি মৃত মানুষকে বয়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল; সে তার মায়ের একমাত্র ছেলে এবং সেই মা বিধবা ছিলেন;

আর শহরের অনেক লোক তার সঙ্গে ছিল। তাকে দেখে প্রভুর খুবই করুণা হল এবং তাকে বললেন, "কেঁদো না।" পরে তিনি কাছে গিয়ে খাট স্পর্শ করলেন; আর যারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা দাঁড়াল। **তিনি বললেন, "হে যুবক, তোমাকে বলছি ওঠো।" তাতে সেই মরা মানুষটি উঠে বসল এবং কথা বলতে লাগলো**; পরে তিনি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। লুক (Luke) ৭। **১২-১৫**

বাইবেলে এই ধরনের অলৌকিক ঘটনার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। খ্রিষ্টান পাদ্রীরা বাইবেল থেকে এসব উদাহরণের প্রমাণ দিয়ে অজ্ঞ এবং অসহায় মানুষকে আরোগ্যের নামে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। চাঙ্গাই বা নিরাময় সভাগুলির নামে এই তামাশা সার্বজনিক মঞ্চেই মঞ্চস্থ করা হয় যাতে বোঝানো যায় যে কেউ যদি যীশুকে বিশ্বাস করে তবে সে সুস্থ হবে।

এগুলো পড়ার পর মাথায় কিছু প্রশ্ন আসে। যেমনঃ-

১। **এইসব অলৌকিক ঘটনা কেন পূর্বেই ঘটত? এখন ঘটে না কেন?** আপনি কি কখনো শুনেছেন যে, জন্মান্ধ কেউ দেখতে শুরু করেছে? কারো মৃত্যুর পর কেউ আবার পুনরায় জীবিত হয়েছে? না। আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যে কোন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক পারলে প্রার্থনার মাধ্যমে কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেখান!

২। ধর্মের সাথে এইসব অলৌকিক ঘটনার সম্পর্ক কী?

৩। আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে দাঁড়িয়ে কেউ কি এইসব অলৌকিকতায় বিশ্বাস করবেন?

৪। **খ্রিষ্টান ধর্মযাজকেরা যদি এই অলৌকিক ঘটনার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে চান, তবে তাদের মনে রাখা উচিত আমাদের ভারতবর্ষের পুরাণগুলিতে এর চেয়ে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর কাল্পনিক ধারণা বিদ্যমান রয়েছে।**

৫। খ্রিষ্টান যাজকেরা কি এই ধরনের গালগল্প প্রচার করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্ধবিশ্বাসের প্রচার করছেন না? এই অন্ধবিশ্বাস কি মানুষের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা নয়?

৬। খ্রিষ্টান যাজকেরা কি এইসব গালগল্প প্রচারের মাধ্যমে ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন না? এসব শিশুতোষ রুপকথার হাস্যকর গালগল্প পড়ে পশ্চিমা সমাজ নাস্তিক ও বস্তুবাদী হয়ে যাচ্ছে। এর দায় কি বাইবেলের নয়?

এই শঙ্কাগুলো পড়ে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে যায় যে, বাইবেলের এই শিক্ষাসমূহ দ্বারা মানবসমাজের কখনোই কল্যাণ হতে পারে না। বরং তারা কুসংস্কারে লিপ্ত হবে।

"হে সমস্ত প্রজাদের পালনকর্তা! তুমি ভিন্ন অন্য কেউ নিকট ও দূরের বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না, তাদের উপর তুমি ভিন্ন অন্য কোনো শাসক নেই। **হে ভগবান! আমরা যে যে বস্তু লাভের ইচ্ছা করে তোমার উপাসনা করি, আমাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হোক এবং আমরা সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থ, দেহ ও ঐশ্বর্যের রক্ষক ও স্বামী হই।**" - **[ঋগ্বেদ ১০। ১২১। ১০] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

"**যিনি এক ও অদ্বিতীয়**, সকল মানুষের আহ্বানের যোগ্য, **সেই ঐশ্বর্যবান পরমেশ্বরকে আমি এই বেদবাণী বা উত্তম বাক্যের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে সাক্ষাৎ অর্চনা করি। যিনি সর্বশ্রেষ্ট, সকল সুখের দাতা**, শক্তিমান পুরুষদের যথাযথ শক্তির অধিপতি, তিনিই স্বয়ং সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, বলবান, বহুসংখ্যক প্রজা এবং বানীর জ্ঞাতা এবং অতীব পরাক্রান্ত।" - **[ঋগ্বেদ ৬। ২২। ১] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

"হে মনুষ্যগণ! সকল আনন্দের মধ্যে অত্যন্ত মহান, পরম সুখময়, বিদ্যমান সকল বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রজার রক্ষক **পরমেশ্বর অন্ন প্রভৃতি উপকরণের দ্বারা তোমাদের আনন্দিত করেন এবং সেই দুঃখনাশক প্রভু তোমাদের জন্যও দৃঢ় সম্পদ দান করেন।**" - **[যজুর্বেদ ৩৬। ৫] (ঋষি দয়ানন্দ-ভাষ্যানুসারে)**

"**সেই পরমেশ্বর আমাদের সকল অভীষ্ট সুখ প্রদান করেন। সেই সর্বপ্রেরক, সকলের প্রভু জগদীশ্বর আমাদের দীর্ঘায়ু প্রদান করেন।**" - **[ঋগ্বেদ ১০। ৩৬। ১] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

"**যার নিয়ম-ব্যবস্থা এবং কর্মকে** বিদ্যুৎ, জল, মেঘ, সমুদ্র, বায়ু, প্রাণসমূহ, সকলের নিয়ামক শক্তি সূর্য বা ধারক বায়ু, **জীবসমূহ** এবং শত্রুগণ বা পরস্পর বিরোধী শক্তি **ভঙ্গ করতে পারে না, সেই সর্বোৎপাদক, সর্বপ্রেরক, সর্বপ্রকাশক পরমেশ্বরকে আমরা নমস্কার দ্বারা নিজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।**" - **[ঋগ্বেদ ২। ৩৮। ৯] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

৭। বাইবেলের অনৈতিক শিক্ষা

খ্রিষ্টানদের মতে, বাইবেল একটি ঈশ্বরীয় এবং পবিত্র গ্রন্থ এবং এর শিক্ষাগুলিও চমৎকার। আমি যখন নিজে নিরপেক্ষভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করতে শুরু করি, তখন আমি এটিকে খ্রিষ্টানদের পুর্বোক্ত বিশ্বাসের বিপরীত বলেই উপলব্ধি করি। আমি বাইবেলে এমন অনেক অনৈতিক শিক্ষার নমুনা পেয়েছি যা পড়ার পরে, এটিকে একটি পবিত্র গ্রন্থ বলা আমার কাছে ভুল বলে মনে হল। পাঠকগণ নিজেরাই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিন-

১। ভাববাদী লোটের দুই কন্যাই তাদের পিতার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রথমে লোট মদ্য পান করেন এবং তারপর তার মেয়েদের সাথে ব্যভিচার করেন। এটা যদি অনৈতিকতার চরমসীমা না হয় তাহলে আর কী?

"এই ভাবে **লোটের দুটি মেয়েই নিজেদের বাবা থেকে গর্ভবতী হল**"।[5] আদিপুস্তক (Genesis) ১৯। ৩৬

২। ভাববাদী অব্রাহাম তার আপন বোনকে বিয়ে করেন

আর সে অবশ্যই আমার বোন, সে আমার বাবার মেয়ে কিন্তু মায়ের নয়, পরে **আমার স্ত্রী হল**। আদিপুস্তক (Genesis) ২০। ১২

৩। বাইবেলে, লোকেরা পুরুষদের সাথে যৌন মিলন (অপ্রাকৃতিক সমকামী সম্পর্ক) করার বিষয়ে বলে

---

[5] আমরা আদিপুস্তক ১৯ অধ্যায়ের শুরুতে দেখি সমকামীতার কারণে বাইবেলের ঈশ্বর পুরো জাতিকে ধ্বংস করছেন কিন্তু এখানে আমরা দেখি বাবার সাথে মেয়েদের এই ঘৃন্য যৌনমিলনের দ্বারা উৎপন্ন সন্তান দুটি দুই জাতির আদিপিতা হয়েছেন [আদিপুস্তক ১৯। ৩৬-৩৮]। এ দ্বারা কী বোঝা যায় না যে, বাইবেলের ঈশ্বর এই কাজ সমর্থন করেছেন? অন্যথায় বাইবেলের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের কারণে উৎপন্ন পাপের ফলে এই দুই সন্তানকেও তো তার ধ্বংস করা উচিৎ ছিল, যেমন হিত্তীয় উরীয়ের স্ত্রীর সাথে রাজা দাউদের ব্যভিচারের কারণের উৎপন্ন সন্তানটিকে তিনি হত্যা করেছিলেন [২য় শমূয়েল ১২। ১৩-১৯]। তাহলে নিশ্চিতভাবেই বাইবেলের ঈশ্বর বাবার সাথে মেয়ের এই ঘৃন্য যৌনসম্পর্ককে সমর্থন করলেন, তাই নয় কী? - সম্পাদক

তারা লোটকে ডেকে বলল, "আজ রাতে যে দু'জন লোক তোমার এখানে এসেছে তারা কোথায়? তাদের বের করে আমাদের কাছে নিয়ে এস। **আমরা ঐ দু'জন পুরুষের সংগে ব্যভিচার করব।"** আদিপুস্তক (Genesis) ১৯। ৫ [SBCL ed.]

৪। ভাববাদী মোশি ঈশ্বরের নির্দেশে নিরপরাধ স্ত্রী-পুরুষদের হত্যা করেছিলেন এবং তাদের কুমারী মেয়েদের নিজেদের ভোগের জন্য বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন

অতএব তোমরা এখন বালক বালিকাদের মধ্যে **সমস্ত বালককে হত্যা কর** এবং পুরুষের সঙ্গে শোয়া **সমস্ত স্ত্রীলোককেও হত্যা কর।** কিন্তু যে বালিকারা কোনো পুরুষের সঙ্গে শোয় নি, তাদেরকে নিজেদের জন্য জীবিত রাখ। গণনাপুস্তক (Numbers) ৩১। ১৭-১৮

৫। ভাববাদী দাউদ একজন বিবাহিত মহিলার সাথে প্রথমে পরকীয় শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তারপর তার স্বামীকে যুদ্ধে হত্যা করেন

একদিনের বিকালে দায়ূদ বিছানা থেকে উঠে রাজবাড়ির ছাদে বেড়াচ্ছিলেন, আর ছাদ থেকে দেখতে পেলেন যে, একটি মহিলা স্নান করছে; মহিলাটি দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। দায়ূদ তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে লোক পাঠালেন। একজন বলল, "এ কি ইলীয়ামের মেয়ে, হিত্তীয় ঊরিয়ের স্ত্রী বৎশেবা নয়?" তখন দায়ূদ লোক পাঠিয়ে তাকে আনলেন এবং সে তার কাছে আসলে **দায়ূদ তার সঙ্গে শয়ন করলেন;** সে স্ত্রী ঋতুস্নান করে শুচি হয়েছিল। পরে সে নিজের ঘরে ফিরে গেলে, পরে **সেই স্ত্রী গর্ভবতী হল;** আর লোক পাঠিয়ে দায়ূদকে এই খবর দিল, "আমার গর্ভ হয়েছে।" ২ শমূয়েল (Samuel) ১১। ২-৫

সকালে দায়ূদ যোয়াবের কাছে এক চিঠি লিখে ঊরিয়ের হাতে দিয়ে পাঠালেন। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "**তোমরা এই ঊরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সামনে নিযুক্ত কর, পরে এর পিছন থেকে সরে যাও, যেন এ আহত হয়ে মারা যায়।"** পরে কোন জায়গায় শক্তিশালী লোক আছে, তা জানাতে যোয়াব নগর অবরোধের দিন সেই জায়গায় ঊরিয়কে নিযুক্ত করলেন। পরে নগরের লোকেরা বেরিয়ে গিয়ে যোয়াবের সঙ্গে যুদ্ধ করলে কয়েক জন লোক, দায়ূদের দাসদের মধ্যে কয়েক জন, পড়ে গেল, বিশেষত **হিত্তীয় ঊরিয়ও মারা গেল।** ২ শমূয়েল (Samuel) ১১। ১৪-১৭

৬। যীশু খ্রিষ্ট শান্তি স্থাপনের জন্য এই পৃথিবীতে আসেননি। দেখুন-

আমি পৃথিবীতে আগুন নিক্ষেপ করতে এসেছি, আর এখন যদি তা প্রজ্বলিত হয়ে থাকে, তবে আর কি চাই? লুক (Luke) ১২। ৪৯

মনে কর না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি; শান্তি দিতে আসিনি, কিন্তু খডগ দিতে এসেছি। কারণ আমি বাবার সাথে ছেলের, মায়ের সাথে মেয়ের এবং শাশুড়ীর সাথে বৌমার **বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে এসেছি;** আর নিজের নিজের পরিবারের লোকেরা মানুষের শত্রু হবে। মথি (Matthew) ১০। ৩৪-৩৬

আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাবে, আর **তখন পৃথিবীর সমস্ত জাতি বিলাপ করবে** এবং মনুষ্যপুত্রকে আকাশে মেঘরথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসতে দেখবে। মথি (Matthew) ২৪। ৩০

"এস, আমরা নিচে গিয়ে, **সেই জায়গায় তাদের ভাষার ভেদ জন্মাই,** যেন তারা এক জন অন্যের ভাষা বুঝতে না পারে।" আদিপুস্তক (Genesis) ১১। ৭

৭। বাইবেলে মদকে দ্রাক্ষারস/আঙুরের রস বলে প্রচার করা হয়, এটি কী মানুষকে কৌশলে মদ্যপায়ী বানানোর ঐশ্বরিক কৌশল?

আমি তোমাদের সত্য বলছি, "যত দিন না আমি আমার পিতার রাজ্যে প্রবেশ করি ও তোমাদের সাথে **নতুন আঙুরের রস পান না করি**, সেই দিন পর্যন্ত আমি আঙুর ফলের রস আর কখনও পান করব না।" মার্ক (Mark) ১৪। ২৫

এবং তাকে বললেন, সবাই প্রথমে **ভালো আঙ্গুর রস পান করতে দেয়** এবং পরে যখন সবার পান করা হয়ে যায় তখন প্রথমের থেকে একটু **নিম্নমানের আঙ্গুর রস পান করতে দেয়;** কিন্তু তুমি ভালো আঙ্গুর রস এখন পর্যন্ত রেখেছ। যোহন (John) ২। ১০

সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর আমাকে এই কথা বললেন, “আমার হাত থেকে রাগে পূর্ণ **আঙ্গুর রসের এই পেয়ালাটা নাও** এবং যে সব জাতির কাছে আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি **তাদের তা পান করাও**। যিরমিয় (Jeremiah) ২৫। ১৫

৮। যীশু খ্রিষ্ট তাঁর শিষ্যদের গাধা চুরি করতে বলেছিলেন

তাঁদের বললেন, “তোমরা সামনের ঐ গ্রামে যাও, আর সেখানে গিয়ে দেখতে পাবে, একটি গর্দ্দভী বাঁধা আছে, আর তার সঙ্গে একটি বাচ্চা **তাদের খুলে আমার কাছে আন**। মথি (Matthew) ২১। ২

৯। কল্পনার ঘোড়া ছুটাতেও খ্রিষ্ট পিছিয়ে নেই। পাহাড়কে স্থান থেকে সরানোর মত অদ্ভুত কল্পনাও তিনি করে দেখিয়েছেন

তিনি তাঁদের বললেন, “কারণ তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলে। কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি তোমাদের একটি সরষে দানার মতো বিশ্বাস থাকে, তবে **তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, এখান থেকে ঐখানে যাও, আর সেটা সরে যাবে** এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকবে না।” মথি (Matthew) ১৭। ২০-২১

১০। বাইবেলে যৌনতার চরমসীমা

তার সাতশো স্ত্রী ছিল, যারা ছিল রাজপরিবারের মেয়ে; এছাড়া **তার তিনশো উপস্ত্রী ছিল**। তার স্ত্রীরা তাকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল। ১ রাজাবলি (Kings) ১১। ৩

১১। বাইবেলে ডাকাতি করার নির্দেশ রয়েছে

আর সদাপ্রভু মিশরীয়দের চোখে তাদেরকে অনুগ্রহপাত্র করলেন, তাই তারা যা চাইল, মিশরীয়েরা তাদেরকে তাই দিল। এই ভাবে **তারা মিশরীয়দের ধনসম্পদ লুট করল**। যাত্রাপুস্তক (Exodus) ১২। ৩৬

কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী নিজেদের প্রতিবেশীনী কিংবা প্রতিবেশীর বাড়িতে বসবাসকারী স্ত্রীর কাছে রূপা ও সোনার গয়না এবং পোশাক চাইবে। তোমরা তা তোমাদের ছেলে মেয়েদের গায়ে পরাবে; **এই ভাবে তোমরা মিশরীয়দের জিনিসপত্র লুট করবে।** যাত্রাপুস্তক (Exodus) ৩। ২২

১২। বাইবেলে মিথ্যা বক্তব্য রয়েছে

সদাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন করে করবে?' সে বলল, **'আমি গিয়ে তার সব ভাববাদীদের মুখে মিথ্যা বলবার আত্মা হব।'** সদাপ্রভু বললেন, 'তুমিই তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এখন যাও এবং **তুমি গিয়ে তাই কর**।' **১** রাজাবলি (Kings) ২২। ২২

সুতরাং, কেউ অবশ্যই বলবে যে আমি তোমাদের টাকার কথা বলিনি, **আমি কৌশলে তোমাদের বাধা দিয়ে আমার নিজের প্রয়োজনের সব খরচ আমি করেছি।** ২ করিন্থীয় (Corinthians) **১**২। **১**৬

১৩। বাইবেলে, পশুরা মানুষের ভাষায় কথা বলে

সদাপ্রভু ঈশ্বরের সৃষ্টি ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সাপ সবচেয়ে ধূর্ত ছিল। সে ঐ নারীকে বলল, "**ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলেছেন, তোমরা এই বাগানের কোনো গাছের ফল খেও না**?" আদিপুস্তক (Genesis) ৩। **১**

তখন সদাপ্রভু গাধীর মুখ খুলে দিলেন এবং সে বিলিয়মকে বলল, **"আমি তোমার কি করলাম যে তুমি এই তিনবার আমাকে আঘাত করলে?"** গণনাপুস্তক (Numbers) ২২। ২৮

১৪। গর্ভে ভ্রূণ নিজেদের মধ্যে মারপিট করে। এটা কীভাবে সম্ভব?

তাঁর গর্ভমধ্যে শিশুরা জড়াজড়ি করল, তাতে তিনি বললেন, "যদি এমন হয়, তবে আমি কেন বেঁচে আছি?" আর তিনি সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলেন। আদিপুস্তক (Genesis) ২৫। ২২

১৫। মানুষের মলমূত্রের উপর রুটি তৈরি করা, যা অতি জঘন্য

যবের পিঠার মত করে সেই খাবার তুমি খাবে; লোকদের চোখের সামনে **মানুষের পায়খানা পুড়িয়ে তা সেঁকে নেবে**। যিহিস্কেল (Ezekiel) ৪। ১২ [SBCL]

১৬। বাইবেলে, এক পুত্রের তার পিতার স্ত্রী বা উপপত্নী যিনি মায়ের সমতুল্য, তার সাথে যৌনকর্ম করার বর্ণনাও পাওয়া যায়

সেই দেশে ইস্রায়েলের বসবাসের দিনে **রুবেন গিয়ে নিজের বাবার বিলহা নামে উপপত্নীর সঙ্গে শয়ন করল** এবং ইস্রায়েল তা শুনতে পেলেন। আদিপুস্তক (Genesis) ৩৫। ২২

১৭। বাইবেলে পিসির সাথে বিয়ের বর্ণনা রয়েছে

আর অম্রম তার পিসী যোকেবদকে বিয়ে করলেন, আর ইনি তাঁর জন্য হারোণকে ও মোশিকে জন্ম দিলেন। অম্রমের বয়স একশো সাঁইত্রিশ বছর হয়েছিল। যাত্রাপুস্তক (Exodus) ৬। ২০

১৮। বাইবেলে, দাউদের ছেলে আম্নোন তার বোন তামরকে কলুষিত করেছিল

তখন অম্নোন তামরকে বলল, "খাবারগুলি এই ঘরের মধ্যে আন; আমি তোমার হাতে খাব।" তাতে তামর নিজের তৈরী করা ঐ পিঠেগুলি নিয়ে ঘরের মধ্যে নিজের ভাই অম্নোনের কাছে গেল। পরে সে তাকে খাওয়ানোর জন্য তার কাছে তা নিয়ে গেলে অম্নোন তাকে ধরে বলল, **"হে আমার বোন, এসো, আমার সঙ্গে শোও।"** সে উত্তর করল, "হে আমার ভাই, না, না, আমার সম্মান নষ্ট করো না, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কাজ করা ঠিক নয়; তুমি এরকম মূর্খতার কাজ করো না। আমি কোথায় আমার লজ্জা বহন করব? আর তুমিও ইস্রায়েলের মধ্যে একজন মূর্খের সমান হবে। অতএব অনুরোধ করি, বরং রাজার কাছে বল, তিনি তোমার হাতে আমাকে দিতে আপত্তি করবেন না।" কিন্তু অম্নোন তার কথা শুনতে চাইল না; নিজে তার থেকে শক্তিশালী হওয়ার জন্য **তার সম্মান নষ্ট করলো, তার সঙ্গে শুলো**। পরে অম্নোন তাকে খুবই ঘৃণা করতে লাগল; অর্থাৎ সে তাকে যেমন ভালবেসে ছিল, তার থেকেও বেশি ঘৃণা করতে লাগল; আর অম্নোন তাকে বলল, "ওঠ, চলে যাও।" ২ শমূয়েল (Samuel) ১৩। ১০-১৫

১৯। যিহূদা তার বিধবা পুত্রবধূর সাথে ব্যভিচার করেছিল

তখন কেউ তামরকে বলল, “দেখ, তোমার শ্বশুর নিজের মেষদের লোম কাটতে তিম্নায় যাচ্ছেন।” তখন সে বিধবার বস্ত্র ত্যাগ করে ঘোমটা দিয়ে নিজেকে ঢাকলেন ও গায়ে কাপড় দিয়ে তিম্নার পথের পাশে অবস্থিত ঐনয়িমের প্রবেশস্থানে বসে থাকল; কারণ সে দেখল, শেলা বড় হলেও তার সঙ্গে তার বিয়ে হল না। পরে যিহূদা তাকে দেখে বেশ্যা মনে করল, কারণ সে মুখ আচ্ছাদন করেছিল। **তাই সে ছেলের স্ত্রীকে চিনতে না পারাতে পথের পাশে তার কাছে গিয়ে বলল, “এস, আমি তোমার কাছে যাই।”** তামর বলল, “আমার কাছে আসার জন্য আমাকে কি দেবে?” সে বলল, “পাল থেকে একটি ছাগল ছানা পাঠিয়ে দেব। তামর বলল, যতক্ষণ তা না পাঠাও, ততক্ষণ আমার কাছে কি কিছু বন্ধক রাখবে?” সে বলল, “কি বন্ধক রাখব?” তামর বলল, “তোমার এই মোহর ও সুতো ও হাতের লাঠি।” **তখন সে তাকে সেইগুলি দিয়ে তার কাছে গেল; তাতে সে তা থেকে গর্ভবতী হল।** আদিপুস্তক (Genesis) ৩৮। ১৩-১৮

২০। বাইবেলে মাংস খাওয়ার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যা নিরীহ প্রাণীদের উপর অত্যাচারের সমতুল্য

প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হবে; আমি সবুজ গাছপালার মতো সে সকল তোমাদেরকে দিলাম। কিন্তু প্রাণসহ অর্থাৎ রক্তসহ মাংস খেও না। আদিপুস্তক (Genesis) ৯। ৩-৪

পরে অব্রাহাম দৌড়িয়ে গিয়ে পশুপাল থেকে **উৎকৃষ্ট কোমল এক বাছুর** নিয়ে দাসকে দিলে সে তা তাড়াতাড়ি রান্না করল। আদিপুস্তক (Genesis) ১৮। ৭

যদি সে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পাখিদের থেকে হোমবলির উপহার দেয়, তবে সে অবশ্যই **ঘুঘু কিংবা বাচ্চা পায়রার** মধ্য থেকে নিজের উপহার দেবে। পরে যাজক তা বেদির কাছে এনে **তার মাথা মোচড় দিয়ে তাকে বেদিতে পোড়াবে এবং তার রক্ত বেদির পাশে ঢেলে দেবে।** লেবীয়পুস্তক (Leviticus) ১। ১৪-১৫

২১। বাইবেলে আমরা নরবলির উল্লেখও আমরা পাই

ঈশ্বরের নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হলে অব্রাহাম সেখানে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করে কাঠ সাজালেন, পরে নিজের ছেলে ইসহাককে বেঁধে বেদিতে কাঠের ওপরে রাখলেন। পরে অব্রাহাম হাত বাড়িয়ে **নিজের ছেলেকে হত্যা করার জন্য ছুরি গ্রহণ করলেন।** আদিপুস্তক (Genesis) ২২। ৯-১০

২২। বাইবেলে ঈশ্বরের দ্বারা নারীদের প্রতি অবিচার করা

সদাপ্রভু বলছেন যে সিয়োনের মেয়েরা অহঙ্কারী এবং **তারা মাথা উঁচু করে হেঁটে বেড়ায় আর চোখ দিয়ে ইশারা করে; কায়দা করে হাঁটে এবং তারা পায়ে ঝুনঝুন শব্দ করে।** সেইজন্য প্রভু সিয়োনের মেয়েদের মাথায় চর্মরোগ সৃষ্টি করবেন এবং সদাপ্রভু তাদেরকে নেড়া করবেন। সেই দিন প্রভু তাদের সুন্দর অলঙ্কার, মাথার ফিতে, অর্ধচন্দ্রকার অলঙ্কার, কানের দুল, চুড়ি, ঘোমটা, মাথার অলঙ্কার, পায়ের অলঙ্কার, মাথার ফিতা, সুগন্ধির বাক্স, সৌভাগ্যের কবজ কেড়ে নেবেন। তিনি আংটি ও নাকের নথ, উৎসবের পোশাক, বড় জামা, শাল, টাকার থলি, হাত আয়না, ভালো শনের, পাগড়ী আর ওড়না কেড়ে নেবেন। সুগন্ধের বদলে দুর্গন্ধ থাকবে এবং কোমর-বন্ধনীর বদলে দড়ি, ভালো করে চুল বাধার বদলে টাকপড়া এবং পোশাকের বদলে চট, আর সৌন্দর্যের বদলে দাগ থাকবে। যিশাইয় (Isaiah) ৩। ১৬-২৪

বাইবেলে এরকম অনেক অনৈতিক কথাবার্তার প্রমাণ পাওয়া যায় যা কোন একজন বুদ্ধিমান এবং ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ ব্যক্তি কখনোই ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবে মেনে নেবে না। **আপনি কি এই অনৈতিক কথাবার্তাকে ধর্মের বাণী হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত?**

“সেই পরমেশ্বরের মহাশক্তিতে সমস্ত অন্ধকার বিলীন হয়, আর **তিনি সকল পাপ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থান করেন।**” - **[অথর্ববেদ ১০। ০৭। ৪০] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

“হে বিদ্বানগণ! এসো, আমরা শুদ্ধ, সামবেদ গায়নের মাধ্যমে **শুদ্ধ পরমেশ্বরের স্তুতি করি। শুদ্ধ বাক্যের দ্বারা যিনি যার মহিমা বিকশিত হয়,** তাঁকে শুদ্ধ কামনাসম্পন্ন, শুদ্ধ হৃদয় নিয়েই প্রসন্ন করি।” - **[ঋগ্বেদ ৮। ৯৫। ৭] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

“যে ধর্মপালক, **বিশ্বকে পবিত্রকারী**, অসীম ঐশ্বর্যসম্পন্ন **পরমাত্মার ভক্তিতে সমস্ত ঐশ্বর্য কামনাকারীদের সমাজ নিজেদের মনকে স্থাপন করে, সেই পরমাত্মাকে আমরা আমাদের হৃদয়ে ধারণ করি।**” - **[ঋগ্বেদ ৯। ৩৫। ৬] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

৮। বাইবেলে পরস্পর বিরোধ

খ্রিষ্টানরা বাইবেলকে তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করে। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী, বর্তমানে আমাদের হাতে থাকা বাইবেল গ্রন্থটি যীশুর মৃত্যুর আগে ও পরের বিভিন্ন সময়ে মোট ৪০জন লেখক সংকলন করেছেন। এর দুটি অংশ রয়েছে। একটি ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং অন্যটি নিউ টেস্টামেন্ট। গুরুত্ব সহকারে এবং গভীরভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করার পর, আমি বুঝতে পেরেছি যে বাইবেলে অসংখ্য পরস্পরবিরোধ রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি শিক্ষা দেয় তবে তার শিক্ষায় কোনোরূপ পরস্পরবিরোধ থাকা উচিত নয়। যদি এরকম কোনো বিরোধিতা থাকে তাহলে তা যেই ব্যক্তির শিক্ষা, সেই ব্যক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই সন্দেহ তৈরি করে অথবা যিনি যীশুর নামে তাঁর শিক্ষাসমূহ সংকলন করেছিলেন তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও সন্দেহ তৈরি করে।

১। ঈশ্বর তার নিজ কাজে সন্তুষ্ট

পরে ঈশ্বর নিজের তৈরী সব জিনিসের প্রতি দেখলেন, আর দেখলেন, **সে সবই খুবই ভালো।** আর সন্ধ্যা ও সকাল হলে ষষ্ঠ দিন হল। আদিপুস্তক (Genesis) **১। ৩১**

আবার, ঈশ্বর তার কাজে অসন্তুষ্ট

তাই সদাপ্রভু পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টির জন্য **দুঃখিত হলেন ও মনে আঘাত পেলেন।** আদিপুস্তক (Genesis) ৬। ৬

২। ঈশ্বর নির্বাচিত মন্দিরে নিবাস করেন

এই ভাবে শলোমন সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবাড়ি তৈরীর কাজ শেষ করলেন; সদাপ্রভুর গৃহে ও নিজের বাড়িতে যা যা করতে শলোমনের ইচ্ছা হয়েছিল, সে সমস্ত তিনি ভালোভাবে সম্পূর্ণ করলেন। পরে সদাপ্রভু রাতের বেলায় শলোমনকে দর্শন দিয়ে বললেন, "আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি ও **যজ্ঞ-গৃহ হিসাবে এই জায়গা আমার জন্য মনোনীত করেছি।**" ২য় বংশাবলি (Chronicles) ৭। **১১-১২**

আবার, ঈশ্বর কোন মন্দিরে থাকেন না

কিন্তু শলোমন তাঁর জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করলেন। অথচ মহান সর্বশক্তিমান ঈশ্বর **হাতের তৈরি গৃহে বাস করেন না;** যেমন ভাববাদী বলেন। প্রেরিত (Acts) ৭। ৪৮

৩। ঈশ্বর আলোতে বসবাস করেন

যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, **এমন আলোর নিবাসী, যাকে** মানুষদের মধ্যে কেউ, কখনও দেখতে পায়নি, দেখতে পাবেওনা; তারই সম্মান ও অনন্তকালস্থায়ী পরাক্রম হোক। আমেন। ১ তীমথিয় (Timothy) ৬। ১৬

আবার, ঈশ্বর অন্ধকারে বাস করেন

তখন শলোমন বললেন, "সদাপ্রভু, তুমি বলেছিলে **তুমি ঘন অন্ধকারে বাস করবে। ১** রাজাবলি (Kings) ৮। ১২

৪। ঈশ্বরকে দেখা ও শোনা যায়

পরে তাঁরা সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনতে পেলেন, তিনি দিনের বেলায় বাগানে চলাফেরা করছিলেন; তাতে আদম ও তাঁর স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সামনে থেকে বাগানের গাছ সকলের মধ্যে লুকালেন। আদিপুস্তক (Genesis) ৩। ৮

যে বছরে রাজা উষিয় মারা গেলেন সেই বছরে আমি দেখলাম **প্রভু খুব উঁচু একটা সিংহাসনে বসে আছেন।** তিনি উচ্চ ও উন্নত ছিলেন এবং তার পোশাকের পাড় দিয়ে মন্দির পূর্ণ ছিল। যিশাইয় (Isaiah) ৬। ১

আবার ঈশ্বর অদৃশ্য এবং তাঁর কথা শোনা যায় না

ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি। সেই এক ও একমাত্র ব্যক্তি, যিনি নিজে ঈশ্বর, যিনি পিতার সঙ্গে আছেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন। যোহন (John) ১। ১৮

যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, এমন আলোর নিবাসী, যাকে **মানুষদের মধ্যে কেউ, কখনও দেখতে পায়নি, দেখতে পাবেও না**; তারই সম্মান ও অনন্তকালস্থায়ী পরাক্রম হোক। আমেন। ১ তীমথিয় (Timothy) ৬। ১৬

৫। ঈশ্বর ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেন

তুমি কোনো সুগন্ধি বচ আমার জন্য মূল্য দিয়ে কিনে আননি; তোমার বলিদানের চর্বি আমাকে ঢালনি; কিন্তু তার বদলে তুমি তোমার পাপের বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছ, **তোমার খারাপ কাজগুলি দিয়ে আমাকে ক্লান্ত করেছ।** যিশাইয় (Isaiah) ৪৩। ২৪

আমার ও ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে এটা চিরকালীন চিহ্ন; কারণ সদাপ্রভু ছদিনের আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, আর **সপ্তম দিনের বিশ্রাম করেছিলেন** এবং ঝালিয়ে নিয়েছিলেন'।" যাত্রাপুস্তক (Exodus) ৩১। ১৭

আবার, ঈশ্বর ক্লান্ত হন না এবং বিশ্রাম নেন না

তোমরা কি জান না? তোমরা কি শোননি? সদাপ্রভু, যিনি চিরকাল স্থায়ী ঈশ্বর, যিনি পৃথিবীর শেষ সীমার সৃষ্টিকর্ত্তা, **তিনি দুর্বল হন না, ক্লান্তও হন না;** তাঁর জ্ঞানের কোনো সীমা নেই। যিশাইয় (Isaiah) ৪০। ২৮

৬। ঈশ্বর সর্বব্যাপী তিনি সবকিছু দেখেন এবং জানেন

সদাপ্রভুর চোখ সব জায়গাতেই আছে, তা খারাপ ও ভালোদের প্রতি দৃষ্টি রাখে। হিতোপদেশ (Proverbs) ১৫। ৩

আবার, ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন এবং তিনি সব কিছু দেখেন না, জানেন না

আমি নীচে গিয়ে দেখব, আমার কাছে আসা **কান্না অনুসারে তারা সম্পূর্ণরূপে করেছে কি না;** যদি না করে থাকে, তা জানব।" আদিপুস্তক (Genesis) ১৮। ২১

৭। ঈশ্বর মানুষের হৃদয়ের কথা জানেন

এবং মত্তথিয়; আর তাঁরা প্রার্থনা করলেন, **হে প্রভু, তুমি সবার হৃদয় জান,** সুতরাং এই দুজনের মধ্যে যাকে মনোনীত করেছ তাকে দেখিয়ে দাও। প্রেরিত (Acts) ১। ২৪

আবার, ঈশ্বর মানুষের হৃদয়ের কথা জানতে তাদের পরীক্ষা নেন

তবে তুমি সেই ভাববাদীর কিংবা সেই স্বপ্নদর্শনকারীর কথায় কান দিও না; কারণ তোমরা তোমাদের সমস্ত হৃদয় ও তোমাদের সমস্ত প্রাণের সঙ্গে নিজেদের **ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর কি না,** তা জানবার জন্য তোমাদের **ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের পরীক্ষা করেন**। দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy) ১৩। ৩

৮। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

“দেখ! আমি সদাপ্রভু, সমস্ত মানবজাতির ঈশ্বর। **কোন কিছু করা কি আমার পক্ষে খুব কঠিন?”** যিরমিয় (Jeremiah) ৩২। ২৭

আবার, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নন

সদাপ্রভু যিহূদার সহবর্ত্তী ছিলেন, সে পাহাড়ী অঞ্চলগুলি অধিকার করল; **কিন্তু সে তলভূমি-নিবাসীদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারল না,** কারণ তাদের লোহার রথ ছিল। বিচারকর্ত্তৃগণ (Judges) ১। ১৯

৯। ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল

ঈশ্বর মানুষ নন যে মিথ্যা বলবেন, তিনি মানুষের সন্তান নন যে অনুশোচনা করবেন। তিনি কি কাজ না করেই প্রতিশ্রুতি করেন? **তিনি কি সম্পন্ন না করার জন্য কোন কিছু বলেন?** গণনাপুস্তক (Numbers) ২৩। ২৯

আবার, ঈশ্বর পরিবর্তনশীল

তখন ঈশ্বর তাদের কাজ, তারা যে নিজের নিজের কুপথ থেকে ফিরল, তা দেখলেন, **আর তাদের যে অমঙ্গল করবেন বলেছিলেন, সেই বিষয়ে অনুশোচনা করলেন;** তা করলেন না। যোনা (Jonah) ৩। ১০

১০। ঈশ্বর পক্ষপাতমুক্ত ও ন্যায়কারী

কারণ **ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করেন না।** রোমীয় (Romans) ২। **১১**

আবার, ঈশ্বর পক্ষপাতী

কারণ **যার আছে, তাকে দেওয়া যাবে, ও তার বেশি হবে;** কিন্তু **যার নেই, তার যা আছে, সেটাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।** মথি (Matthew) **১৩**। **১২**

১১। ঈশ্বর বিপর্যয়ের বা বিপদের সৃষ্টিকর্তা নন

কারণ **ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার ঈশ্বর না, কিন্তু শান্তির,** যেমন পবিত্র লোকদের সকল মণ্ডলীতে হয়ে থাকে। **১** করিন্থীয় (Corinthians) **১**৪। ৩৩

ঈশ্বর বিপর্যয়ের নির্মাতা

আমি আলো এবং অন্ধকার সৃষ্টি করি; **আমি শান্তি আনি এবং দুর্যোগ সৃষ্টি করি;** আমি সদাপ্রভুই যে এই সব জিনিস করি। যিশাইয় (Isaiah) ৪৫। ৭

১২। যারা প্রার্থনা করে ঈশ্বর তাদের উদারভাবে দেন

যদি তোমাদের কারো জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে যেন ঈশ্বরের কাছে চায়; **তিনি সবাই কে উদারতার সঙ্গে দিয়ে থাকেন,** তিরস্কার করেন না; ঈশ্বর তাকে দেবেন। যাকোব (Jacob) **১**। ৫

প্রার্থনাকারীদের প্রতিও ঈশ্বর বাধা তৈরি করেন

হে সদাপ্রভু, তোমার পথ ছেড়ে **কেন আমাদের ভ্রান্ত হতে দিচ্ছ** এবং যেন আমরা তোমার বাধ্য না হই তাই **আমাদের হৃদয়কে কেন কঠিন করছ?** তোমার দাসদের জন্য এবং যে গোষ্ঠীগুলো তোমার অধিকার তাদের জন্য ফিরে এস। যিশাইয় (Isaiah) ৬৩। ১৭

১৩। যারা ঈশ্বরকে খোঁজ করে তারাই তাঁকে খুঁজে পায়

কারণ যে কেউ চায়, সে গ্রহণ করে এবং **যে খোঁজ করে, সে পায়;** আর যে আঘাত করে, তার জন্য খুলে দেওয়া হবে। মথি (Matthew) ৭। ৮

ঈশ্বরকে যারা খোঁজে তারা তাকে পায় না

তখন সবাই আমাকে ডাকবে, কিন্তু আমি উত্তর দেব না, **তারা সযত্নে আমার খোঁজ করবে, কিন্তু আমাকে পাবে না;** হিতোপদেশ (Proverbs) ১। ২৮

যখন তোমরা প্রার্থনার জন্য তোমাদের হাত বাড়াবে তখন আমি তোমাদের থেকে আমার চোখ আড়াল করে রাখব। যদিও **তোমরা অনেক প্রার্থনা কর আমি শুনব না,** তোমাদের হাত নির্দোষদের রক্তে পরিপূর্ণ। যিশাইয় (Isaiah) ১। ১৫

১৪। ঈশ্বর শান্তিপ্রিয়

কারণ **ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার ঈশ্বর না,** কিন্তু শান্তির, যেমন পবিত্র লোকদের সকল মণ্ডলীতে হয়ে থাকে। ১ করিন্থীয় (Corinthians) ১৪। ৩৩

ঈশ্বর অশান্তিপ্রিয়

ধন্য **সদাপ্রভু, আমার শৈল, যিনি আমার হাতকে যুদ্ধ শেখান** এবং আমার আঙ্গুলগুলো যুদ্ধের জন্য। গীতসংহিতা (Psalms) ১৪৪। ১

১৫। ঈশ্বর করুণাময়, দয়ালু এবং ন্যায়বান

দেখ, যারা স্থির রয়েছে, তাদেরকে আমরা ধন্য বলি। তোমরা ইয়োবের সহ্যের কথা শুনেছ; এবং প্রভু শেষ পর্যন্ত কি করেছিল তা দেখেছ, **ফলতঃ প্রভু করুণাময় ও দয়ায় পরিপূর্ণ।** যাকোব (Jacob) ৫। ১১

ঈশ্বর নির্দয় এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির

তখন আমি এক জনকে অন্য জনের বিরুদ্ধে, বাবা ও ছেলে সবাইকে চুরমার করব, এটি সদাপ্রভুর ঘোষণা। **আমি কোন করুণা বা দয়া করব না;** আমি তাদের ধ্বংস থেকে রেহাই দেব না। যিরমিয় (Jeremiah)১৩। ১৪

১৬। ঈশ্বরের রাগ ক্ষণস্থায়ী

কারণ তার রাগ এক মুহূর্তের জন্য থাকে; কিন্তু তাঁর অনুগ্রহতেই জীবন। কান্না রাতের জন্য আসে, কিন্তু সকালেই আনন্দ আসে। গীত সংহিতা (Psalms) ৩০। ৫

ঈশ্বরের ক্রোধ ভয়ানক

সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, “তুমি লোকেদের সমস্ত নেতাকে হত্যা করে লোকেদের দ্বারা দেখার জন্য আমার উদ্দেশ্যে সূর্য্যের সামনে টাঙ্গিয়ে দাও, **তাতে ইস্রায়েলের থেকে আমার প্রচণ্ড রাগ কমবে।**” গণনাপুস্তক (Numbers) ২৫। ৪

১৭। ঈশ্বর মানুষের বলি স্বীকার করেন

তখন তিনি বললেন, “তুমি নিজের ছেলেকে, তোমার একমাত্র ছেলেকে, যাকে তুমি ভালবাস, সেই ইসহাককে নিয়ে মোরিয়া দেশে যাও এবং সেখানকার যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলব, **তার উপরে তাকে হোম বলির জন্য বলিদান কর।**” আদিপুস্তক (Genesis) ২২। ২

ঈশ্বর মানুষের বলি গ্রহণ করেন না

তুমি নিজের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি সেরকম করবে না; কারণ তারা নিজেদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে সদাপ্রভুর ঘৃণিত যাবতীয় খারাপ কাজ করেছে; এমন কি, তারা **সেই দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিজেদের ছেলেমেয়েদেরকেও আগুনে পোড়ায়।** দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy) ১২। ৩১

১৮। ঈশ্বর কারো পরীক্ষা নেন না

প্রলোভনের দিনের কেউ না বলুক, ঈশ্বর আমাকে প্রলোভিত করছেন; কারণ মন্দ বিষয় দিয়ে ঈশ্বরকে প্রলোভিত করা যায় না, **আর তিনি কাউকেই প্রলোভিত করেন না;** যাকোব (Jacob) ১। ১৩

ঈশ্বর মানুষকে পরীক্ষা করেন

এই সব ঘটনার পরে **ঈশ্বর অব্রাহামের পরীক্ষা করলেন।** তিনি তাঁকে বললেন, "অব্রাহাম;" তিনি উত্তর করলেন, "এখানে আমি।" আদিপুস্তক (Genesis) ২২। ১

১৯। ঈশ্বর মিথ্যা বলেন না

ঈশ্বর মানুষ নন যে মিথ্যা বলবেন, তিনি মানুষের সন্তান নন যে অনুশোচনা করবেন। তিনি কি কাজ না করেই প্রতিশ্রুতি করেন? তিনি কি সম্পন্ন না করার জন্য কোন কিছু বলেন? গণনাপুস্তক (Numbers) ২৩। ১৯

ঈশ্বর মিথ্যা বলেন

"এইজন্যই সদাপ্রভু এখন আপনার এই সব **ভাববাদীদের মুখে মিথ্যা বলবার আত্মা দিয়েছেন।** তোমার সর্বনাশ হবার জন্য সদাপ্রভু আদেশ দিয়েছেন।" ১ রাজাবলি (Kings) ২২। ২৩

২০। ঈশ্বর এক

হে ইস্রায়েল, শোনো; **আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এক;** দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy) ৬। ৪

ঈশ্বর বহু

পরে ঈশ্বর বললেন, “**আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সঙ্গে মিল রেখে** মানুষ সৃষ্টি করি; আদিপুস্তক (Genesis) **১**। ২৬

এখানে বাইবেলের পরস্পর বিরোধের কিছু উদাহরণ দেখানো হলো। পুরো বাইবেল জুড়ে এমন অসংখ্য পরস্পর সাংঘর্ষিক কথা দেখা যায়। এসব পারস্পরিক বিরোধ দেখে বাইবেলকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান বলে বিশ্বাস করার প্রশ্নে আপনার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়না?

৯। বাইবেলের বিজ্ঞান-বিরোধী তত্ত্ব

আজকের যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এমতাবস্থায় ধর্মীয় বইয়ে বিজ্ঞানবিরোধী কোনো তথ্য পাওয়া গেলে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। আমি যখন বাইবেলের বিশ্বাসগুলোকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছি, তখন দেখলাম সেগুলো বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের বিপরীত। বহু শতাব্দী ধরে বাইবেল এবং বিজ্ঞানের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। মধ্যযুগে যখন ইউরোপে চার্চের আধিপত্য ছিল, সেই সময়ে কোনো বিজ্ঞানী যদি তার বিশ্লেষণ থেকে কোন আবিষ্কার প্রকাশ করত তবে সেই আবিষ্কার বাইবেলের বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। নইলে ওই বিজ্ঞানীকে চার্চের রোষের শিকার হতে হতো। কিছু উদাহরণ দেখুন:

১। গ্যালিলিও নামে একজন বিজ্ঞানী এ সত্যটি প্রচার করেছিলেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং তা সূর্যের চারদিকে ঘোরে। পোপের সভাপতিত্বে ইনকুইজিশন আদালত (Inquisition court) বা ধর্ম-নির্ণায়ক সমিতি তাকে ১০ বছরের কঠোর সাজা দিয়ে সিদ্ধান্ত দেয় যে, "সূর্য কেন্দ্র এবং পৃথিবী তার চারদিকে ঘোরে এরকম যে ধারণাটি গ্যালিলিও উত্থাপন করেছিলেন, তা কেবল একটি মূর্খতাপূর্ণ, অযৌক্তিক মতামত যা সিদ্ধান্তগত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ এটা আমাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের শিক্ষার স্পষ্ট বিরুদ্ধ এবং তার দ্বিতীয় ধারণা যে, পৃথিবী লোকসমূহের কেন্দ্র নয়, বরং তা সূর্যের চারদিকে ঘোরে; তাও অযৌক্তিক, দর্শনগতভাবে মিথ্যা এবং অন্তত সত্য বিশ্বাসের (খ্রিষ্টধর্মের নীতি) সম্পূর্ণ বিপরীত।" এই কারণে তাকে 'ধর্মদ্রোহীতার' অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো।

২। ব্রুনো নামে একজন বিখ্যাত ইতালীয় বিজ্ঞানীও একই ধরনের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন এবং তাকেও বন্দী করে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের নির্দেশে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

৩। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের নীতি প্রচার করার জন্য সুবিখ্যাত গ্রীক মহিলা দার্শনিক হাইপেশিয়াকে খোলা বাজারে উলঙ্গ করে এবং পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছিল।

৪। কোপার্নিকাস প্রমাণ করেছিলেন যে, সূর্য স্থির এবং পৃথিবী তার অক্ষের এবং সূর্যের চারদিকে ঘোরে। এই তত্ত্ব প্রমাণ করার পরও তিনি তা প্রকাশ করেননি যাতে চার্চ তাকে শাস্তি না দেয়। তিনি তার মৃত্যুশয্যায় এটি প্রকাশ করেছিলেন এবং কিছু দিন পরে মারা যান।

চার্চের এমন আচরণ এবং উপনিষদ পড়ার পরে প্রভাবিত হয়ে জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ার বলেছিলেন যে – "ভারতবর্ষে আমাদের ধর্মগ্রন্থ (বাইবেল) এই সময়ে এবং ভবিষ্যতে কখনই উন্নতি লাভ করবে না। মানবজাতির প্রাচীন বুদ্ধিমত্তা কোনোভাবেই কেড়ে নেওয়া যাবে না যেমনটা গ্যালিলিওর সাথে ইতিমধ্যেই ঘটেছে। এর বিপরীতে, ভারতের জ্ঞান ইউরোপে তার আলো ফেলবে এবং আমাদের জ্ঞান ও চিন্তাধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে।"

বাইবেলের বিজ্ঞানবিরোধী কিছু বিশ্বাস দেখুন-

১। আকাশকে খোলা জানালার মত কল্পনা করা-

নোহের বয়সের ছয়শো বছরের দ্বিতীয় মাসের সতেরো দিনের মহাজলধির সমস্ত উনুই ভেঙে গেল এবং **আকাশের জানালা সব মুক্ত হল**; আদিপুস্তক (Genesis) ৭। **১১**

২। পৃথিবী সমতল এবং এতে সমতলেরর চারটি কোনা থাকার কল্পনা-

এর পরে আমি **চারজন স্বর্গদূতকে পৃথিবীর চার কোনায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম**, তাঁরা পৃথিবীর **চার কোণের বাতাস আটকে রাখছিলেন,** যেন পৃথিবী, সমুদ্র অথবা কোন গাছের ওপরে বাতাস না বয়। প্রকাশিত বাক্য (Revelations) ৭। **১**

৩। ক্রমাগত চলায়মান সূর্য এবং চাঁদকে থামানো-

তখন **সূর্য স্থির হল ও চন্দ্র স্থির থাকল**, যতক্ষণ না সেই জাতি শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিল। এই কথা কি যাশের বইতে লেখা নেই? আর **মধ্য আকাশে সূর্য স্থির থাকল, অস্ত যেতে প্রায় সম্পূর্ণ এক দিন দেরি করল**। যিহোশূয় (Joshua) **১০। ১৩**

৪। দিন এবং রাত সূর্য দ্বারা সৃষ্ট হয়। বাইবেল অনুসারে সৃষ্টি রচনার চতুর্থ দিন সূর্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে সূর্য নির্মাণের আগেই সৃষ্টির প্রথম তিনটি দিন কেমন করে হয়ে গেল?

পৃথিবী বিন্যাসবিহীন ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলরাশির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে চলাচল করছিলেন। পরে ঈশ্বর বললেন, আলো হোক; তাতে আলো হল। তখন ঈশ্বর আলো উত্তম দেখলেন এবং ঈশ্বর আলো ও অন্ধকার আলাদা করলেন। আর **ঈশ্বর আলোর নাম "দিন" ও অন্ধকারের নাম "রাত" রাখলেন।** সন্ধ্যা ও সকাল হলে প্রথম দিন হল। আদিপুস্তক (Genesis) ১। ২-৫

ঈশ্বর **সময়ের উপরে কর্তৃত্ব করতে এক মহাজ্যোতি** ও **রাতের উপরে কর্তৃত্ব করতে তার থেকেও ছোট এক জ্যোতি,** এই দুটি বড় জ্যোতি এবং সমস্ত নক্ষত্র সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর পৃথিবীতে আলো দেবার জন্য তাদেরকে আকাশে স্থাপন করলেন এবং দিন ও রাতের উপরে কর্তৃত্ব করার জন্য এবং আলো থেকে অন্ধকার আলাদা করার জন্য ঈশ্বর ঐ জ্যোতিগুলিকে আকাশে স্থাপন করলেন এবং ঈশ্বর দেখলেন যে, সে সব উত্তম। আর **সন্ধ্যা ও সকাল হলে চতুর্থ দিন হল।** আদিপুস্তক (Genesis) ১। ১৯

৫। বাইবেলের ঈশ্বর পৃথিবী ও গ্রহসমুহের মধ্যে অবস্থিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে অবগত নন। এই কারণেই তারাগুলি আকাশ থেকে পৃথিবীতে পড়ছে এরূপ কল্পনা করছেন-

জোরে হাওয়া দিলে যেমন ডুমুরগাছ থেকে ডুমুর অদিনের পড়ে যায়, তেমনি করে **আকাশের তারাগুলো পৃথিবীর ওপর খসে পড়ল।** প্রকাশিত বাক্য (Revelations) ৬। ১৩

৬। ভাই-বোনের মধ্যে পরস্পর বিবাহ জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অনুচিত। সেখানে বাইবেলে অব্রাহাম একজন ভাববাদী হয়েও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে গিয়ে এমন কাজ করেছেন-

আর সে অবশ্যই আমার বোন, **সে আমার বাবার মেয়ে কিন্তু মায়ের নয়, পরে আমার স্ত্রী হল।** আদিপুস্তক (Genesis) ২০। ১২

এখানে বাইবেল থেকে কিছু বিজ্ঞান বিরোধী উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বাইবেল এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। নিরপেক্ষ বিবেচনা দ্বারা এই প্রকরণগুলো সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা সম্ভব।

"সৃষ্টি রচনায় ইচ্ছুক ঈশ্বর সমস্ত **গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি লোকের মধ্যে দর্শন, ধারণ, আকর্ষণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনে প্রকাশরূপ সূর্যলোককে সকল লোকের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন**, এভাবে এটি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম জানার যোগ্য। **সূর্য প্রতি মুহূর্তে জলকে উপরে টেনে নিয়ে বায়ুর মাধ্যমে উর্ধ্বে স্থাপন করে বারবার তা নিচে বর্ষণ করেন, এই কারণেই সূর্য বৃষ্টির কারণ।" - [ঋগ্বেদ ১। ৭। ৩] (ঋষি দয়ানন্দ-ভাষ্যানুসারে)**

বেদ অনুসারে গোলকাকার পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান - "জল এবং অগ্নির নিমিত্তে উৎপন্ন **এই গোলকাকৃতি পৃথিবী আকাশে তার নিজ কক্ষপথে আকর্ষণ শক্তির দ্বারা সূর্যের চারপাশে অবিরাম ঘুরতে থাকে**, এজন্য দিন, রাত, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, ঋতু, অয়ন প্রভৃতি কাল-বিভাগ ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। এরূপ সকল মানুষের জানার উচিৎ।" - **[যজুর্বেদ ৩। ৬] (ঋষি দয়ানন্দ-ভাষ্যানুসারে)**

বেদ অনুযায়ী এই গোলকাকার পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপরেও ঘুরছে, আর গোলকাকার হওয়ার কারণে একই সময়ে পৃথিবীর কোথাও দিন আবার কোথাও রাত্রি বিদ্যমান থাকে - "প্রভাত বেলায় প্রসিদ্ধ সূর্যমণ্ডলের আলো গোলাকার পৃথিবীর অর্ধেক অংশের সবটুকুকে উজ্জ্বল করে এবং বাকি অর্ধেক অংশে রাত্রি থাকে আর সেই দিন-রাত্রির মধ্যে সায়ং-প্রাতঃকালীন সময়ের বেলা বিরাজমান থাকে, এভাবে অবিরাম রাত্রি, প্রভাত এবং দিন ক্রমে চলতে থাকে। এর ফলে বোঝা যায়, পৃথিবীর যতটুকু অংশ সূর্যমণ্ডলের দিকে থাকে, ততটুকু অংশে দিন থাকে এবং যতটা অংশ বিপরীত দিকে থাকে, সেখানে রাত্রি থাকে, আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের সন্ধিতে উষা থাকে। আর **এভাবেই গ্রহ প্রভৃতির ঘূর্ণন দ্বারা সন্ধ্যা-প্রাতঃকাল ক্রমান্বয়ে আবর্তিত হতে দেখা যায়।" - [ঋগ্বেদ ১। ১২৪। ৫] (ঋষি দয়ানন্দ-ভাষ্যানুসারে)**

আবার, সূর্যও সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহকে সাথে নিয়ে নিজ ছায়াপথ বা গ্যালাক্সিতে গতিশীল - "**সূর্য, পরস্পর আকর্ষণকারী গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি লোকসমূহকে সাথে নিয়ে সর্বত্র ভ্রমণ করতে থেকে** মর্ত্য, নাশমান প্রাণী এবং শাশ্বত ভৌতিক উপাদানগুলিকে তাদের নিজ-নিজ স্থানে স্থিত করে রাখে এবং তেজস্বীস্বরূপে সমস্ত লোককে আলোকিত করে চলেন।" - **[যজুর্বেদ ৩৩। ৪৩] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

বেদ অনুযায়ী চন্দ্রের নিজস্ব আলো নেই, এছাড়া চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ব্যাখাও বেদ চমৎকারভাবে দেয় - **"সূর্যের আলোয় আলোকিত এবং স্বয়ং অপ্রকাশিত পিণ্ড অর্থাৎ অন্যের আলো দ্বারা প্রকাশিত চন্দ্র প্রভৃতি মহাকাশীয় পিণ্ড** যখন তার অন্ধকারময় অংশ দ্বারা আচ্ছাদন তৈরি করে অর্থাৎ যখন তারা এক রেখায় চলে আসে, তখন অন্যান্য সমস্ত নক্ষত্র প্রভৃতি লোকও এমনভাবে দীপ্তিময় হয়ে ওঠে যার কারণে ক্ষেত্র পরিমাপের বিজ্ঞান রেখাগণিত এবং জ্যামিতি না জানা ব্যক্তি মোহে পড়ে যায় যে, এ কীভাবে সম্ভব হলো? সে বোঝে না যে **চন্দ্র সূর্যের সামনে চলে এসেছে এবং সূর্যকেও চন্দ্রের প্রতিবিম্ব আচ্ছাদিত করে নিয়েছে।" - [ঋগ্বেদ ৫। ৪০। ৫] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

"শিল্পবিদ্যাকুশল, বলশালী, বেগশালী ক্রিয়া উৎপাদনে কুশল শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত **বিনা অশ্বে চলনে সক্ষম রথ অর্থাৎ বিমান, মোটরগাড়ি ইত্যাদি রমণযোগ্য, আনন্দপ্রদ যানকে আমি রাজা এবং প্রজাসমূহের সঙ্গে লাভ করব** এবং সেই যান ও অন্যান্য ঐশ্বর্যের দ্বারা আমি অনেক বেশি তেজস্বী হব।" - **[ঋগ্বেদ ১। ১২০। ১০] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

"হে আত্মস্বরূপে অমর, সত্যজ্ঞানী, বুদ্ধিমান **বিজ্ঞানীগণ! তোমরা যুদ্ধে এবং ধন-সম্পদে আমাদের রক্ষা করো।" [যজুর্বেদ ২১। ১১] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

১০। বাইবেল এবং নারী সমাজ

বাইবেলে নারীর প্রতি বৈষম্য স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। ইউরোপে খ্রিষ্টমতের ইতিহাস দেখুন। নারীকে কখনোই পুরুষের সমান মনে করা হয়নি। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকেরা লক্ষ-লক্ষ নারীকে ডাইনি, জাদুকরী ইত্যাদি অভিযোগ দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছে। দীর্ঘকাল ধরে নারীদের মধ্যে আত্মার অস্তিত্বও স্বীকার করা হত না। এসব কারণে ইউরোপে নারীরা দীর্ঘদিন ভোটাধিকারও পায়নি। আমরা যখন এই বৈষম্যের মূল অনুসন্ধান করেছি, তখন আমরা এর উৎস বাইবেলে পেয়েছি।

১। নারীকে তুচ্ছ ও পাপী জ্ঞান করা।

বাইবেলের সৃষ্টি-উৎপত্তি প্রকরণ দেখুন। নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের পাঁজর থেকে-

সদাপ্রভু ঈশ্বর **আদম থেকে পাওয়া সেই পাঁজরে** এক স্ত্রী সৃষ্টি করলেন ও তাকে আদমের কাছে আনলেন। আদিপুস্তক (Genesis) ২। ২২

বাইবেলের ঈশ্বর আদমকে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি কেন ইভকেও একইভাবে সৃষ্টি করেন নি? বাইবেলের ঈশ্বর নারীদের সম-অধিকার এভাবে সৃষ্টির প্রারম্ভেই কেড়ে নিয়েছিলেন।

বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি। বাগানের গাছের ফল খাওয়ার জন্য, যিহোবা ঈশ্বর মহিলাকে প্রসব বেদনা এবং তার স্বামীর দাসী হওয়ার শাস্তি দিয়েছিলেন।

পরে তিনি নারীকে বললেন, "আমি তোমার **গর্ভ বেদনা খুবই বাড়িয়ে দেব, তুমি কষ্টে সন্তান প্রসব করবে** এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে ও **সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে**।" আদিপুস্তক (Genesis) ৩। ১৬

খ্রিষ্টধর্মে একটি বিশ্বাস রয়েছে যে, যেহেতু স্বর্গে সাপরূপী শয়তান দ্বারা নারী প্রথম লোভে পরেছিল ও পথভ্রষ্ট হয়েছিল, এইজন্য নারীরা পাপী। আর পাপীদের সন্তানরাও পাপী হয়। **তাই সকল মানুষ জন্মগতভাবে পাপী!** খ্রিষ্টানরা আশ্চর্যজনকভাবে প্রথমে নারীদের তুচ্ছ হিসেবে গণ্য করে তারপর সবাইকে বিনা অপরাধে পাপী বানিয়ে দেন।

২। বাইবেল অনুসারে, তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার শুধু পুরুষকে দেওয়া হয়েছে, নারীদের নয়।

স্ত্রীর সম্মতি থাকলেও বিবাহবিচ্ছেদের পর পুনরায় বিবাহ করার অধিকার নেই-

কোনো লোক কোনো স্ত্রীকে গ্রহণ করে বিয়ে করার পর যদি তাতে কোনো ধরনের অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখতে পায়, আর সেই জন্য সে স্ত্রী তার দৃষ্টিতে প্রীতিপাত্র না হয়, তবে সেই লোক **তার জন্য এক ত্যাগপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে নিজের বাড়ি থেকে তাকে বিদায় করতে পারবে।** আর সে স্ত্রী তার বাড়ি থেকে বের হবার পর গিয়ে অন্য লোকের স্ত্রী হতে পারে। আর ঐ দ্বিতীয় স্বামীও যদি তাকে ঘৃণা করে এবং তার জন্য ত্যাগপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে নিজের বাড়ি থেকে তাকে বিদায় করে, কিংবা বিবাহকারী ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি মারা যায়; তবে যে প্রথম স্বামী তাকে বিদায় করেছিল, সে তার অশুচি হবার পরে তাকে আবার বিয়ে করতে পারবে না; কারণ ঈশ্বর সদাপ্রভুর সামনে ঘৃণার্হ কাজ; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারের জন্যে যে দেশ তোমাকে দিচ্ছেন, তুমি তা পাপলিপ্ত করবে না। দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy) ২৪। ১-৪

৩। বাইবেল অনুসারে, নারীরা কী লুটের সামগ্রী?

তুমি নিজের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে যদি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাদেরকে তোমার হাতে দেন ও তুমি তাদেরকে বন্দি করে নিয়ে যাও এবং **সেই বন্দিদের মধ্যে কোনো সুন্দরী স্ত্রী দেখে ভালবাসায় আসক্ত হয়ে যদি তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও; তবে তাকে নিজের ঘরের মধ্যে আনবে** এবং সে নিজের মাথা নেড়া করবে ও নখ কাটবে; দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy) ২১। ১০-১২

যোদ্ধাদের মাধ্যমে লুট করা জিনিসগুলি ছাড়া ঐ অপহৃত জীবগুলি ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ভেড়া, বাহাত্তর হাজার গরু, একষট্টি হাজার গাধা, আর **বত্রিশ হাজার কুমারী স্ত্রীলোক,** অর্থাৎ যারা কখনো কোনো পুরুষের সঙ্গে শোয় নি। গগনা পুস্তক (Numbers) ৩১। ৩২-৩৫

৪। বাইবেল অনুসারে স্ত্রী স্বামীর উপর নির্ভরশীল।

আর সে যদি স্বামীর বাড়ি থাকার দিনের মানত করে থাকে, কিংবা শপথের মাধ্যমে নিজের প্রাণকে ব্রতে বেঁধে থাকে এবং তার স্বামী তা শুনে তাকে বারণ না করে চুপ হয়ে থাকে, তবে তার সমস্ত মানত স্থির থাকবে এবং সে যা দিয়ে তার প্রাণকে বেঁধেছে, সেই সমস্ত ব্রত স্থির থাকবে। কিন্তু তার স্বামী যদি শোনার দিনের সে সব ব্যর্থ করে থাকে, তবে তার মানতের বিষয়ে ও তার ব্রতের বিষয়ে তার ঠোঁট থেকে যে কথা বের হয়েছিল, তা স্থির থাকবে না। তার স্বামী তা ব্যর্থ করেছে। সদাপ্রভু সেই স্ত্রীকে মুক্ত করবেন। **স্ত্রীর প্রত্যেক মানত ও প্রাণকে দুঃখ দেবার প্রতিজ্ঞাযুক্ত প্রত্যেক শপথ তার স্বামী স্থির করতেও পারে, তার স্বামী ব্যর্থ করতেও পারে।** তার স্বামী যদি অনেক দিন পর্যন্ত তার প্রতি সব দিন চুপ থাকে, তবে সে তার সমস্ত মানত কিংবা সমস্ত ব্রত স্থির করে; শোনার দিনের চুপ থাকাতেই সে তা স্থির করেছে। কিন্তু তা শোনার পর যদি কোন ভাবে স্বামী তা ব্যর্থ করে, তবে স্ত্রীর অপরাধ বহন করবে।" গণনা পুস্তক (Numbers) ৩০। ১০-১৫

৫। বাইবেলে নারীর প্রতি বৈষম্য।

আর সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, "তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের বল, যে স্ত্রী গর্ভধারণ করে ছেলের জন্ম দেয়, **সে সাত দিন অশুচি থাকবে,** যেমন মাসিক দিন কালের অশৌচের দিনের, তেমনি সে অশুচি থাকবে। লেবীয় পুস্তক (Leviticus) ১২। ১, ২

আর যদি সে মেয়ের জন্ম দেয়, তবে যেমন অশৌচের দিনের, তেমনি **দুই সপ্তাহ অশুচি থাকবে;** পরে সে ছেষট্টি দিন নিজের শুদ্ধকরণ রক্তস্রাব অবস্থায় থাকবে। লেবীয় পুস্তক (Leviticus) ১২। ৫

৬। বাইবেলে বহুবিবাহের মতো কুপ্রথা রয়েছে।

আর এষৌ চল্লিশ বছর বয়সে **হিত্তীয় বেরির যিহূদীৎকে** এবং হিত্তীয় **এলোনের মেয়ে বাসমৎকে** বিয়ে করলেন। আদিপুস্তক (Genesis) ২৬। ৩৪

পরে তিনি রাতে উঠে নিজের **দুই স্ত্রী, দুই দাসী ও এগারো জন ছেলেকে** নিয়ে যব্বোক নদীর অগভীর অংশ দিয়ে পার হলেন। আদিপুস্তক (Genesis) ৩২। ২২

৭। বাইবেলে শ্বশুর ও পুত্রবধূর মধ্যে অনৈতিক সম্পর্ক ও গর্ভধারণ

প্রায় তিন মাস পরে কেউ যিহূদাকে বলল, “তোমার ছেলের স্ত্রী তামর ব্যভিচারিণী হয়েছে, আরো দেখ, ব্যভিচারের জন্য তার গর্ভ হয়েছে।” তখন যিহূদা বলল, “তাকে বাইরে এনে পুড়িয়ে দাও।” পরে বাইরে আনার দিনের সে শ্বশুরকে বলে পাঠাল, **যার এই সব বস্তু, সেই পুরুষ থেকে আমার গর্ভ হয়েছে**। সে আরো বলল, “**এই মোহর, সুতো ও লাঠি কার? চিনে দেখ**।” তখন যিহূদা সেগুলি চিনে বলল, “সে আমার থেকেও অনেক ধার্মিক, কারণ আমি তাকে নিজের ছেলে শেলাকে দিইনি। **পরে যিহূদা তাঁর সঙ্গে আর কোনো শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন না**।” আদিপুস্তক (Genesis) ৩৮। ২৪-২৬

৮। বাইবেলে নারীদের ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

আর শিখিম দীণার বাবাকে ও ভাইদেরকে বলল, “আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহ দৃষ্টি হোক; তা হলে যা বলবে, তাই দেব। **পণ ও দান যত বেশি চাইবে, তোমাদের কথানুসারে তাই দেব;** কোনো মতে আমার সঙ্গে ঐ মেয়ের বিয়ে দাও।” আদিপুস্তক (Genesis) ৩৪। **১১-১২**

তাই আমি তাকে **পনেরো সেকেল রূপার পয়সা এবং দেড় হোমর যবে আমার জন্য কিনেছি**। আমি তাকে বললাম, “তুমি অবশ্যই অনেক দিন আমার সঙ্গে থাকবে। তুমি বেশ্যা হয়ে থাকবে না বা কোন পুরুষের হবে না। সেই একই ভাবে, আমিও তোমার সঙ্গে থাকব।” হোশেয় (Hosea) ৩। ২-৩

৯। বাইবেল অনুযায়ী, নারীরা পায়ের জুতার তুল্য।

আর যদি কেউ বাগদত্তা নয় এমন কুমারীকে ভুলিয়ে তার সঙ্গে শয়ন করে, তবে **সে অবশ্যই মেয়েকে পণ দিয়ে তাকে বিয়ে করবে**। যদি সেই ব্যক্তির সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে বাবা নিতান্তই রাজি না হয়, **তবে কন্যার পণের ব্যবস্থানুযায়ী তাকে টাকা দিতে হবে**। যাত্রাপুস্তক (Exodus) ২২। **১৬-১৭**

১০। বাইবেলে মহিলাদের প্রতি নিষ্ঠুরতার উল্লেখ।

পরে সে নিজের বাড়িতে এসে **একটি ছুরি নিয়ে নিজের উপপত্নীকে ধরে অস্থি অনুসারে বারো খণ্ড করে** ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দিল। বিচারকর্তৃগণ (Ecclesiastes) **১৯**। ২৯

১১। বাইবেলে স্ত্রীবলির বর্ণনা, যিপ্তহ দ্বারা তার কন্যাকে বলির বর্ণনা পাওয়া যায়।

তবে অম্মোনীয়দের কাছ থেকে যখন আমি ভালোভাবে ফিরে আসব, তখন যা কিছু আমার বাড়ির দরজা থেকে বের হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তা অবশ্যই সদাপ্রভুরই হবে, আর **আমি তা হোমবলিরূপে উৎসর্গ করব।** বিচারকর্তৃগণ (Ecclesiastes) **১১**। ৩১

পরে যিপ্তহ মিস্‌পায় নিজের বাড়িতে আসলেন, আর দেখ, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁর মেয়ে তবল হাতে করে নাচ করতে করতে বাইরে আসছিল। সে তাঁর একমাত্র মেয়ে, সে ছাড়া তাঁর কোন ছেলে বা মেয়ে ছিল না। তখন তাকে দেখামাত্র তিনি বস্ত্র ছিঁড়ে বললেন, হায় হায়, আমার বৎসে, তুমি আমাকে বড় ব্যাকুল করলে; আমার কষ্টদায়কদের মধ্যে তুমি এক জন হলে; কিন্তু **আমি সদাপ্রভুর কাছে মুখ খুলেছি, আর অন্য কিছু করতে পারব না।** বিচারকর্তৃগণ (Ecclesiastes) **১১**। ৩৪-৩৫

পরে দুইমাস হয়ে গেলে সে পিতার কাছে ফিরে আসল; **পিতা যে মানত (শপথ) করেছিলেন, সেই অনুসারে তার প্রতি করলেন;** সে পুরুষের পরিচয় পাইনি। বিচারকর্তৃগণ (Ecclesiastes) **১১**। ৩৯

১২। বাইবেলে নারী জাতির অপমান করা হয়েছে-

আর তোমার প্রভুর বাড়ি তোমাকে দিয়েছি ও **তোমার প্রভুর স্ত্রীদেরকে তোমার বুকে দিয়েছি** এবং ইস্রায়েলের ও যিহূদার বংশ তোমাকে দিয়েছি; আর তা যদি অল্প হতো, তবে তোমাকে আরও অনেক বস্তু দিতাম।' ২ শমূয়েল (Samuel) **১২**। ৮

সদাপ্রভু এই কথা বলেন, 'দেখ, আমি তোমার বংশ থেকেই তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গল উৎপন্ন করব এবং **তোমার সামনে তোমার স্ত্রীদেরকে নিয়ে তোমার আত্মীয়কে দেব;** তাতে **সে এই সূর্য্যের সামনে তোমার স্ত্রীদের সঙ্গে শয়ন করবে।**' ২ শমূয়েল (Samuel) **১২**। **১১**

১৩। বাইবেলে বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ।

আর সে কেবল কুমারীকে বিয়ে করবে। বিধবা, কি পরিত্যক্তা, কি ভ্রষ্টা স্ত্রী, কি বেশ্যা, এদের মধ্যে এক কুমারীকে বিয়ে করবে। লেবীয়পুস্তক (Leviticus) ২১। ১৩-১৪

১৪। বাইবেলে নারীদেরকে ব্যভিচারে প্ররোচিত করা হয়েছে-

আমি তোমাদের মেয়েদের শাস্তি দেব না যখন তারা বেশ্যা বৃত্তি করতে চায়, না তোমাদের ছেলের বৌয়েদের যখন তারা ব্যভিচার করতে চায়। কারণ পুরুষেরাও নিজেদেরকে বেশ্যাদের হাতে দেয় এবং তারা বলিদান উৎসর্গ করে যাতে তারা মন্দিরের বেশ্যাদের সঙ্গে মন্দ কাজ করতে পারে। তাই এই লোকেরা যারা বোঝে না তারা ধ্বংস হবে। হোশেয় (Hosea) ৪। ১৪

বাইবেলে এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে যা বোঝায় যে, **বাইবেলে নারীদের এরকম তুচ্ছ হিসেবে উপস্থাপন ও স্বীকার করা হয়েছে।** নিরপেক্ষ পাঠক সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীন।

"যেমন প্রভাতের সময়, সকল মৃতের মতো নিদ্রামগ্ন ব্যক্তিকে চৈতন্যযুক্ত করে কর্মে সংযুক্ত করে, তেমনই **গুণযুক্ত বিদুষী নারীগণ অবিদ্যার নিদ্রায় নিমগ্ন নারীদের শিক্ষা ও উপদেশ দিয়ে সৎকর্মে প্রবৃত্ত করান।" - [ঋগ্বেদ ৭। ৪১। ৭] (ঋষি দয়ানন্দ-ভাষ্যানুসারে)**

"এই নারীগণ কখনো বিধবা না হোন, বরং উত্তম গৃহলক্ষ্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রতিদিন আঞ্জন অর্থাৎ শরীরে মাখার উপযোগী ঘৃত দ্বারা নিজেদের দেহ স্নিগ্ধ রাখুন এবং সর্বদা রোগমুক্ত থাকুন। **কখনো যেন তাদের চোখের জল ফেলতে না হয়।** তারা সুন্দর রত্ন ও অলংকার ধারণ করুন এবং যোগ্য সন্তানের জন্মদানে সক্ষম গৃহবধূ হয়ে সর্বাগ্রে গৃহের শয্যায় কিংবা একত্রিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট **সভা প্রভৃতি স্থানে, উচ্চ ও শ্রদ্ধাস্পদ উপযোগী আসনে যথাযোগ্য সম্মানসহ আসীন হোন।" - [অথর্ববেদ ১২। ২। ৩১] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

"**হে বধূ!** তুমি **শ্বশুরদের মাঝে** মহারাণীর মতো অবস্থান করো। **দেবরদের মধ্যেও** মহারাণীর মতো অবস্থান করো। **ননদের সামনেও** তুমি মহারাণীর মতো আদরযুক্ত হয়ে অবস্থান করো। **শাশুড়ির দৃষ্টিতেও তুমি মহারাণীর মতো অবস্থান করো।" - [অথর্ববেদ ১৪। ১। ৪৪] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

"**হে বধূ! আমি পতি**, 'অমঃ' নামক মূখ্য প্রাণ এবং তুমি সেই 'বাক্'। **আমি সামবেদ বা গায়ন আর তুমি ঋগ্বেদের ঋচা বা গানপদ। আমি দ্যৌঃ অর্থাৎ বিশাল আকাশ আর তুমি পৃথিবী।** আমরা দুজন একত্রিত হই, মিলিত হই এবং প্রজাকে সৃষ্টি করি।" - **[অথর্ববেদ ১৪। ১। ৭১] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

"হে বধূ! উত্তম মঙ্গলময় লক্ষণসমূহে অলংকৃত এবং **গৃহের সকলকে দুঃখ থেকে মুক্তি দানকারী,** যথাযথভাবে **স্বামীর সেবাকারী, শ্বশুরকে কল্যাণ প্রদানকারী, শাশুড়িকে সুখপ্রদানকারী হয়ে** তুমি এই গৃহজনদের মধ্যে প্রবেশ করো।**" - [অথর্ববেদ ১৪। ২। ২৬] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

"যে বিদুষী নারী বিদ্বান্ পুরুষদের থেকে শিক্ষা লাভ করেছে, সে উক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সকলকে শিক্ষিত করুক, যাতে কোন নারী অধর্মের পথে প্রবৃত্ত না হয়, নারী-পুরুষ পরস্পর বিদ্যার উন্নতি সাধন করুক এবং নিজেদের পুত্র-কন্যাদের শিক্ষিত করুক।" - [যজুর্বেদ ৮। ৪৩] (ঋষি দয়ানন্দ-ভাষ্যানুসারে)

সনাতন ধর্মে নারীদের যেরূপ সমাদর করা হয়েছে, এরূপ আর কোন মতবাদ বা সম্প্রদায়ে করা হয়নি।

১১। বাইবেলের বিচিত্র শিক্ষা

বাইবেল পড়ার সময়, আমি বাইবেলে এমন অনেক অদ্ভূত শিক্ষার খোঁজ পেয়েছি, কোনো সভ্য সমাজে যার কোনো স্থান নেই। নিজেদের প্রগতিশীল মনে করা ইউরোপ না জানি কীভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই শিক্ষাগুলোকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে আসছে। আপনারা নিজেই পড়ে দেখুন-

১। বাইবেলে দাসপ্রথা- বাইবেলে মানবতাবিরুদ্ধ ঘৃণ্য দাসত্বের বর্ণনা রয়েছে।

তুমি ইব্রীয় দাস কেন, সে ছয় বছর দাসত্ব করবে এবং পরে সপ্তম বছরে মূল্য ছাড়াই মুক্ত হয়ে চলে যাবে। যাত্রাপুস্তক (Exodus) ২১। ২

আর যদি কেউ নিজের দাসকে অথবা দাসীকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং দাসেরা যদি তার আঘাতে মরে, তবে সে অবশ্যই শাস্তি পাবে। কিন্তু সেই **দাস যদি দুয়েক দিন বাঁচে, তবে তার মালিক শাস্তি পাবে না,** তার দাসকে হারানোর জন্য কষ্ট পেতে হবে। কারণ **সে তার রূপার সমান।** যাত্রাপুস্তক (Exodus) ২১। ২০-২১

চাকরেরা, যেমন তোমরা খ্রিষ্টকে মেনে চল, তেমনি ভয় ও সম্মানের সঙ্গে ও হৃদয়ের সততা অনুযায়ী **নিজ শরীরের জাগতিক প্রভুদের আদেশ মেনে চল।** মানুষের সন্তুষ্ট করার মত সেবা না করে, বরং খ্রিষ্টের দাসের মত প্রাণের সাথে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছ বলে, মানুষের সেবা নয়, বরং **প্রভুরই সেবা করছ বলে আনন্দেই দাসের কাজ কর।** ইফিষীয় (Ephesians) ৬। ৫-৭

আর তোমরা নিজের নিজের ভাবী সন্তানদের অধিকারের জন্য দায়ভাগ দ্বারা তাদেরকে দিতে পার এবং নিত্য নিজেদের **দাস্যকর্ম তাদেরকে দিয়ে করাতে পার;** কিন্তু তোমাদের ভাই ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে তোমরা কেউ কারও কঠিন কর্তৃত্ব করবে না। আর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিদেশি কিংবা প্রবাসী ধনবান হয় এবং তার কাছাকাছি তোমার ভাই গরিব হয়ে যদি তোমার কাছাকাছি প্রবাসী, বিদেশী কিংবা বিদেশীয় গোত্রের **কোন লোকের কাছে নিজেকে বিক্রয় করে**, তবে

সে বিক্রীত হবার পরে মুক্ত হতে পারবে; তার আত্মীয়ের মধ্যে কেউ তাকে মুক্ত করতে পারবে; লেবীয় পুস্তক (Leviticus) ২৫। ৪৬-৪৮

২। বাইবেলে বৈষম্য - বাইবেলে মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণিদের মধ্যে ঈশ্বরের দূত দ্বারা করা বৈষম্যের অনেক প্রমাণ রয়েছে। এরূপ বৈষম্যের শিক্ষা কোনো ঈশ্বরীয় গ্রন্থে থাকতে পারে না।

পরে সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, "তুমি আকাশের দিকে তোমার হাত তোলো, তাতে মিশর দেশের সব জায়গায় শিলাবৃষ্টি হবে, মিশর দেশের মানুষ, পশু ও ক্ষেতের সমস্ত গাছের ওপরে তা হবে।" তাতে শিলা এবং শিলার সঙ্গে আগুন মেশানো বৃষ্টি হওয়াতে তা খুব শোচনীয় হল; রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্টিত হওয়া পর্যন্ত মিশরে এরকম শিলাবৃষ্টি কখনও হয়নি। তাতে সমস্ত মিশর দেশের ক্ষেতের মানুষ ও পশু সবই শিলার মাধ্যমে আহত হল ও ক্ষেতের সমস্ত ঔষধি গাছগুলি শিলাবৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস হল, আর ক্ষেতের সমস্ত গাছ ভেঙে গেল। **শুধুমাত্র ইস্রায়েল সন্তানদের বাসস্থান গোশন প্রদেশে শিলাবৃষ্টি হল না।** যাত্রাপুস্তক (Exodus) ৯। ২২, ২৪-২৬

মোশি আরও বললেন, "সদাপ্রভু এই কথা বলেন, 'আমি মাঝরাতে মিশরের মধ্য দিয়ে যাব। তাতে সিংহাসনে বসা ফরৌনের প্রথমজাত থেকে যাঁতা পেষণকারিণী দাসীর প্রথমজাত পর্যন্ত মিশর দেশের সকল প্রথমজাত মরবে। আর যেরকম কখনও হয়নি ও হবে না, সমস্ত মিশর দেশে এমন মহাকোলাহল হবে। কিন্তু সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানের মধ্যে মানুষের কি পশুর বিরুদ্ধে একটা কুকুরও চিৎকার করবে না, যেন আপনারা জানতে পারেন যে, **সদাপ্রভু মিশরীয় ও ইস্রায়েলীয়ের মধ্যে প্রভেদ করেন।'** যাত্রাপুস্তক (Exodus) **১১**। ৪-৭

হীনবীর্য কিংবা **লিঙ্গকাটা** লোক সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করবে না। দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy) ২৩।১

৩। বাইবেলে মাংসাহার - বাইবেলে মাংসাহারের বহু প্রমাণ রয়েছে। নিরীহ প্রাণিদের উপর অত্যাচার করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা কোনো ঈশ্বরীয় গ্রন্থের কাজ হতে পারে না।

পরে নোহ সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করলেন এবং সমস্ত রকমের **শুচি পশুর ও সমস্ত রকমের শুচি পাখির** মধ্যে কতকগুলি নিয়ে **বেদির ওপরে হোম করলেন**। আদিপুস্তক (Genesis) ৮। ২০

তুমি পালে গিয়ে সেখান থেকে **উত্তম দুটি বাচ্চা ছাগল আন,** তোমার বাবা যেমন ভালবাসেন, সেরকম সুস্বাদু খাবার আমি প্রস্তুত করে দিই; আদিপুস্তক (Genesis) ২৭। ৯

যোষেফ তাদের সঙ্গে বিন্যামীনকে দেখে নিজের বাড়ির পরিচারককে বললেন, "এই কজন লোককে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাও, আর **পশু মেরে খাবার তৈরী কর;** কারণ এরা দুপুরে আমার সঙ্গে খাবে।" আদিপুস্তক (Genesis) ৪৩। ১৬

পরে ছেলে কিংবা মেয়ের জন্মের শুদ্ধিকরণের দিন সম্পূর্ণ হলে সে **হোমবলির জন্য এক বছরের একটি মেষ** এবং **পাপের বলির জন্য একটি পায়রার শাবক** কিংবা **একটি ঘুঘু** সমাগম তাঁবুর প্রবেশ দরজায় যাজকের কাছে আনবে। লেবীয়পুস্তক (Leviticus) ১২। ৬

তখন তারা তাঁকে **একটি ভাজা মাছ** দিলেন। লূক (Luke) ২৪। ৪২

৪। বাইবেলে নরবলি- বাইবেলে নরবলির মতো ভয়ংকর কুপ্রথার বর্ণনা রয়েছে।

আর কোনো ব্যক্তি নিজের সর্বস্ব হতে, মানুষ কি পশু কি অধিকার করা জমি হতে, যে কিছু সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে অর্পণ করে, তা বিক্রি করা বা মুক্ত করা যাবে না; সব অর্পিত বস্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে অতি পবিত্র। **মানুষদের মধ্যে যে কেউ বর্জিত হয়, তাকে মুক্ত করা যাবে না; সে অবশ্যই মরবে**। লেবীয়পুস্তক (Leviticus) ২৭। ২৮-২৯

আর যখন তোমার শত্রুদের মাধ্যমে তুমি অবরুদ্ধ ও কষ্ট পাবে, তখন তুমি নিজের শরীরের ফল, **তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দেওয়া নিজের ছেলে মেয়েদের মাংস খাবে**। যখন সব শহরের দরজায় শত্রুদের মাধ্যমে তুমি অবরুদ্ধ ও কষ্ট পাবে, তখন তোমার মধ্যে যে পুরুষ কোমল ও খুব বিলাসী, নিজের ভাইয়ের, তার প্রিয় স্ত্রী ও বাকি ছেলে মেয়েদের প্রতি সে ঈর্ষাপূর্ণ যে, সে তাদের কাউকেও নিজের ছেলে মেয়েদের মাংসের কিছুই দেবে না; তার কিছুমাত্র বাকি না থাকার জন্য সে তাদেরকে

খাবে। যখন সব শহরের দরজায় শত্রুদের মাধ্যমে তুমি অবরুদ্ধ ও কষ্ট পাবে, তখন যে স্ত্রী কোমলতা ও বিলাসিতার জন্য নিজের পা মাটিতে রাখতে সাহস করত না, তোমার মাঝে এমন কোমল ও বিলাসী মহিলার চোখ নিজের স্বামীর, নিজের ছেলে ও মেয়ের ওপরে, এমনকি, নিজের দুই পায়ের মধ্য থেকে বের হওয়া সদ্যোজাত ও নিজের প্রসবিত শিশুদের ওপরে অত্যাচার করবে; **কারণ সব কিছুর অভাবের জন্য সে এদেরকে গোপনে খাবে।** দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy) ২৮। ৫৩- ৫৭

আমি তাদের মাংস তাদেরই খাওয়াব; যারা তোমার ওপর অত্যাচার করে এবং তারা মদের মতো নিজেদের রক্ত নিজেরা খাবে এবং সব মানুষ জানবে যে, আমি সদাপ্রভু, আমি তোমার উদ্ধারকর্তা, তোমার মুক্তিদাতা, যাকোবের সেই শক্তিশালী ব্যক্তি।" যিশাইয় (Isaiah) ৪৯।২৬

যীশু তাদেরকে বললেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলছি, **যতক্ষণ না তোমরা মনুষ্যপুত্রের মাংস খাবে ও তাঁর রক্ত পান করবে** তোমাদের নিজেদের জীবন পাবে না। যোহন (Yohhan) ৬। ৫৩

৫। বাইবেলে রয়েছে বিচিত্র দণ্ড ব্যবস্থা - বাইবেলে দণ্ড ব্যবস্থার বিধান এতই অদ্ভুত এবং অপ্রাসঙ্গিক যে যে কেউই তা মানতে অস্বীকার করবে।

ছদিন কাজ করবে, কিন্তু সপ্তম দিন সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রামের জন্য পবিত্র বিশ্রামদিন, সেই বিশ্রামদিনের **যে কেউ কাজ করবে, তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে।** যাত্রাপুস্তক (Exodus) **৩১। ১৫**

ছয় দিন কাজ করা যাবে, কিন্তু সপ্তম দিন তোমাদের জন্য পবিত্র দিন হবে; সেটা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য বিশ্রামদিন হবে; যে **কেউ সেই দিন কাজ করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।** যাত্রাপুস্তক (Exodus) ৩৫। ২

পুরুষেরা একে অপর বিরোধ করলে তাদের এক জনের স্ত্রী যদি প্রহারকের হাত থেকে নিজের স্বামীকে উদ্ধার করতে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে **প্রহারকের পুরুষাঙ্গ (অন্ডকোষ) ধরে, তবে**

তুমি তার হাত কেটে ফেলবে, চোখের দয়া করবে না। দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy) ২৫। **১১-১২**

আর কেউ যদি তার বাবাকে কি তার মাকে শাপ দেয়, **তার মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই হবে।** যাত্রাপুস্তক (Exodus) ২**১**। **১**৭

আর যে **সদাপ্রভুর নামে নিন্দা করে, তার প্রাণদণ্ড অবশ্য হবে;** সমস্ত মণ্ডলী তাকে **পাথরের আঘাতে হত্যা করবে;** বিদেশী হোক বা স্বদেশী হোক, সেই নামের নিন্দা করলে **তার প্রাণদণ্ড হবে।** লেবীয় পুস্তক (Leviticus) ২৪। **১**৬

৬। বাইবেলের অসম্ভব কথাবার্তাসমূহ – বাইবেল এরূপ অসম্ভব কথাবার্তায় ভরপুর যা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে না।

তখন তাঁরা সেই রকম করলেন; হারোণ তাঁর লাঠি সুদ্ধ হাত তুলে মাটির ধূলোতে আঘাত করলেন, তাতে **মানুষে ও পশুতে মশা হল**, মিশর দেশের সব জায়গায় **ভূমির সকল ধূলো মশা হয়ে গেল।** যাত্রাপুস্তক (Exodus) ৮। **১**৭

জোরে হাওয়া দিলে যেমন ডুমুরগাছ থেকে ডুমুর অদিনের পড়ে যায়, তেমনি করে **আকাশের তারাগুলো পৃথিবীর ওপর খসে পড়ল।** প্রকাশিত বাক্য (Revelations) ৬। **১**৩

আর স্বর্গে আর এক চিহ্ন দেখা গেল, দেখ! **লাল রঙের এক বিরাটাকার সাপ যার সাতটি মাথা ও দশটি শিং এবং সাতটি মাথায় সাতটি মুকুট ছিল,** আর তার লেজ দিয়ে আকাশের এক তৃতীয়াংশ তারা টেনে এনে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলল। যে মহিলা সন্তান প্রসব করতে যাচ্ছিল, সেই বিরাটাকার সাপ তার সামনে দাঁড়াল, যেন সে প্রসব করার পরই তার সন্তানকে গিলে খেয়ে নিতে পারে। প্রকাশিত বাক্য (Revelations) **১**২। ৩-৪

শহরের বাইরে একটি গর্তে তা মাড়াই করা হলো, তাতে **গর্ত থেকে রক্ত বের হলো যা ঘোড়াগুলির লাগাম পর্যন্ত উঠল**, এতে এক হাজার ছয় শত তীর রক্তে ডুবে গেল। প্রকাশিত বাক্য (Revelations) **১**৪। ২০

পাঠককে নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এমন বিচিত্র উপদেশাবলি সম্বলিত বই কি ঈশ্বরীয় গ্রন্থ হতে পারে?

"তাঁরাই ধর্মাত্মা ব্যক্তি যাঁরা সকল প্রাণীকে নিজেদের আত্মার সমান মনে করেন, কারও প্রতি দ্বেষ করেন না এবং সকলকে বন্ধুর মতো সদা সৎকার করেন।" - **[যজুর্বেদ ৩৬। ১৮] (ঋষি দয়ানন্দ-ভাষ্যানুসারে)**

বেদ অনুসারে মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ, ছোট-বড় নেই- "এই মনুষ্যগণ না ত একে অপরের তুলনায় না বড়, আর না ত একে অপরের তুলনায় ছোট। তারা সমান সম্মান, মর্যাদা ও পদাধিকারে সমৃদ্ধ হয়ে ভ্রাতার মতো একে অপরকে পুষ্ট করে এবং সৌভাগ্য তথা সর্বোত্তম ঐশ্বর্য লাভের জন্য যথেষ্ট উন্নতি করুক।" - **[ঋগ্বেদ ৫। ৬০। ৫] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

"কোন মনুষ্য সকলের উপকারী পশুপাখিদেরকে কখনও হত্যা করবে না কিন্তু ইহাদের সঠিকভাবে রক্ষা করবে এবং তাদের থেকে উপকার গ্রহণ করে সকল মনুষ্যকে আনন্দ দান করবে। **যে বন্য পশুপাখিগুলির দ্বারা গ্রামের পশু, কৃষি ও মনুষ্যের ক্ষতি হয়, শুধুমাত্র তাদেরকে রাজপুরুষগণ বধ করবে বা বন্দী করে রাখবে।" - [যজুর্বেদ ১৩। ৪৭] (ঋষি দয়ানন্দ-ভাষ্যানুসারে)**

"ঈশ্বর উপদেশ করছেন - **হে মানবগণ! তোমরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানবগণের অজ্ঞানতার কারণে করা অপরাধের জন্য তাদের মারতে যেয়ো না। যদি কেউ অপরাধ করে লজ্জিত হয় তাহলে তার প্রতি রাগ করো না।"- [ঋগ্বেদ ১। ২৫। ২] (ঋষি দয়ানন্দ-ভাষ্যানুসারে)**

এই পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদেরকে আমাদের স্বধর্মচ্যুত এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা ছল-কপটের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হওয়া ভাইবোনদের পুনরায় সনাতন ধর্মে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়ে বলছেন - "হে বিদ্বান্ তেজস্বী ব্যক্তিগণ! **তোমরা পতিত মনুষ্যদের উদ্ধার করো।** কিভাবে? যেভাবে সূর্যের রশ্মি নিচে অবস্থিত জলকে উপরে তুলে আনে। হে উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন বিদ্বানগণ! **বারবার তাদের উদ্ধার করো** এবং হে বিদ্বান্ মনুষ্যগণ! **অপরাধী ও পাপীদেরও উদ্ধার করো!** হে দানশীল, উদার মনুষ্যগণ! **বর্ষণকারী মেঘের মতো বারবার তাদের পুনর্জীবন প্রদান করো।" - [ঋগ্বেদ ১০। ১৩৭। ১] (মীমাংসাতীর্থ প০ শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালংকার)**

১২। বাইবেল এবং ট্রিনিটি মতবাদ

খ্রিষ্টান বিশ্বে ট্রিনিটি মতবাদ প্রচলিত। এ মতানুসারে পরস্পরবিরোধী বিষয় সিদ্ধান্তরূপে বিবেচনা করা হয়। যেমন ঈশ্বর এক, আবার তিনও। পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা এই তিনটিরই পৃথক সত্তা বিদ্যমান। **এই তত্ত্বে তিনটি ভিন্ন সত্তার বর্ণনা রয়েছে, তা সত্ত্বেও খ্রিষ্টান বিশ্ব নিজেদের একেশ্বরবাদের সমর্থক বলে।** আমরা যদি এই তত্ত্বটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে আমাদের সামনে কিছু প্রশ্ন আসে-

১। তিনজনের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বর কে?

২। তারা কি শুরুতে এক ছিল? তারা যদি এক ছিল, তাহলে কখন আলাদা হল?

৩। কবে থেকে এই তিনজনের আলাদা সত্তা তৈরি হলো?

৪। যীশুর জন্মের সময় যদি তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তাহলে যীশুর মৃত্যুর পর তারা কি এক হয়ে গিয়েছিল?

৫। তিনজনই কি একই কাজ করে, নাকি তাদের কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করা হয়?

৬। ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তিনি নিজে কেন আসতে পারলেন না? এটি কি ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না?

৭। যীশু যদি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হন, তবে অন্যান্য মানুষরা কি ঈশ্বরের সৎ পুত্র?

৮। মানুষকে স্বর্গে পাঠানোর অধিকার পুত্রকে দেয়ায়, ঈশ্বর কী একপ্রকারে পরনির্ভরশীল হয়ে গেলেন না?

এই বিষয়ে বাইবেল থেকে প্রমাণ দেখুন -

১। ঈশ্বর একজন, তিনজন নয় -

আমিই সদাপ্রভু এবং অন্য আর কেউ নেই; **আমি ছাড়া আর ঈশ্বর নেই।** আমি যুদ্ধের জন্য তোমাকে অস্ত্র দেবো যদিও তুমি আমাকে জানো না; যিশাইয় (Isaiah) ৪৫। ৫

আগেকার বিষয় চিন্তা করো, সে দিন পার হয়ে গেছে। **কারণ আমি ঈশ্বর এবং অন্য আর কেউ নেই,** আমি ঈশ্বর এবং আমার মত আর কেউ নেই। যিশাইয় (Isaiah) ৪৬। ৯

আর তিনি বললেন, "হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, **স্বর্গে কি পৃথিবীতে তোমার মত ঈশ্বর নেই।** যারা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তোমার সঙ্গে চলে, তোমার সেই দাসেদের পক্ষে তুমি নিয়ম ও দয়া পালন কর। ২ বংশাবলি (Chronicles) ৬।১৪

২। ঈশ্বর তিন, এক নয় -

তখন যীশু উত্তরে তাঁকে বললেন, "যোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কারণ রক্ত ও মাংস তোমার কাছে এ বিষয় প্রকাশ করে নি, কিন্তু **আমার স্বর্গস্থ পিতা** প্রকাশ করেছেন।" মথি (Matthew) ১৬। ১৭

অতএব তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে শিষ্য কর, **পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার** নামে তাদের ব্যাপ্টিজম দাও। মথি (Matthew) ২৮।১৯

৩। যীশু ঈশ্বরের পুত্র-

আর দেখ, স্বর্গ থেকে এই বাণী হল, "**ইনিই আমার প্রিয় পুত্র**, এতেই আমি সন্তুষ্ট।" মথি (Matthew) ৩। ১৭

নিজের স্ত্রীকে গ্রহণ করলেন; আর যে পর্যন্ত ইনি ছেলে জন্ম না দিলেন, সেই পর্যন্ত যোষেফ তাঁর পরিচয় নিলেন না, আর **তিনি ছেলের নাম যীশু রাখলেন।** মথি (Matthew) ১। ২৫

তিনি তাঁদের বললেন, "কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?" শিমোন পিতরের উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, "**আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।**" মথি (Matthew) ১৬। ১৫-১৬

খুব জোরে চেঁচিয়ে সে বলল, “হে যীশু, **মহান সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র**, আপনার সঙ্গে আমার দরকার কী? আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি, আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না।” মার্ক (Mark) ৫। ৭

পরে একটা মেঘ হাজির হয়ে তাদেরকে ছায়া প্রদান করলো; আর সেই মেঘ থেকে এই বাণী হল, **ইনি আমার প্রিয় সন্তান**, এনার কথা শোন। মার্ক (Mark) ৯। ৭

৪। যীশু মানুষের পুত্র-

মনুষ্যপুত্র এসে ভোজন পান করেন; তাতে লোকে বলে, ঐ দেখ, একজন পেটুক ও মাতাল, কর আদায়কারীদের ও পাপীদের বন্ধু। কিন্তু প্রজ্ঞা নিজের কাজের দ্বারা নির্দোষ বলে প্রমাণিত হবে। মথি (Matthew) **১১**। **১৯**

পরে যীশু কৈসরিয়ার ফিলিপীর অঞ্চলে গিয়ে তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, “**মনুষ্যপুত্র কে,** এ বিষয়ে লোকে কি বলে?” মথি (Matthew) **১৬**। **১৩**

কারণ যোনা যেমন তিনদিন তিন রাত বড় মাছের পেটে ছিলেন, সেই রকম **মনুষ্যপুত্রও তিনদিন তিন রাত** পৃথিবীর অন্তরে থাকবেন। মথি (Matthew) **১২**। ৪০

এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, বাইবেলে ঈশ্বরের সংখ্যা নিয়ে কীরূপ বিরোধাভাস আছে। ঈশ্বরের সত্তা নিয়েই যে ধর্মমত এত বিভ্রান্ত, তা মানবসমাজের সমস্যার সমাধান কীভাবে করবে?

১৩। মাদার তেরেসাঃ তিনি কি সাধু ছিলেন?

- ডা. বিবেক আর্য

মাদার তেরেসা! এই নামটি শুনলেই যে কারোর মনের মধ্যে নীল পাড়ের সাদা শাড়ি পরা, কাপড়ে মাথা পর্যন্ত ঢাকা এক বৃদ্ধা মহিলার কুঁচকে যাওয়া মুখ ফুটে ওঠে, যিনি মানবতার প্রকৃত সেবার জন্য তার জন্মভূমি ছেড়েছিলেন। যিনি দরিদ্রদের সহানুভূতিশীল ধাত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন এবং হাজার হাজার অনাথ, দরিদ্র ও আশ্রয়হীনকে সহায়তা প্রদান করেন, যিনি তার সেবার জন্য শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আপনি মাদার তেরেসা সম্পর্কে এইসবই জানেন, কারণ এগুলোই আপনাকে বলা হয়েছে। কিন্তু আপনি এই মুদ্রার অন্য দিক সম্পর্কে এখনও অবগত নন। এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা।

সত্য তিক্ত হলেও সত্যই থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে কাজ করা খ্রিষ্টান সংস্থাগুলির মুখোশ যদি সেবা হয়, তবে এদের আসল মুখ প্রলোভন, লোভ, লালসা, ভয় এবং চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করা। এ থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, মিশনারীদের দ্বারা যা কিছু সেবামূলক কাজ করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্যই হলো যীশু খ্রিষ্টের জন্য ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করা। **একজন প্রকৃত সাধু তিনিই, যিনি নিরপেক্ষ এবং যার উদ্দেশ্য কেবল মানবতার কল্যাণ করা। খ্রিষ্টান মিশনারিদের কার্যকলাপ যে পক্ষপাতমূলক তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ, তারা শুধু সেইসব দরিদ্র মানুষের সেবা করতে চায়, যারা খ্রিষ্টমত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।**

মাদার তেরেসা ২৬শে আগস্ট, ১৯১০ সালে মেসিডোনিয়ার স্কোপজে শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বারো বছর বয়সে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, “ঈশ্বর তাকে ডাকছেন”। তিনি ১৯৩১ সালের ২৪ মে ভারতের কোলকাতায় আসেন এবং এখানেই আমৃত্যু থেকে যান। কোলকাতায় এসে মাদার তেরেসা তহবিল সংগ্রহের জন্য তার ‘মার্কেটিং’ শুরু করেন। তিনি কোলকাতাকে দরিদ্রদের শহর হিসাবে এবং তাদের সেবাকারী হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি ‘দয়ার প্রতিমা’, ‘মানবতার সেবিকা’, ‘নিঃস্ব ও দরিদ্রের খ্রিষ্ট বা উদ্ধারকর্তা’, 'Larger than Life' ইত্যাদি উপাধিতে বিখ্যাত হয়ে উঠেন। যদিও

তার ওপরে সবসময় ভ্যাটিকানের প্রভাব ও "মিশনারিজ অফ চ্যারিটির" সহায়তায় ধর্মান্তরিত করার অভিযোগও উঠতে থাকে। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, এই অভিযোগগুলির বেশিরভাগই কোনো হিন্দু সংগঠনের দ্বারা নয়, বরং পশ্চিমা সংবাদপত্র বা খ্রিষ্টান সাংবাদিকদের দ্বারাই করা হয়েছিল, যা সন্দেহকে আরও গভীর করে তোলে। **নিজ দেশের দরিদ্র খ্রিষ্টানদের সেবা করার পরিবর্তে ভারতের অ-খ্রিষ্টান দরিদ্রদের উন্নতিতে মাদার তেরেসার অধিক আগ্রহ থাকা কী নির্দেশ করে? পাঠকরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।**

মাদার তেরেসা সারা বিশ্বে অনেক পরিচিতি এবং অজানা উৎস থেকে দান হিসেবে প্রচুর অর্থ পেয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, মাদার তার দাতাদের আয়ের উৎস এবং সুনামের কথা চিন্তা করতেও কখনো সচেষ্ট হননি। উদাহরণস্বরূপ, একজন বড় আমেরিকান প্রকাশক রবার্ট ম্যাক্সওয়েল, যিনি কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ ত্রাণ তহবিলে ৪৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের একটি কেলেঙ্কারি করেছিলেন, তিনি মাদার তেরেসাকে ১.২৫ মিলিয়ন ডলার দান করেছিলেন। মাদার তেরেসা কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের অতীত ইতিহাস জানতেন। হাইতির স্বৈরশাসক জ্যঁ ক্লদ দ্যুভলিয়ে (Jean-Claude Duvalier) মাদার তেরেসাকে সম্মান জানানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। মাদার তেরেসা এই সম্মান নিতে কলকাতা থেকে হাইতিতে গিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি হাইতির ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছিল, গরিবদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়ে দেশকে লুটপাট করেছিল, তেরেসা তাকে 'দরিদ্রপ্রেমী' বলে তার জন্য প্রশংসা বাক্যের মালা গেঁথেছিলেন। মাদার তেরেসা চার্লস কিটিংয়ের থেকে ১.২৫ মিলিয়ন ডলার অনুদান পেয়েছিলেন। এই মিস্টার কিটিং সেই ব্যক্তি, যিনি ১৯৮০ সালে 'কিটিং সেভিংস অ্যান্ড লোন' নামে একটি কোম্পানি গঠন করেছিলেন এবং সাধারণ জনগণ ও মধ্যবিত্তদের সাথে কোটি কোটি ডলারের প্রতারণা করে জেলে বন্দী হয়েছিলেন। আদালতে শুনানির সময় মাদার তেরেসা কিটিংকে ক্ষমা করার জন্য বিচারকের কাছে আপিল করেছিলেন। এ সময় বিচারক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কিটিং যে টাকা আত্মসাৎ করেছে, সে টাকা কী তিনি ফেরত দিতে পারবেন, যাতে হাজার হাজার নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে? কিন্তু তখন তেরেসা চুপ করে ছিলেন।

তার প্রাপ্ত অনুদানের মাত্রা জানতে নিচের বিবরণ পড়ুন - মাদার তেরেসার মৃত্যুর সময়, নিউইয়র্কের এক ব্যাঙ্কে সুসান শিল্ডসের উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত ৫০ মিলিয়ন ডলার জমা পাওয়া

যায়। সুসান শিল্ডস সেই ব্যক্তি, যিনি মাদার তেরেসার সহকারী হিসেবে নয় বছর যাবৎ কাজ করেছেন। সুসানই সেই ব্যক্তি যিনি চ্যারিটিতে আসা অনুদান ও চেকের হিসাব রাখতেন। **যে লক্ষ লক্ষ টাকা গরীব-দুঃখী মানুষের সেবায় ব্যবহার করার কথা ছিল, তা নিউইয়র্ক এর ব্যাংকে এরূপ অব্যবহৃত পড়ে রইল কীভাবে?**

অনুদান থেকে প্রাপ্ত অর্থের খুব কম অংশই সেবামূলক কাজে ব্যবহার করা হত। এই বিষয়ে, কলকাতা নিবাসী অরূপ চ্যাটার্জির লেখা **'দ্য ফাইনাল ভার্ডিক্ট'** বইটি পড়ুন[6]। লেখক লিখেছেন যে, ব্রিটেনের বিখ্যাত মেডিকেল ম্যাগাজিন ল্যানসেটের সম্পাদক ড. রবিন ফক্স একবার **১৯৯১** সালে মাদারের কলকাতার দাতব্য হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি দেখতে পান যে, শিশুদের জন্য সাধারণ 'ব্যথানাশক ওষুধ'-ও সেখানে পাওয়া যায় না এমনকি 'জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ'-ও সেখানে ব্যবহার করা হয় না। মাদারকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, **"আমার প্রার্থনাতেই এই শিশুরা সুস্থ হয়ে যাবে।"** এত টাকা পাওয়ার পরেও মিশনারিতে ভর্তি হওয়া আশ্রিতদের অবস্থাও ভালো ছিল না। মিশনারির নানরা অন্যদের জন্য ওষুধের চেয়ে প্রার্থনায় বেশি বিশ্বাস করতেন, যেখানে তারা নিজেরাই কলকাতার সবচেয়ে ব্যয়বহুল হাসপাতালে নিজেদের চিকিৎসা করাতেন। মিশনারির অ্যাম্বুলেন্স রোগীদের চেয়ে হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কাজই বেশি করত। এই কারণেই মাদার তেরেসার মৃত্যুর সময় তাঁর শেষকৃত্য কাজে কলকাতার স্থানীয় খুব কম বাসিন্দাই অংশ নিয়েছিলেন।

মাদার তেরেসা বরাবরই তার রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আলোচিত ছিলেন। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় প্রায় সাড়ে চার লাখ নারী গৃহহীন হয়ে কলকাতায় পালিয়ে যায়, যাদের বেশিরভাগই ধর্ষণের শিকার হয়ে গর্ভবতী ছিলেন। মাদার তেরেসা সেই মহিলাদের জন্য গর্ভপাতের বিরোধিতা করে

---

[6] বাংলা অনুবাদ 'মাদার টেরেসা : মুখোশের আড়ালে', পিপলস বুক সোসাইটি

বলেছিলেন যে, **"গর্ভপাত ক্যাথলিক পরম্পরার বিরুদ্ধ এবং এই মহিলাদের গর্ভাবস্থা একটি 'পবিত্র আশীর্বাদ'।"** এ কারণে মাদার তেরেসা প্রচণ্ড সমালোচিত হন।

মাদার তেরেসা জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীর প্রশংসা করে বলেছিলেন যে, "জরুরী অবস্থা জারি করায় মানুষ খুশি হয়েছে এবং বেকারত্ব সমস্যার সমাধান হয়েছে।" গান্ধী পরিবার তাঁকে 'ভারতরত্ন' সম্মান দিয়ে তার এই 'ঋণ(?)' শোধ করেছিল।

ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি ভারতের সবচেয়ে মর্মান্তিক শিল্প দুর্ঘটনা, যেখানে সরকারিভাবে ৪০০০ জনের বেশি লোক মারা গিয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ লোক অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। সেই সময় মাদার তেরেসা তৎক্ষণাৎ কোলকাতা থেকে ভোপালে এসেছিলেন, কিন্তু কেন? ক্ষতিগ্রস্থদের কী সাহায্য করতে এসেছিলেন তিনি? না, তিনি ইউনিয়ন কার্বাইডের ব্যবস্থাপককে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে এসেছিলেন।

আর তাই ঘটে ওয়ারেন অ্যান্ডারসন পরবর্তী জীবন আমেরিকায় সারা জীবন আরাম আয়েশে কাটান। যথারীতি, ভারত সরকার কাউকে শাস্তি দেয়া তো দূর, ঠিকঠাকভাবে বিচারকার্যও করতে পারে নি।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক ক্রিস্টোফার হিচেনস **১৯৯৪** সালে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছিলেন, যেখানে মাদার তেরেসার সমস্ত কর্মকাণ্ড বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। এটি পরবর্তীতে ব্রিটেনের চ্যানেল ফোরে দেখানো হয় এবং সেসময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। পরে তিনি কলকাতায় থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে **'হেলস অ্যাঞ্জেল'** (নরকের দেবদূত) নামে একটি বইও লেখেন। এতে তিনি বলেছেন যে **"ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্প্রদায়। তারা পোপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাদের প্রধান কাজ দাতব্য, ধর্মপ্রচার, ধর্মান্তর ইত্যাদি পরিচালনা করা। স্পষ্টতই, মাদার তেরেসা এই কারণেই টেম্পলটন পুরষ্কার, নোবেল পুরষ্কার, আমেরিকান নাগরিকত্বের মতো বহু সম্মান পেয়েছিলেন।"**

খ্রিষ্টানদের জন্য এই মাদার তেরেসা 'দলিত খ্রিষ্টানদের সংরক্ষণের সমর্থনে' ২০০৪ সালে দিল্লিতে ধর্মঘটে বসেছিলেন। তখন তৎকালীন মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, মাদার কি

'দলিত খ্রিষ্টান' শব্দের উদ্বোধন দ্বারা গির্জায় জাতপাত প্রবেশ করাতে চান? মহারাষ্ট্রে **১৯৪৭** সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় মিশনের অনেক চার্চকে আর্যসমাজ কিনে নিয়েছিল, কারণ তাদের পরিচালনাকারী খ্রিষ্টানরা ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েছিলেন। কয়েক দশক পরে, খ্রিষ্টানরা আর্যসমাজকে আবার সেই সম্পত্তি কেনার জন্য চাপ দেয়। আর্য সমাজের কর্মকর্তারা তা অস্বীকার করলে, মাদার তেরেসা আর্যসমাজের কর্মকর্তাদের দেখে নেয়ার হুমকি দেন। তিনি এমনই এক আশ্চর্যজনক সাধু ছিলেন। ধন্য হে সাধু তুমি!

যখনই মাদার তেরেসা অসুস্থ হয়ে পড়তেন, তখনই তাকে সেরা সব কর্পোরেট হাসপাতালে ভর্তি করা হত। তাকে সবসময় সবচেয়ে ব্যয়বহুল চিকিৎসা দেওয়া হতো। তিনি যদি এতিম ও দরিদ্র শিশুদের (যাদের নামে তিনি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অনুদান পেয়েছিলেন) একই মানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন, তবে এটি প্রশংসার ব্যাপার হত। কিন্তু তিনি এমনটি কখনোই করেন নি। **একবার তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত এক রোগীকে বলেছিলেন, "তোমার ব্যথা ঠিক ক্রুশের ওপরে যীশু খ্রিষ্টের মতো, সম্ভবত মহান যীশু খ্রিষ্ট তোমাকে চুম্বন করছেন।" রোগীটি তার প্রত্যুত্তরে বলেন, "প্রার্থনা করুন যাতে যীশু দ্রুত আমাকে চুম্বন করা বন্ধ করেন।"**

মাদার তেরেসার মৃত্যুর পরও তহবিল সংগ্রহের কাজ অব্যাহত ছিল এবং ধর্মান্তরে সাহায্য পাওয়ার জন্য একটি নতুন নাটক তৈরি করা হল। মাদারকে পোপ জন পল কর্তৃক তড়িঘড়ি 'সন্ত' ঘোষণা করার জন্য ব্যস্ত দেখা গেল। 'সন্ত' ঘোষণার জন্য সাধারণত পাঁচ বছর সময়কাল (অলৌকিক ও পবিত্র প্রভাব যাচাই করার জন্য) প্রয়োজন, পোপ এটিতেও ছাড় দিয়েছিলেন। মনিকা বেসরা নামে পশ্চিমবঙ্গের এক খ্রিষ্টান আদিবাসী মহিলা ছিলো। তার টিবি ও পেটের টিউমার হয়েছিল। তার চিকিৎসা করছিলেন বালুরঘাট সরকারি হাসপাতালের ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফি। মনিকা তার চিকিৎসায় অনেক উপকৃত হচ্ছিলেন এবং এই অসুস্থতা থেকে প্রায় সেরে উঠেছিলেন। হঠাৎ একদিন মনিকা বেসরা তার লকেটে মাদার তেরেসার ছবি রেখে দেন এবং তার টিউমার পুরোপুরি সেরে যায়। মিশনারি দ্বারা মনিকা বেসরার পুনরায় সুস্থতার এই অলৌকিক ঘটনা মাদার তেরেসাকে একজন সাধু হিসাবে প্রচার করার একটি অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। এই অলৌকিকতার দাবি আমাদের বোঝার ক্ষমতার বাইরে। **যে মাদার তেরেসাকে জীবনে অনেকবার চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন**

হয়েছিল, সেই একই মাদার তেরেসার কৃপায় খ্রিষ্টান সমাজ তার নামে প্রার্থনাকারীদের অলৌকিকভাবে ওষুধ ছাড়াই, শুধু প্রার্থনার মাধ্যমে নিরাময় হওয়ার দাবি করে। আজ যদি একজন হিন্দু সাধু দাবি করেন যে, তিনি অলৌকিকভাবে একজন রোগীকে সুস্থ করেছেন, ধর্মনিরপেক্ষ লেখকেরা তাকে খুব উগ্রভাবে খোঁচা দেবে। কিন্তু **শিক্ষিত খ্রিষ্টান সমাজ যখন যীশু খ্রিষ্ট এবং অন্যান্য খ্রিষ্টান মিশনারিদের অলৌকিক কাজগুলিকে মহিমান্বিত করে এবং তাদের সাথে যুক্ত ধর্মপ্রচারকদেরকে সাধু বলে ঘোষণা করে তাদের মহিমা প্রচার করে, তখন কোনো ধর্মনিরপেক্ষ লেখক এমনকি নম্র সুরেও এই তামাশাকে অন্ধবিশ্বাস বলে অভিহিত করেন না।**

মোরারজি দেশাইয়ের সরকারে থাকাকালীন, সাংসদ ওমপ্রকাশ ত্যাগী ধর্মের স্বাধীনতা বিলের আকারে ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে একটি বিল সংসদে উথাপন করেছিলেন। **তখন এই মাদার তেরেসাই এই বিলের বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বলেছিলেন যে, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে তাদের খ্রিষ্টমত প্রচার করা থেকে বিরত করা হলে শিক্ষা, চাকরি, অনাথ আশ্রম ইত্যাদি সমস্ত সমাজসেবামূলক কাজ তারা বন্ধ করে দেবে। তখন প্রধানমন্ত্রী দেশাই বলেছিলেন, "তবে কী আমাদের এটা বোঝা উচিত যে, খ্রিষ্টানরা যে সমাজসেবা করছে তা কেবল একটি প্রদর্শনী মাত্র? তাদের আসল উদ্দেশ্য ধর্মান্তর?"** দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর জবাব খ্রিষ্টানদের দ্বারা সেবার আড়ালে ধর্মান্তরণকরণকে সকলের সামনে মুক্ত আলোতে নিয়ে আসে। এই লেখাটি পড়ার পর, হিন্দুদের ধর্মান্তকরণের পিছনে নিয়োজিত মাদার তেরেসাকে কতজন সাধু হিসাবে বিবেচনা করতে চান?

১৪। খ্রিষ্টমতের বিশ্বাসঃ যুক্তির পরীক্ষায়

- ডা. বিবেক আর্য

ওপর থেকে দেখে খ্রিষ্টান সমাজকে একটি সভ্য, সুশিক্ষিত, শান্তিপ্রিয় সমাজ বলে মনে হয়। যার উদ্দেশ্য হলো যীশু খ্রিষ্টের শিক্ষা প্রচার-প্রসার করা এবং দরিদ্র ও দুস্থ মানুষদের সেবা ও সাহায্য করা। খ্রিষ্টান সমাজের নিজেদের তৈরি চিত্রই এই বিশ্বাসের কারণ। এটি একটি তিক্ত সত্য যে, খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারকরা পৃথিবীর যে দেশেই গিয়েছেন, সেখানেই সে দেশের পূর্বের অধিবাসীদের মূল ধর্মের ত্রুটিগুলি প্রচার করা এবং তাদের নিজেদের ধর্মমতকে অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরা তাদের সর্বদা সুপরিকল্পিত একটি নীতি ছিল। এই নীতির ভিত্তিতে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে উন্নত ও সভ্য এবং অন্যদেরকে নিকৃষ্ট ও অসভ্য বলে প্রমাণ করে আসছে। এই লেখাটির মাধ্যমে আমরা খ্রিষ্টমতের তিনটি সবচেয়ে বিখ্যাত বিশ্বাসের পর্যালোচনা করব যাতে পাঠকদের বিভ্রান্তি দূর করা যায়-

১। প্রার্থনার মাধ্যমে রোগ নিরাময়

২। পাপের ক্ষমা পাওয়া

৩। অ-খ্রিষ্টানদের খ্রিষ্টমতে ধর্মান্তরিত [?] করা

১। প্রার্থনার মাধ্যমে রোগ নিরাময়

খ্রিষ্টান সমাজে যীশু খ্রিষ্ট অথবা চার্চ দ্বারা ঘোষিত যে কোন সাধুর প্রার্থনা দ্বারা যে রোগের নিরাময় হতে পারে এই বিশ্বাসের ওপর খুব জোর দেওয়া হয়। আপনি যেকোনো খ্রিষ্টান পত্রিকা, যেকোনো চার্চের দেয়াল ইত্যাদিতে গিয়ে এই ধরনের বিবরণ (Testimonials) দেখতে পারবেন। আপনাকে দেখানো হবে যে, কোথাও অমুক একজন গরীব লোক ছিল, যিনি কয়েক বছর ধরে দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন। তিনি অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন, কিন্তু রোগ সারে নি। শেষ পর্যন্ত প্রভু যীশু বা মেরি

বা কোনো খ্রিষ্টান সাধকের প্রার্থনার দ্বারা এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে এবং তার রোগ চিরতরে সেরে গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি দরিদ্র ও অ-খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রায়শই প্রার্থনার মাধ্যমে সুস্থ হওয়ার বিজ্ঞাপন দেখানো হয়। এই অলৌকিকতার দোকান চিরকাল চালু রাখতে, সময়ে সময়ে অনেক খ্রিষ্টান প্রচারককে মৃত্যুর পরে সাধু ঘোষণা করা হয়। সম্প্রতিই ভারত থেকে মাদার তেরেসা এবং সিস্টার আলফোনসোকে সাধু ঘোষণা করা হয়েছে ও বিদেশে প্রয়াত পোপ জন পলকে সাধু ঘোষণা করা হয়েছে। সাধু তৈরির এই প্রক্রিয়াটিও সুপরিকল্পিত। প্রথমে একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে বেছে নেয়া হয়, যার কাছে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা নেই। তারপর তার রোগ প্রার্থনার মাধ্যমে অলৌকিকভাবে নিরাময় হয়েছে, এমনটা প্রচার করা হয়।

মাদার তেরেসা, যিনি প্রার্থনার মাধ্যমে নিরাময়ে বিশ্বাস করতেন, তিনি নিজেই বিদেশে গিয়ে তিনবার চোখ ও হৃদপিণ্ডের অস্ত্রোপচার করেছিলেন। হিন্দুদের প্রার্থনার বার্তা দানকারী মাদার তেরেসা কি তার প্রভু যীশু খ্রিষ্ট বা অন্যান্য খ্রিষ্টান সাধুদের প্রার্থনার মাধ্যমে সুস্থ হওয়ার ওপরে বিশ্বাস করতেন না? যদি করতেন, তবে তিনি অস্ত্রোপচারের জন্য বিদেশে যেতেন কেন?

সিস্টার আলফোনসো কেরালার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তার মোট তিন দশকের জীবনকালের মধ্যে প্রায় ২০ বছর ধরে নানা রোগে ভুগেছিলেন। কেরালা এবং দক্ষিণ ভারতের দরিদ্র হিন্দুদের খ্রিষ্টমতে ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য, তাকে একজন সাধুর মর্যাদাও দেওয়া হয়েছিল এবং এটিও প্রচার করা হয়েছিল যে, তার প্রার্থনার ফলে রোগের নিরাময় হয়।

প্রয়াত পোপ জন পল নিজেও পারকিনসন্স রোগে ভুগছিলেন এবং হাঁটতে-চলতেও অসমর্থ ছিলেন। এমনকি অসুস্থতার কারণে তিনি তার পদও ছেড়েছিলেন। কোস্টারিকান একজন মহিলা মস্তিষ্কের রোগে ভুগছিলেন যা চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি পোপ জন পলের দ্বারা অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়েছিলেন বলে প্রচার করা হয়েছিল। এই অলৌকিক কাজের কারণে তাকেও চার্চ দ্বারা একজন সাধুর মর্যাদা দেওয়া হয়েছিলো।

পাঠকগণ দেখুন ওপরের তিনজনের মধ্যে এক অদ্ভুত মিল ছিল। তারা তিনজনই সারাজীবন নানা রোগে ভুগেছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর তারা অন্যদের রোগ নিরাময়ের মতো অলৌকিক কাজ

করতে শুরু করেন। বেনি হিন (Benny Hinn) নামের একজন বিখ্যাত খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক যিনি তার মঞ্চ থেকে ক্যান্সার ও এইডসের মতো রোগ নিরাময়ের দাবি করতেন, তাকেও সম্প্রতি তার হৃদরোগের কারণে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনি ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন। প্রার্থনা দ্বারা রোগমুক্তির এমন হাস্যকর দাবী যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পুরোপুরি অবাস্তব। নিজেরাই নিজেদেরকে আধুনিক ও সভ্য হিসেবে উপস্থাপন করা খ্রিষ্টান সমাজ প্রার্থনার মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের মতো রূঢ়িবাদী (রক্ষণশীল) ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। এটা শুধুমাত্র এক কুসংস্কার নয়, বরং সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এটি দরিদ্র অ-খ্রিষ্টানদের প্রভাবিত করে তাদের ধর্মান্তরিত করার একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

২। পাপের ক্ষমা পাওয়া

খ্রিষ্টমতের দ্বিতীয় সর্বাধিক বিখ্যাত বিশ্বাস হল পাপের ক্ষমা পাওয়া। এই বিশ্বাস অনুযায়ী একজন মানুষ যত বড় পাপীই হোক না কেন, সে জীবনে যত পাপই করুক না কেন, সে যদি প্রভু যীশু খ্রিষ্টের শরণাপন্ন হয়, তাহলে যীশু তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন। এই বিশ্বাস বাস্তবতা, যুক্তি ও সত্যের পরীক্ষায় দাঁড় করানো অসম্ভব। বাস্তবিক অর্থে আপনি দেখবেন যে, পৃথিবীর সব খ্রিষ্টান দেশেই যেকোনো অপরাধের শাস্তির বিধান রয়েছে। কেন? খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী যদি একজন খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি অপরাধ করে, তাকে গির্জায় নিয়ে যাওয়া উচিত ও তার পাপ স্বীকার করানো উচিত। মেনে নিলে তাকে ছেড়ে দেয়া উচিত। এর ফল কী হবে? পরের দিন একই অপরাধী আরও বড় অপরাধ করবে, কারণ সে জানে তার সব পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে। সমাজ যদি এভাবে পাপ ক্ষমা করতে থাকে, তাহলে এর শেষ পরিণতি কী হবে? শুধু একটু বিবেচনা করে দেখুন।

মহর্ষি দয়ানন্দ ভগবৎপাদ্ তাঁর অমর গ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশের সপ্তম সমুল্লাসে ঈশ্বর দ্বারা তাঁর ভক্তদের পাপ ক্ষমা করার বিষয়ে জ্ঞানবর্ধক এবং যুক্তিসম্মত উত্তর দিয়েছেন। ঈশ্বর পাপের ক্ষমা করেন কি না এ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলেছেন - “না। কারণ পাপ ক্ষমা করলে তাঁর ন্যায় নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাতে মনুষ্যগণও মহাপাপী হয়ে উঠবে। কেননা ক্ষমার কথা শুনেই তারা পাপকর্মে নির্ভীক ও উৎসাহী হয়ে উঠবে। যেমন কোন রাজা অপরাধীদের অপরাধ ক্ষমা করলে তারা উৎসাহের সাথে

আরও অধিক গুরুতর অপরাধ করতে থাকবে। [কারণ রাজা তাদের অপরাধ ক্ষমা করলে তাদের এই ভরসা হবে যে, রাজার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালে রাজা তাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন] আর যারা অপরাধ করে না, তারাও নির্ভয়ে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হবে। সুতরাং সকল কর্মের যথোচিত ফল প্রদান করাই ঈশ্বরের কার্য, ক্ষমা করা নয়।"

বৈদিক মতাদর্শে ঈশ্বরকে ন্যায়পরায়ণ ও করুণাময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, কারণ ঈশ্বর জীবকে তাদের কর্মের অনুপাতেই ফল দেন, তার কম বা বেশি নয়। ঈশ্বর করুণাময়, কারণ তাঁর কর্মফল দেওয়ার ব্যবস্থা এমন যেন তা জীবের জন্য সর্বদা উপকারী হয়। সৎকর্মের ভালো ফল দান করার মধ্যেও জীবের জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং অশুভ কাজের শাস্তি দেওয়ার মধ্যেও জীবের জন্য কল্যাণ রয়েছে। দয়ার অর্থ জীবের কল্যাণের কথা চিন্তা করা আর ন্যায়ের অর্থ সেই কল্যাণকর চিন্তার এরূপ প্রয়োগ করা যাতে সামান্যতম ন্যূনতা বা অধিকতা না ঘটে।

খ্রিষ্টমতে প্রচলিত পাপের ক্ষমা প্রদান করা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও করুণা এই দুটি বৈশিষ্ট্যের বিপরীত। অবাস্তব ও অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় এটি কেবল একটি অন্ধবিশ্বাস মাত্র।

৩। অ-খ্রিষ্টানদের খ্রিষ্টমতে ধর্মান্তরিত করা

খ্রিষ্টমতের অনুসারীদের মনের মধ্যে, অ-খ্রিষ্টানদের খ্রিষ্টমতে ধর্মান্তরিত করে তাদের নিজেদের দলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা সর্বদাই চলতে থাকে। তাদের দেখে মনে হয় যে একজন খ্রিষ্টান তখনই একজন সত্যিকারের খ্রিষ্টান হিসাবে বিবেচিত হবে, যদি সে অ-খ্রিষ্টানদেরকে খ্রিষ্টান বানায়। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, খ্রিষ্টানদের মধ্যে ধর্মীয় আচার এবং ধার্মিক আচরণ পালনের চেয়ে ধর্মান্তরিত করানো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি খ্রিষ্টান সমাজ ধর্মান্তর করার জন্য সহিংস ব্যবহার করতেও পিছপা হয় না। আমি একটি উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য প্রমাণ করতে চাই।

খ্রিষ্টান অধ্যুষিত উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য মিজোরাম থেকে বৈষ্ণব হিন্দু রীতিনীতি অনুসরণকারী রিয়াঙ উপজাতিকে খ্রিষ্টমতে ধর্মান্তরিত না হওয়ার জন্য চার্চ সমর্থিত অসামাজিক দুষ্কৃতিকারীরা রাজ্য থেকে সহিংসভাবে বের করে দিয়েছিলো। সহিংসতার কারণে, রিয়াঙ উপজাতির জনগণ দীর্ঘদিন অন্য রাজ্যে উদ্বাস্তু হিসাবে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত রিপোর্টে খ্রিষ্টানদের ধর্মান্তরকরণের জন্য গৃহীত বিধানগুলি পড়ে ধর্মান্তরের এই দুষ্ট চক্রটি প্রকাশ্যে আসে।

চার্চ-সমর্থিত এই ধর্মান্তকরণ এমন একটি কাজ যা দেশের অখণ্ডতা ও ঐক্যকে বাধাগ্রস্ত করে। আমাদের ভারতবর্ষে সম্ভবত এমন কোনো চিন্তাবিদ নেই যিনি প্রলোভনের মাধ্যমে ধর্মান্তরের নিন্দা করেন নি। মহান চিন্তাবিদ ও সমাজসংস্কারক স্বামী দয়ানন্দের সাথে একজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজকের বিতর্ক হয়েছিলো। স্বামীজী পাদ্রিকে বলেছিলেন যে, "হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার তিনটি উপায় রয়েছে। প্রথমত, মুসলমানদের শাসনামলের মতো ঘাড়ে তরবারি রেখে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, বন্যা, ভূমিকম্প, প্লেগ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে। কারণ এতে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে লোভের বশবর্তী হয়ে খ্রিষ্টানদের পরিচালিত এতিমখানা ও বিধবাদের আশ্রমে ভর্তি হয় ও আপনাদের হাতে ধর্মান্তরের সুযোগ আসে, এই কারণে আপনারা দেশে বারবার প্রাকৃতিক পাঠানোর জন্য আপনাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। এবং তৃতীয়ত, বাইবেলের শিক্ষাকে জোরেশোরে প্রচার করার মাধ্যমে। আমি এই তিনটির মধ্যে শেষ পদ্ধতিটিকে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করি।" স্বামী দয়ানন্দের স্পষ্টবাদী কথা শুনে পাদ্রীর মুখ থেকে আর কোনো কথা বের হলো না। মাত্র এই কয়েকটি লাইনে, স্বামীজী ধর্মান্তরের পিছনের নিহিত বিকৃত মানসিকতাকে উন্মোচন করেছিলেন।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন খ্রিষ্টান ধর্মান্তরের সবচেয়ে বড় সমালোচকদের মধ্যে একজন। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন– "সেই দিনগুলোতে খ্রিষ্টান মিশনারিরা হাইস্কুলের কাছের মোড়ে দাঁড়িয়ে হিন্দুদের এবং তাদের দেব-দেবীদের গালাগালি করে তাদের নিজেদের মত প্রচার করতেন। এমনও শোনা যায় যে, একজন নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ও তাদের জীবনধারা নিয়ে গালাগাল দিয়েছিল। এসবের কারণে আমার মধ্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি বিরাগ জন্ম নেয়।" শুধু তাই

নয়, **১৯৩৫** সালের মে মাসে একজন খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক নার্স গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, “তিনি কি ভারতে মিশনারিদের আগমন নিষিদ্ধ করতে চান?” এর উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন, “যদি এমন ক্ষমতা আমার হাতে থাকে এবং আমি এমন আইন তৈরি করতে পারি, তাহলে আমি এই ধর্মান্তর ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ করে দেব।” মিশনারিদের প্রবেশের সাথে সাথে মিশনারিরা যে হিন্দু পরিবারগুলির সাথে বসতি স্থাপন করেছিল, তাদের পোশাক, রীতিনীতি এমনকি খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেও পার্থক্য দেখা দিয়েছিল।

সমাজ সংস্কারক ও দেশপ্রেমিক লালা লাজপত রায় ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনাথ শিশু ও বিধবাদের ধর্মান্তরের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। যার জেরে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। খ্রিষ্টান মিশনারিদের দ্বারা দায়ের করা মামলায় লালাজী জয়ী হন এবং একটি কমিশনের মাধ্যমে লালাজী একটি প্রস্তাব পাস করেন যে, কোনো স্থানীয় সংস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার না করবে, খ্রিষ্টান মিশনারিরা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের গ্রহণ করতে পারবে না।

সমাজ সংস্কারক ড. আম্বেদকরকে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের দ্বারা খ্রিষ্টমত গ্রহণ করার জন্য অনেক প্রলোভন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি এই স্থূল বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে খ্রিষ্টমত গ্রহণ করার পরেও, দলিত সম্প্রদায় তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে। ড. আম্বেদকরের চিন্তা কতটা বাস্তবসম্মত ছিল এটি কিছুকাল পরে সকলের সামনে ফুটে ওঠে। **১৯৮৮** সালের জানুয়ারিতে নিজেদের বার্ষিক সভায়, তামিলনাড়ুর বিশপেরা উল্লেখ করেছিলেন যে, ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও তফসিলি বর্ণের খ্রিষ্টানরা পরম্পরাগত অচ্ছুত প্রথা দ্বারা চরম সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার শিকার। **১৯৮৮** সালের ফেব্রুয়ারিতে জারি করা একটি আবেগপূর্ণ চিঠিতে তামিলনাড়ুর ক্যাথলিক বিশপেরা স্বীকার করেছেন যে, “জাতিগত বৈষম্য এবং এর পরিণামস্বরূপ ঘটিত অন্যায় অবিচার ও সহিংসতা এখনও খ্রিষ্টানদের সামাজিক জীবন ও আচার-ব্যবহারে অব্যাহত রয়েছে। আমরা এই পরিস্থিতি জানি এবং গভীর বেদনার সাথে এটি স্বীকার করি।” ভারতীয় চার্চ এখন এটি স্বীকার করে যে, এক কোটি ৯০ লক্ষ ভারতীয় খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৬০ শতাংশ বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। তাদের সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর খ্রিষ্টানের মতো অথবা তার চেয়েও খারাপ আচরণ করা হয়। দক্ষিণ ভারতে তফসিলি জাতি থেকে খ্রিষ্টধর্মে

ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের বসতি ও গির্জা উভয়ই আলাদা রাখা হয়। তাদের 'চেরি' বা বস্তিগুলো মূল বসতি থেকে কিছুটা দূরে থাকে এবং অন্যদের জন্য উপলব্ধ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়। গির্জায় তাদের জন্য ডান দিকে আলাদা জায়গা রাখা হয়। উপাসনার (সার্ভিস) সময় তাদের পবিত্র গ্রন্থ পড়া বা পাদ্রিকে সহায়তা করার অনুমতি নেই। ব্যাপ্টিজম, দৃঢ়ীকরণ (Confirmation) বা বিবাহের সময় তাদের পালা সর্বশেষে আসে। খ্রিষ্টমতে ধর্মান্তরিত নিম্ন বর্ণের লোকদের বিয়ে ও অন্তিম সৎকারের গাড়ি বা লোকবহর শহরের প্রধান বসতির সড়ক দিয়ে যেতে পারে না। তফসিলি জাতি থেকে যারা খ্রিষ্টমত গ্রহণ করেছেন, তাদের কবরস্থান আলাদা। তাদের মৃতদের জন্য চার্চের ঘণ্টা বাজানো হয় না, কোন পাদ্রি অন্তিম প্রার্থনা করতে তপসিলি মৃতের বাড়িতে যান না। শেষকৃত্যের জন্য তাদের লাশ চার্চের ভেতরে নিয়ে যাওয়া যায় না। এটা স্পষ্ট যে, 'উঁচু জাতি' ও 'নিচু জাতি'র খ্রিষ্টানদের মধ্যে কোনো আন্তঃবিবাহ হয়না এবং আন্তঃভোজনও নগণ্য। তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়া একটি সাধারণ ঘটনা। নিচুজাতির খ্রিষ্টানেরা তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রাম করছে, চার্চও অনুকূলভাবে সাড়া দিচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের জীবনমানের কোনো সার্থক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। উঁচু জাতের খ্রিষ্টানদের মধ্যেও তাদের জাতিগত শিকড়কে সর্বদা স্মরণে রাখা হয় এবং যদিও এই সত্য তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে থাকে, কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক আয়োজনসমূহে তাদের এই রঙ দৃশ্যমান হয়।

মহান চিন্তাবিদ বীর সাভারকর ধর্মান্তরকে রাষ্ট্রান্তরণ বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, **"যদি কোনো ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিষ্টান বা মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে তার বিশ্বাস আর ভারতে না থেকে বরং সে দেশের তীর্থস্থানে থাকে, যেখানের ধর্মে সে বিশ্বাসী। তাই ধর্মান্তরণ হলো রাষ্ট্রান্তরণ।"**

এভাবে প্রায় সব দেশপ্রেমিক নেতাই খ্রিষ্টান ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং একে রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করতেন।

১৫। খ্রিষ্টান ধর্মান্তরণ : একটি বিশ্লেষণ

-ডা. বিবেক আর্য

আমার এক বন্ধু আমাকে একবার খ্রিষ্টমত প্রচারের মাধ্যম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। এককালে খ্রিষ্টান সমাজ ছিল শিক্ষিত সমাজ এবং সে কারণে কৌশল ছাড়া তারা কোনো কাজ করত না। সুগভীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে খ্রিষ্টানেরা তাদের প্রচার নীতি গ্রহণ করেছিল। খ্রিষ্টানদের দ্বারা ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়া মূলত তিনটি পর্যায়ে সঞ্চালিত হয়-

প্রথম পর্যায় - Inculturation অর্থাৎ সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণ ।

দ্বিতীয় পর্যায় - Expansion অর্থাৎ বিস্তার।

তৃতীয় পর্যায় - Domination অর্থাৎ প্রভুত্ব।

ইংরেজি ভাষায় Inculturation বলে একটি শব্দ আছে যার অর্থ সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণ । বহু শতাব্দী ধরেই খ্রিষ্টান সমাজে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বহু শতাব্দী আগে থেকেই খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা খ্রিষ্টমতের প্রচারের জন্য 'সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণ '-এর পরিকল্পনা প্রয়োগ করা শুরু করেছিলেন। আমরা সহজ ভাষায় বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছি-

১। প্রথম পর্যায়, একটি বাগানে প্রথমে একটি ছোট বটের চারা রোপণ করা হল। এটি তার অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে এবং কোনো না কোনোভাবে নিজেকে রক্ষা করে বড় হওয়ার চেষ্টা করে। সেই সময়ে ছোট হওয়ায় এটিকে অন্যান্য উদ্ভিদের থেকে আলাদা করে দেখা যায় না।

২। পরবর্তী পর্যায়ে চারাটি একটি ছোট গাছে পরিণত হয়। তখন এটিকে শুধুমাত্র অন্যান্য চারাগাছ থেকে শক্তিশালীই দেখায় না, বরং এটি তার নিজের স্থান দখল করার ক্ষমতাও অর্জন করে। অন্য চারাগাছ থেকে সার, সূর্যের আলো, জল এবং স্থানের জন্য তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে তাদের ওপর বিজয় লাভের চেষ্টাও তার মধ্যে দেখা যায়।

৩। চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি একটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। এর ছায়ায় থাকা বাকি সমস্ত গাছপালা প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে আর বৃদ্ধি পায় না বা মারা যায়। এভাবেই সে তার একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এখন সে সেই বাগানের মুকুটহীন রাজা।

খ্রিষ্টান সমাজে ধর্মান্তরও এই তিনটি পর্যায়ে ঘটে।

প্রথম সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণের পর্যায়ে খ্রিষ্টমতের বীজ একটি অ-খ্রিষ্টান দেশে রোপিত হয়। খ্রিষ্টমতের বিশ্বাস, প্রতীক, সিদ্ধান্ত, উপাসনা পদ্ধতি ইত্যাদি লুকিয়ে রেখে তার পরিবর্তে স্থানীয় ধর্মীয় মান্যতাগুলোকে তাদের স্থলে গ্রহণ করা হয় এবং খ্রিস্টমতকে স্থানীয় স্বরূপে ধারণ করা হয়। ভারত উপমহাদেশের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক-

১। বেশভূষার পরিবর্তন - খ্রিষ্টান পাদ্রিরা পাঞ্জাব অঞ্চলে শিখদের পোশাক পাগড়ি মাথায় বেধে এবং গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে ধর্মপ্রচার করে। হিন্দিভাষী এলাকায় তারা হিন্দু সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে, গলায় রুদ্রাক্ষের জপমালায় ক্রুশ ঝুলিয়ে ধর্মপ্রচার করে। দক্ষিণী ভাষাভাষী এলাকায়, দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্যগত পোশাক পরিধান করে প্রচারণা চালায়।

২। প্রার্থনার স্বরূপ পরিবর্তন - প্রথম "ওম্ নমঃ ক্রিস্টায় নমঃ", "ওম্ নমঃ মাতা মরিয়ম নমঃ" - এধরনের মনগড়া মন্ত্রের উদ্ভাবন করে। তারপর সংস্কৃত, হিন্দি বা স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করে প্রার্থনা সঙ্গীত ইত্যাদি লেখা হয়, যাতে যিশুখ্রিষ্টের স্তুতি = প্রশংসা করা হয়। এর কারণ যাতে সেই সঙ্গীতকে শুধু একটি ধর্মীয় আচার বলে মনে হয়।

৩। উৎসব পদ্ধতিতে পরিবর্তন - গুড ফ্রাইডে, ক্রিসমাস ইত্যাদি খ্রিষ্টান উৎসবগুলি পালনের রীতি স্থানীয় উৎসবগুলির অনুরূপভাবে পরিবর্তন করা হয়, যাতে তা দেখতে স্থানীয় উৎসবের মতোই মনে হয়। যদি একজন অ-খ্রিষ্টান এই উৎসবগুলিতে অংশগ্রহণ করে, তবে সে নিজেকে অপরের সাথে একত্রিত অনুভব করবে।

৪। চার্চের কাঠামোর পরিবর্তন - যদি পাঞ্জাবে একটি চার্চ নির্মিত হয়, তবে এটি একটি গুরুদুয়ারার মতো নির্মাণ করা হয়, হিন্দিভাষী অঞ্চলে এটি একটি হিন্দু মন্দিরের মতো নির্মাণ করা হয়, দক্ষিণ

ভারতে এটি দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের শৈলীতে নির্মাণ করা হয়। মূলত নির্মাণকাজ এমনভাবে করার চেষ্টা করা হয় যেন গির্জার বাহ্যিক চেহারা দেখে সবারই মনে হয় এটি একটি স্থানীয় মন্দির।

৫। সাহিত্য নির্মাণ- প্রথম পর্যায়ে চার্চ থেকে খ্রিষ্টান যোগ পদ্ধতি, খ্রিষ্টান ধ্যান পদ্ধতি, খ্রিষ্টান পূজা পদ্ধতি, খ্রিষ্টান সংস্কার ইত্যাদির মতো শিরোনামে বিভিন্ন সাহিত্য প্রকাশ করা হয়। এটি স্থানীয় বিশ্বাসের সাথে তাদের নিজেদের একীভূত করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। পরবর্তী পর্যায়ে, চার্চ স্থানীয় ভাষায় দয়া, করুণা, সমবেদনা, ঐক্য, সাম্য, যীশু খ্রিষ্টের অলৌকিক ঘটনা, প্রার্থনার ফল, দরিদ্রদের সেবা ইত্যাদি বিষয়ের উপর সাহিত্য প্রকাশ করে। এই পর্যায়ে প্রচেষ্টার পন্থা হল পিছনের দরজা দিয়ে নিজেদের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস স্থানীয় অখ্রিষ্টানদের কাছে গ্রহণযোগ্য করানোর অপচেষ্টা। হিন্দু দেবতা হিসেবে যীশু খ্রিষ্টকে এবং হিন্দু দেবী হিসেবে মেরিকে চিত্রিত করা চার্চের জন্য অতি সাধারণ ব্যাপার। সাধারণ নিরীহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার এই শিল্পটি চার্চের সঞ্চালকদের চেয়ে ভালোভাবে আর কেউ জানে না।

এই পর্যায়ে অ-খ্রিষ্টান এলাকায় পাদ্রিদের নিয়মিত মাসিক বেতন দিয়ে নিয়োগ করা হয়। তাদের কাজ হলো দরিদ্রদের সেবা করা, অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা করা, নিরাময় সভা পরিচালনা করা এবং স্থানীয় লোকদের রবিবারের প্রার্থনা সভায় যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করা। এই সময়ে তাদের একমাত্র লক্ষ্য খুব মিষ্টি ভাষায়, যীশু খ্রিষ্টের জন্য ভেড়া জড়ো করা। স্থানীয় জনগণের মাধ্যমেই স্থানীয় অখ্রিষ্টান লোকদের বিভ্রান্ত করে এই কাজ করা হয়, যাতে কেউ তাদেরকে সন্দেহ না করে। ধর্মান্তরের লক্ষ্য যত বেশি অর্জিত হয়, ওপরমহল থেকে তত বেশি অনুদান পাওয়া যায়। এই কাজটি শান্তিপূর্ণভাবে, চুপিসারে, কোনো উচ্চবাচ্য না করেই করা হয়। এভাবে তারা প্রথম ধাপে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়, তাই একে সাংস্কৃতিক অধিগ্রহণ বলা হয়। ভারত উপমহাদেশে দিল্লি, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, জম্মু-কাশ্মীর, বাংলা প্রভৃতি রাজ্য এই পর্বের আওতায় আছে। যেখানে চার্চ কোনো আওয়াজ না করেই গরিব মানুষ, বিশেষ করে দলিতদের লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার কাজে নিয়োজিত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে খ্রিষ্টমতের আরো বিস্তার হয়। ছোট গির্জা বড় হয়ে ওঠে। এর জাল বিস্তার লাভ করে। এখন লুকিয়ে নয়, বরং আত্মবিশ্বাসের সাথে তারা উপস্থিতি জানান দেয়।

১। স্থানীয় সভার স্বরূপ পরিবর্তন - এখন প্রতি রবিবার সাধারণ সভায় তারা লাউড স্পিকার বসিয়ে তাদের উপস্থিতি জানান দেয়। অনেকে খ্রিষ্টান হতে শুরু করে। এবার পাদ্রিরা বাইরে খোলাখুলিভাবে এবং গির্জার দেয়ালের মধ্যে কোনো বাধা ছাড়াই বলতে শুরু করে যে, কেন খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ এবং কেন স্থানীয় দেব-দেবীরা প্যাগান ও ব্যর্থ। তখন শুধু তাদের আত্মবিশ্বাসই বাড়ে না, বরং তারা ধীরে ধীরে আক্রমণাত্মকও হয়ে ওঠে। নানা সময়ে, চার্চ বড় বড় রোগ নিরাময় সভা আয়োজন করে। শহরজুড়ে পোস্টার লাগানো হয়। স্থানীয় টিভিতে এর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। দূর-দূরান্ত থেকে খ্রিষ্টানদের ডাকা হয়। বিদেশি মিশনারিরাও অনেক সময় তাদের সাদা চামড়ার প্রভাব দেখাতে এগুলোতে যোগ দিতে আসে।

২। চার্চের সাথে মিশনারি স্কুল-কলেজ খোলা - এখন গির্জার সাথে খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুলও খোলা হয়। ওই স্কুলে হিন্দুদের সন্তানেরা মোটা অঙ্কের ফি দিয়ে ইংরেজ হওয়ার জন্য আসে। এই শিশুদের প্রতিদিন ইংরেজিতে বাইবেলের প্রার্থনা করানো হয়। যীশু খ্রিষ্টের অলৌকিক ঘটনার গল্প শোনানো হয়। দেশে খ্রিষ্টান সমাজের কার্যক্রমের জন্য অনুদানের নামে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। যে হিন্দু সন্তান তার পিতামাতার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি টাকা নিয়ে আসে, তাকে আরো অধিক অনুদান আনার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। আর যে আনে না, তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়। সামগ্রিকভাবে, এই খ্রিষ্টান কনভেন্ট স্কুলগুলি থেকে বেরিয়ে আসা শিশুদের বড় অংশ অবশ্যই নাস্তিক বা খ্রিষ্টান বা হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ওঠে।

৩। ব্যবসায়িক মডেল - চার্চ এখন ধর্মান্তরিত হিন্দুদের কর্মসংস্থান প্রদান করা শুরু করে। চার্চ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এতিমখানা, এনজিও ইত্যাদির নামে বিভিন্ন উদ্যোগ শুরু করে। ধর্মান্তরিতদের পিয়ন, গাড়ির ড্রাইভার থেকে শিক্ষক, নার্স থেকে হাসপাতালের কর্মচারী, প্রচারক থেকে পাদ্রি পর্যন্ত বিভিন্ন চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি ব্যবসায়িক মডেলের মতো খেলা। ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে চার্চের ওপর এতটাই নির্ভরশীল করা হয়, যেন এরপর থেকে তাকে না চাইলেও চার্চের

কাজ করতেই হয়। নইলে সে যেন ক্ষুধায়ই মারা যায়। এর উদ্দেশ্য হলো যাতে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ফিরে যাওয়ার কথা কখনো না ভাবে। এই মডেল বিশ্বের অনেক জায়গায় বহুল ব্যবহার করা হয়।

৪। বাইবেল কলেজ – চার্চ তাদের দ্বারা ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের সন্তানদের জন্য নিজেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত Theology অর্থাৎ ধার্মিক শিক্ষা প্রদানকারী স্কুলে ভর্তি হতে উৎসাহিত করে যা ধর্মতত্ত্ব অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় প্রজন্মকে তার পূর্বপুরুষদের শিকড় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা। যাদের বাবা-মায়েদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের সংস্কার, নৈতিকতা, মূল্যবোধ আছে, তারা এসব স্কুলে পড়তে যায়। তাদের সন্তান একজন সত্যিকারের খ্রিষ্টানের মতো চিন্তা করা, আচরণ করা, হিন্দু দেব-দেবতা ও হিন্দু বিশ্বাসকে কঠোরভাবে আক্রমণ করা এবং সর্বদা খ্রিষ্টমতের প্রশংসা করা ইত্যাদি গুণ অর্জন করে। এভাবেই তাদের মানসিক অবস্থা তৈরি করা হয়। এসব Theology কলেজ থেকে বেরিয়ে আসা শিশুরা দিনরাত খ্রিষ্টধর্মের প্রচারের কাজ করে।

৫। পারিবারিক কলহ - খ্রিষ্টান চার্চগুলো এই কলায় বিশেষজ্ঞ। যে পরিবারে একজন সদস্য খ্রিষ্টান হয়ে যায় এবং অন্য সদস্যরা হিন্দু থাকে, তা একটি অশান্তির ঘরে পরিণত হয়। প্রাথমিকভাবে সেই খ্রিষ্টান সদস্য সমস্ত সদস্যকে খ্রিষ্টান হওয়ার জন্য চাপ দেয়। ঘরের কোনো কাজে সাহায্য না করা, হিন্দুদের উৎসব পালনের ক্ষেত্রে বিরোধিতা করা, হিন্দু দেব-দেবীর নিন্দা করা, গির্জায় নিজের সামর্থ্যের বেশি দান করা ইত্যাদি কাজ অনবরত করতে থাকে। এরা খ্রিষ্টান না হওয়ার জন্য নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে, খ্রিষ্টান না হওয়ার জন্য বাবা-মাকে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা সুবিধার মতো সুবিধা প্রদান করে না। এর উদাহরণ হিসেবে আমি আমার একটি অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করছি। এটি ২০০৩ সালের কথা। আমি তখন তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে এমবিবিএসের ছাত্র ছিলাম। আমার প্রতিবেশী একটি পরিবার ছিল খ্রিষ্টানদের পেন্টাকোস্টাল সম্প্রদায়ের। তারা আমার কাছে তাদের এক রোগীর চিকিৎসা নিতে এসেছিলেন। এই খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ে হাসপাতালের চিকিৎসার চেয়ে যীশু খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে রোগীর নিরাময় করা বেশি স্বীকৃত। সেই পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা না চাইলেও পরিবারের প্রধান সদস্য একজন গুরুতর রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্য প্রার্থনা করার জন্য চার্চে নিয়ে যায়।

রোগীর পরবর্তীতে কী হয়েছে তা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পারছেন। যেসব খ্রিষ্টান এই নিবন্ধটি পড়ছেন, তারা আত্মাচিন্তন করে দেখুন তো পরিবারগুলোকে ধ্বংস করা কী যিশু খ্রিষ্টের কাজ?

এই দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতবর্ষের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য রয়েছে। এই রাজ্যের সরকারগুলি চার্চের কার্যকলাপকে উপেক্ষা করছে। কারণ এতে চার্চের কাজে তাদের 'অহেতুক হস্তক্ষেপ' এড়ানো যায়। তাই সরকারের নাকের নিচে এসব ঘটলেও সরকার কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে আছে।

তৃতীয় পর্যায়ে গির্জা একটি বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়। এই পর্যায়টিকে বলা হয় 'প্রভুত্বের' পর্যায়। এই পর্যায়ে, অ-খ্রিষ্টানদের প্রতি খ্রিষ্টমতের প্রকৃত চিন্তাভাবনা দৃশ্যমান হয়। চার্চের জন্য এই পর্যায়ে নৈতিক এবং অনৈতিকতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। চার্চ তাদের সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে কোনো সীমায় পৌঁছাতে পারে।

১। হিংসার প্রয়োগ - পূর্ব ভারতের ওড়িশায় খ্রিষ্টান ধর্মান্তরের বিরোধিতা করায় স্বামী লক্ষ্মণানন্দজীকে হত্যা করাও এই নীতির অধীন। উত্তর-পূর্ব রাজ্য ত্রিপুরায় রিয়াঙ উপজাতির বসতি ছিল। সেই উপজাতিরা খ্রিষ্টান হতে অস্বীকার করে। এর পরবর্তীতে তাদের গ্রামে সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। তাদেরকে নানাভাবে আতঙ্কিত করা হয় যাতে তারা খ্রিষ্টান হয়ে যায়। কিন্তু রিয়াঙরা ছিল আত্মমর্যাদাশীল। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের দেশ ছেড়ে আসামে এসে অভিবাসীদের মতো বসবাস শুরু করে, কিন্তু তারপরও তাদের ধর্ম পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। আমরা তাদের আত্মমর্যাদার প্রতি মাথা ঝুঁকিয়ে শতকোটি প্রণাম জানাই। তবে দুঃখের ব্যাপার এই যে, কোনো মানবাধিকার সংগঠন তাদের সার্বজনীন মঞ্চ থেকে খ্রিষ্টানদের এই নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনো নিন্দা করে নি।

২। সরকারের ওপর চাপ - খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তা একমুঠো ভোট ব্যাংকে পরিণত হয়। নির্বাচনের মৌসুমে রাজনৈতিক দলের নেতারা খ্রিষ্টান বিশপদের পিছে ঘোরাঘুরি শুরু করে। খুব কম লোকই জানেন যে, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মিজোরামে ভারতীয় সংবিধানের পরিবর্তে বাইবেল অনুসারে রাজ্য পরিচালনার সম্মতি দিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের মতো

রাজ্যে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের জন্য সরকারি চাকরিতে এক শতাংশ সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। মাদার তেরেসা দলিত খ্রিষ্টানদের জন্য সংরক্ষণের সমর্থনে দিল্লিতে ধর্নায় বসেছিলেন (এটি আশ্চর্যজনক যে দলিতরা ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও দলিতই থেকে যায়!)।

কেরালা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে খ্রিষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে রাজনৈতিক দলের টিকিট বণ্টনে চার্চের ভূমিকা সকলের চোখে পড়ার মতো। গোয়ার মতো রাজ্যে, এমনকি গোমাংসের মতো ইস্যুতে বিজেপির মতো দলগুলিও ক্যাথলিক চার্চের সামনে নীরব ভূমিকা পালন করে। তামিলনাড়ুতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার দ্বারা প্রথমে ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা এবং পরে খ্রিষ্টান চার্চের চাপে তা তুলে নেয়ার কথা খুব বেশি পুরোনো নয়। এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটির কাজ ছিল উপজাতি ও আদিবাসীদের প্রলুব্ধ করে খ্রিষ্টান বানানোর বিরুদ্ধে সরকারকে সচেতন করা। সব সরকারই ওই প্রতিবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে নীরব থাকাকেই বেশি কল্যাণকর মনে করেছে। মোরারজি দেশাইয়ের আমলে ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে একটি বিল আনার কথা শুরু হয়। সেই বিলের প্রতিবাদে মাদার তেরেসা প্রধানমন্ত্রী দেশাই জীকে হুমকি দিয়েছিলেন যে, যদি খ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে তিনি তার সমস্ত সেবাকার্য স্থগিত করে দিবেন। এর উত্তরে দেশাই জী বলেছিলেন যে, "এর অর্থ হল খ্রিষ্টানরা সমাজসেবার আড়ালে ধর্মান্তরিত করতেই অধিক ইচ্ছুক। সেবা শুধু একটি অজুহাত মাত্র।" দুঃখজনক ঘটনা হলো, মোরারজীর সরকারের শীঘ্রই পতন ঘটে এবং এই বিলটি আর পাশ হয়নি। এভাবে খ্রিষ্টান চার্চ নানাভাবে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে থাকে।

৩। অ-খ্রিষ্টানদের বাড়িতে আধিপত্যের জন্য সংগ্রাম - খ্রিষ্টান সমাজের অল্প বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের শৈশব থেকেই খ্রিষ্টমতের প্রতি ভক্তিভাব শেখানো হয়। পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে, অন্য ধর্মাবলম্বী ছেলেমেয়েদের সাথে তাদের চার্চ সেটিংসে, ইয়ুথ প্রোগ্রামগুলিতে, বাইবেল ক্লাসে, গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে, গিটার/সংগীত শিখানোর ক্লাসে পরস্পর যোগাযোগ আরম্ভ হয়। এসব কারণে অনেক যুবক-যুবতী প্রায়ই একে অপরকে বিয়েও করে। কেউ কেউ এই আন্তঃধর্মীয় বিয়েকে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের অভিনব প্রয়োগ বলতে চান। তবে এই সম্পর্কের আরেকটি কালো দিকও রয়েছে এবং এটা হলো আধিপত্য। কোনো খ্রিষ্টান মেয়ে কোনো হিন্দু যুবককে বিয়ে করলে, সে

কখনোই খ্রিষ্ট রীতিনীতি, গির্জায় যাওয়া, বাইবেল পড়া ইত্যাদি ত্যাগ করে না। সেই বিয়ে থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানদের সেই একই সংস্কার, মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেই মেয়ে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যায়। একইভাবে, একজন খ্রিষ্টান যুবক যদি একজন হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে, তাহলে সে মেয়ের ওপর তার নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে অ-খ্রিষ্টান যুবক-যুবতীরা যে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে এতটা শক্তিশালী বা কট্টর হয় না তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। প্রভুত্বের এই সংগ্রামে অ-খ্রিষ্টান সদস্যরা প্রায়ই আত্মসমর্পণ করে। নাইলে তাদের বাড়ি কুরুক্ষেত্র হয়ে যায়। ধীরে ধীরে তারা নিজেরাই খ্রিষ্টান হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়। খ্রিষ্টান সমাজের ছেলে-মেয়েরা বেশিরভাগই হিন্দু সমাজের বুদ্ধিজীবী যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্মরত যুবক-যুবতীর সাথে এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলে। খুব কম লোকই এই প্রক্রিয়ার দীর্ঘমেয়াদী পরিণতির প্রতি খেয়াল করে। মোটকথা, হিন্দু সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে তার নিজের বিরুদ্ধেই কাজ করতে থাকে। পাঠকদের নিজেদের চিন্তা করা উচিত এটি কেমন ভয়ানক বিষয়।

৪। **ব্যবসায়িক নীতি** - খুব কম লোকই জানেন যে বিশ্বের প্রধান খ্রিষ্টান দেশগুলির ব্যবসায়-বাণিজ্যে চার্চগুলি বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে। ইংল্যান্ডের বহু বহুজাতিক কোম্পানিগুলোতে চার্চ অফ ইংল্যান্ড বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে রেখেছে। এটি বিশুদ্ধ ব্যবসা। এটা চার্চ ও ব্যবসায়ীদের এক ধরনের জোট। গির্জা এই কোম্পানিগুলি থেকে প্রাপ্ত লাভের টাকা ধর্মান্তরের কার্যক্রমে ব্যয় করে। যেখানে ব্যবসায়ী শ্রেণীর জন্য গির্জা ধর্মান্তরিত নতুন ভোক্তাদের প্রস্তুত করে। উদাহরণস্বরুপ, চার্চের প্রভাবে একজন হিন্দু ধুতি-কুর্তা ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট-কোট-টাই পরতে শুরু করেছে। ট্রেডিং কোম্পানি এই সমস্ত পণ্য তৈরি করে আর গির্জা নতুন ভোক্তা তৈরি করে। এসব পণ্য বিক্রি করে অর্জিত মুনাফা উভয়েই যৌথভাবে ব্যবহার করতে পারে। বহু শতাব্দী ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়া চলছে। আধিপত্য বিস্তারের এই পর্যায়ে অনেক ছোট দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে বহুজাতিক কোম্পানির হাতে এবং পরোক্ষভাবে চার্চের হাতে চলে যায়। আমাদের ভারতবর্ষেও এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর একমাত্র সমাধান দেশীয় পণ্যের যথাসম্ভব বেশি ব্যবহার করা।

৫। সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতা - বিস্তার লাভের এই পর্যায়ে চার্চ সাংস্কৃতিক দখল থেকেও পিছে সরে যায় না। তারা সে দেশের সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার সংকল্প নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে এগোতে থাকে। আসুন কিছু উদাহরণ দিয়ে আপনাদের বিষয়টি ব্যাখ্যা করি-

কেরালায় কথাকলি নৃত্যের মাধ্যমে রামায়ণের ঘটনাগুলির উপর ভিত্তি করে নাটকরূপী নৃত্য পরিবেশিত হত। খ্রিষ্টান চার্চ কথাকলির দ্বারিত্ব গ্রহণ করার পর তারা রামায়ণের পরিবর্তে যীশু খ্রিষ্টের জীবনের কাল্পনিক ঘটনা প্রদর্শন করতে থাকে। তামিলনাডুতে ভরতনাট্যম নৃত্যের মাধ্যমে নটরাজ/শিবের উপাসনার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। চার্চ ভরতনাট্যমের মাধ্যমে মাতা মেরিকে সম্মান জানানো শুরু করে। হোলি, দীপাবলির মতো হিন্দু উৎসবগুলোকে দূষণ হিসেবে আখ্যায়িত করে ১৪ ফেব্রুয়ারির মতো দিনকে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করে মানসিক দূষণ ছড়ানো হয়। প্রতিটি খ্রিষ্টান স্কুলে ২৫ শে ডিসেম্বর সান্টার লাল পোশাক পরে কেক কাটা হয়। তাদের দেখাদেখি হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত সমস্ত স্কুলও একই কাজ শুরু করেছে। তারা কাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করছে সেদিকে কেউ নজর দেয়নি। একেই বলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে ভারতের কেরালা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য নাগাল্যান্ড, গোয়া ইত্যাদি। যেখানে খ্রিষ্টান চার্চের অনুগ্রহ ছাড়া সরকারও চলতে পারে না। এসব রাজ্যে হিন্দুদের কী দুর্দশা তা একমাত্র সেখানে গিয়ে দেখলেই আপনারা জানতে পারবেন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও আধিপত্যের তৃতীয় পর্ব শুরু হলে ভবিষ্যতে কী হবে? এই প্রশ্নটি পাঠকদের জন্য রইলো।

হিন্দু সমাজের তাদের নিজেদের রক্ষা করার জন্য এবং ধর্মান্তরনের মাধ্যমে নিজেদের থেকে বিচ্যুত ভাই-বোনদের ফিরিয়ে আনার জন্য একটি দীর্ঘকালমেয়াদী ব্যাপক নীতি প্রণয়ন করা অত্যন্ত আবশ্যক। নইলে আবার দেরি না হয়ে যায়!

পরিশিষ্ট – ০১

খ্রিষ্টানদের দ্বারা অবহেলার স্বীকার এমন কিছু বাইবেলের আদেশ

- ব্র. অরুণ আর্যবীর

১। "তোমাদের সঙ্গে ও তোমার ভাবী বংশের সঙ্গে করা আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করবে, তা এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বকছেদ হবে। তোমরা নিজের নিজের লিঙ্গের মুখের চামড়া কাটবে; সেটাই তোমাদের সঙ্গে আমার নিয়মের চিহ্ন হবে। পুরুষানুক্রমে তোমার প্রত্যেক ছেলে সন্তানের আট দিন বয়সে ত্বকছেদ হবে এবং যারা তোমার বংশ নয়, এমন অইহুদীয়দের মধ্যে তোমাদের বাড়িতে জন্মানো কিম্বা মূল্য দিয়ে কেনা লোকেদেরও ত্বকছেদ হবে। তোমার গৃহ জন্মানো কিম্বা মূল্য দিয়ে কেনা লোকের ত্বকছেদ অবশ্য কর্তব্য; আর তোমাদের মাংসে অবস্থিত আমার নিয়ম চিরকালের নিয়ম হবে। কিন্তু যার লিঙ্গের ত্বকছেদ না হবে, এমন ত্বকছেদ বিহীন পুরুষ নিজের লোকেদের মধ্য থেকে বিতাড়িত হবে; সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করেছে।" [আদিপুস্তক ১৭। ১০-১৪]

২। "ছদিন কাজ করবে, কিন্তু সপ্তম দিন সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রামের জন্য পবিত্র বিশ্রামদিন, সেই বিশ্রামদিনের যে কেউ কাজ করবে, তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে। অতএব ইস্রায়েল সন্তানরা চিরদিনের ব্যবস্থা হিসাবে বংশের পরম্পরা অনুসারে বিশ্রামদিন রক্ষা করার জন্য বিশ্রামদিন পালন করবে। আমার ও ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে এটা চিরকালীন চিহ্ন; কারণ সদাপ্রভু ছদিনের আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, আর সপ্তম দিনের বিশ্রাম করেছিলেন এবং ঝালিয়ে নিয়েছিলেন'।" [যাত্রাপুস্তক ৩১। ১৫-১৭]

৩। "ছয় দিন কাজ করা যাবে, কিন্তু সপ্তম দিন তোমাদের জন্য পবিত্র দিন হবে; সেটা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য বিশ্রামদিন হবে; যে কেউ সেই দিনের কাজ করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।" [যাত্রাপুস্তক ৩৫। ২]

এখানে বাইবেল থেকে খ্রিষ্টানদের দ্বারা অমান্য করা অসংখ্য আদেশের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত দুইটি আদেশ দেখানো হলো। খ্রিষ্টান জগৎ স্বয়ং নিজের বাইবেলের প্রতি এতটাই অবজ্ঞা করেন যে

তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী পবিত্র ঈশ্বরীয়(?) বাক্যকেও তারা অনুপযোগী বিবেচনায় অমান্য করা শুরু করেছে। তারাই আবার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্র ও আচার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে সাহস দেখায়! বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।[৭]

[7] এখানে অনেক অল্পজ্ঞানী খ্রিষ্টান এরূপ বোঝানোর চেষ্টা করেন যে এগুলো মূলত পুরাতন নিয়মের আজ্ঞা যা যীশু আসার সাথে সাথে রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু বিষয়টি পুরোটাই মিথ্যা কেননা যীশু স্বয়ং মথি ৫। ১৭-১৯, লূক ১৬। ১৭, মথি ২৩। ১-৩ প্রভৃতি ভার্সগুলোতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন যে তার আগমনের উদ্দেশ্য পুরাতন নিয়ম বাতিল করা নয় বরং তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা এবং এজন্যই সেগুলোকে তিনি যথাযথভাবে মানার আদেশ দিয়েছেন। একই কথা আমরা খ্রিষ্টিয় বিশ্বাস অনুযায়ী প্রথম দিকের প্রেরিতদের মুখে শুনতে পাই যেমন রোমীয় ৩। ৩১ । খ্রিষ্টিয় বিদ্বানগণ নিশ্চয়ই নিজেদেরকে তাদের ঈশ্বর, যীশু এবং প্রেরিতদের চেয়ে বড় বিদ্বান মনে করেন অথবা হয়ত এসব নিয়ম কোন সভ্য সমাজে পালন করা সম্ভব নয় বিধায় কৌশলে এড়িয়ে যান। - সম্পাদক।

পরিশিষ্ট – ০২

ভারতবর্ষে খ্রিষ্টমত প্রসারের ইতিহাস

- ব্র. অরুণ আর্যবীর

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা কেরালার কালিকট বন্দরে নোঙর ফেলে। ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে তারা আরবের বানিজ্যিক নৌবহর ধ্বংস করে এবং ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে তারা গোয়া বেদখল করে। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ লন্ডনের ব্যবসায়ীদের একটি কোম্পানিকে প্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের অনুমতি দেন। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরা মাসুলিপট্টনম ও সুরাটে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে এবং পরবর্তীকালে [১৬৬৮] বোম্বেতেও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে তাদের বাণিজ্য সম্প্রসারণ করে। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে ডাচরা একটি কোম্পানি গঠন করে এবং ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে তারাও ভারতে তাদের বাণিজ্য শুরু করে। তারা পশ্চিম উপকূলে সুরাট, পূর্ব উপকূলে মাসুলিপট্টনম এবং চিনসুরায় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। খ্রিষ্টিয় ১৭শ শতাব্দীতে ফরাসিরাও পন্ডিচেরি ও অন্যান্য স্থানে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ যাজক সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার খ্রিষ্টমত প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন। সে সময় ভারতবর্ষের মানুষ সত্য সনাতন ধর্ম থেকে দূরে সরে কুসংস্কার, গুরুবাদ, অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। হিন্দুদের তৎকালীন অবস্থা কিছুদিন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের পর যখন জেভিয়ার বুঝতে পারেন যে এখানে বর্তমান পরিস্থিতিতে খ্রিষ্টমত প্রচার করা সহজ হবে তখন তিনি কিছু স্থানীয় ভাষা শেখেন এবং একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। সেই পাঠশালায় বাইবেল পাঠ বাধ্যতামূলক করা হয়। এরপর থেকে প্রতি সন্ধ্যায় তিনি জনগণের মধ্যে খ্রিষ্টমত প্রচার করতে বের হতেন।

তিনি প্রচারের এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করেন - তিনি উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে প্রথম কোন ভালো ভজন গেয়ে লোকজনকে একত্রিত করতেন। যখন বেশ কিছু লোক একত্রিত হতো, তখন

তিনি বাইবেল থেকে কিছু নৈতিক শিক্ষার বাণী প্রচার করতেন। এরপর তিনি ক্রুশ চিহ্ন বের করে নিজে চুম্বন করতেন এবং অন্যদেরকেও তা চুম্বন করার জন্য দিতেন। এরূপ প্রচারের দ্বারা তিনি নিজের বেশ কিছু অনুসারী তৈরি করতে সক্ষম হন।

এভাবে গোয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু মানুষ খ্রিষ্টমত গ্রহণ করতে থাকে কিন্তু যদি কেউ তার এই কাজের বিরোধীতা করত তবে তিনি গোয়ার বিচারকের মাধ্যমে বিরোধীদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। প্রায় একশো বছর ধরে পর্তুগিজ থেকে যাজকেরা এসে এই পদ্ধতিতে প্রচার চালিয়ে যান এবং বহু মানুষকে খ্রিষ্টমতে ধর্মান্তরিত করতে থাকেন। অনেক লোক যাজকদের মিষ্টভাষা ও কোমল কথায় প্রভাবিত হয়ে, অনেক লোক জোরপূর্বক বা লোভে পড়ে এবং অনেক লোক নিজেদের ধর্মীয় সিদ্ধান্ত না জানার কারণে খ্রিষ্টমত গ্রহণ করতে থাকে।

পর্তুগিজ জেসুইট সম্প্রদায়ের পাদ্রীদের এই সাফল্য দেখে ব্রিটিশ, ফরাসি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় খ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের যাজকদেরও জিভে জল আসা শুরু হয়। তাদের সম্প্রদায়ের পাদ্রীরাও নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রচারের জন্য ভারতে আসা-যাওয়া শুরু করে। তারাও পর্তুগিজ পাদ্রীদের অনুরূপ প্রচার পদ্ধতিতে প্রচার করতে থাকে। তারাও এখানকার ভাষা শেখে, হিন্দুদের কিছু ধর্মগ্রন্থ ও প্রচলিত আচার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে এবং এখানের ঋষিমুনি ও সমাজে অবতার হিসেবে প্রচলিত মহামানবদের জীবনচরিত্র সম্পর্কে অবগত হয়। এমনকি তারা নিজেদের বেশভূষাও ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের মতো ধারণ করতে থাকেন।

এদের মধ্যে অনেকে হিন্দুদের মতো নামও গ্রহণ করে, যেমন - তনোবোধ, প্রেমস্বামী, বৈরাম মুনি ইত্যাদি। তারা কপালে চন্দনের টিকা পরতেন এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করতেন। তারা শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের নামে ভালো ভালো ভজন গেয়ে প্রথমে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে থাকেন। সন্ধ্যাবেলায় তারা প্রতিদিন দল বেঁধে উপদেশ দিতে শুরু করেন। এরপর তাদের উপদেশ শুনতে ভিড় জমতে শুরু করলে তারা মানুষের সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহভরে মিলিত হওয়া, মিষ্টভাষা এবং অন্যান্য নম্র আচরণের মাধ্যমে মানুষকে আকর্ষিত করার নানা প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

ভজনের পরে ভিড় যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছাত তখন তাদের মধ্যে একজন পাদ্রী উঠে দাঁড়িয়ে উপদেশ দেওয়া শুরু করত। প্রথমে সে সমাজে হিন্দুদের অবতার হিসেবে প্রচলিত মহামানব ও ঋষি-মুনিদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করত এবং তারপর তাদের সঙ্গে যীশুকে যুক্ত করে তাঁর প্রশংসায় আকাশ-পাতাল এক করে ফেলত। তারা মূলত এই বাক্যটির ওপর জোর দিত যে, যীশুই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। ঈশ্বর নিজের রাজ্যের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তাদের পাপ থেকে মুক্তি দিয়ে মোক্ষ প্রদান করেন। তাঁর প্রতি বিশ্বাস না আনলে কেউ মোক্ষ লাভ করতে পারবে না।

এভাবে বেশ কিছুদিন তাদের প্রচারের ফলে লোকজন নিজেদের ধর্মীয় অজ্ঞানতার কারণে তাদের কথাগুলো পছন্দ করতে শুরু করল এবং একে একে তাদের অনুসারী হয়ে উঠল। এতে করে সেই পাদ্রীদের প্রতি মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জন্মাল। মানুষ তাদের পালকিতে, সুসজ্জিত ঘোড়ায় এবং রথে বসিয়ে, জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমে, বাদ্য-বাজনার সঙ্গে বাজার ও অলিগলি দিয়ে ঘোরাতে লাগল।

সেই পাদ্রীরাও তাদের প্রচার ও উপদেশের কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যে কাজ করত আবার কেউ নিম্নবর্ণের লোকদের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখত। তবে নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতিই তাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল। এমনকি বেশ্যাদের সঙ্গেও তারা সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। এই বেশ্যাদের মাধ্যমে তারা ধনী ব্যক্তি, অভিজাত শ্রেণি এবং কৌতূহলী লোকদের খ্রিষ্টমত গ্রহণ করানোর চেষ্টা করত!

ইংরেজ ও ফরাসি পাদ্রীরা বহু স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয়দের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের নামে বাইবেলের শিক্ষা প্রচার করত। এই পাদ্রীরা হিন্দু নাম ধারণ করে বহু গ্রন্থও রচনা করেছিল, যেমন - মঙ্গল সমাচার, সুন্দর পুরাণ কথা, ধর্মের সার, গুরু জ্ঞান, যেমন কর্ম তেমন ফল, গীতার পুঁথি, যীশুর কলঙ্কের মৃত্যু ইত্যাদি। এমনকি ব্রিটিশ সরকারও মিশনারিদের জন্য বিপুল অর্থ সাহায্য প্রদান করতে শুরু করেছিল।

ইংরেজরা তো আরো কয়েকধাপ এগিয়ে প্রথমেই বিভিন্ন ভাড়া করা তথাকথিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নামধারী ইউরোপীয় দ্বারা বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্রের উদ্ভট ব্যাখ্যা করা শুরু করে এবং একইসাথে সুপরিকল্পিতভাবে চলতে থাকে ভারতীয় ইতিহাস বিকৃতির কাজ [দুঃখের বিষয় ভারত স্বাধীন হওয়ার এতবছর পরেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথাকথিত ভারোপীয় নিরপেক্ষ ও বামপন্থীদের দ্বারা এই কাজ চলমান রয়েছে।]। তার পূর্বেই অবশ্য রবার্ট-ডি-নোবিলি নামের এক পাদ্রী এজুরবেদ (Ezourvedam) নামে ফ্রেঞ্চ জেসুইটদের দ্বারা তৈরি সংস্কৃতে অনুবাদ করা একটি ফ্রেঞ্চ রচনাকে পঞ্চম বেদ হিসেবে প্রমাণের জন্য এক অভিনব নাটকের মঞ্চায়নে নামে। পরে ব্রিটিশেরই ভাড়াটে আরেক তথাকথিত পণ্ডিত ম্যাক্স মুলার এই বইটির রহস্য উন্মোচন করে এই বই সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, “The Ezourvedam is a mere forgery, and not a very clever one. It is a French fabrication in bad Sanskrit, intended to represent a fifth Veda.” অর্থাৎ, এই এজুরবেদ (Ezourvedam) একটি নিছক জালিয়াতি এবং তা বিশেষ চতুর জালিয়াতিও নয়। এটি বাজে সংস্কৃতে রচিত একটি ফরাসি রচনা, যা পঞ্চম বেদ হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

[হিন্দুদের সাথে এতকিছু হওয়ার পরেও সনাতন ধর্মের তথাকথিত রক্ষকরা কিন্তু চুপচাপ নিজেদের ভোগ-বিলাসী জীবনেই ডুবে ছিল।] কালান্তরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও তার প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ ধর্মান্তরণের এই কুচক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি একদিকে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের আবার শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে শতবর্ষের ফিরে আসার রাস্তা খুলে দিয়ে সনাতন ধর্মে পুনরায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রবচন, বিভিন্ন খ্রিষ্টান পাদ্রীদের সাথে শাস্ত্রার্থ এবং সত্যার্থ প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে ধর্মান্তরিত হওয়ার পথে ধাবিত হিন্দুদের সনাতন ধর্মে নিষ্ঠাবান হওয়ার সফল প্রয়াস চালান।

মহর্ষির নির্বানের পরেও এই শুদ্ধি আন্দোলন আরো তীব্রভাবে তাঁর শিষ্যগণ চালিয়ে যেতে থাকেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পণ্ডিত লেখরাম, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি আর্য সমাজের প্রধান নেতৃবৃন্দ তাদের জীবন উৎসর্গ করেও এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। বর্তমান সময়ে আর্য সমাজের এই আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাদের পাশাপাশি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ

এটিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এক অভিযানের রূপ দিয়েছে। [আমরা তাদের এই উদ্যোগকে সম্মান জানাই এবং আশা করি প্রত্যেক সনাতন ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ জায়গা থেকে নিজেরা স্বেচ্ছায় এই কাজে প্রবৃত্ত হবেন এবং আর্যসমাজ প্রভৃতি সংগঠনকে এ কাজে নিজের সামর্থ অনুযায়ী সহায়তা করবেন।]

পরিশিষ্ট – ০৩

সেন্ট জেভিয়ার্স এবং ভারতের গোয়ায় খ্রিষ্ট ধর্মান্তরণ

[ও এর ধারাবাহিকতায়

হিন্দুদের প্রতি নৃশংস অত্যাচার]

- ব্র. অরুণ আর্যবীর

(এই অধ্যায়টি সনাতন ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতির সুরক্ষার লক্ষ্যে সেই নির্যাতিত ও হুতাত্মাদের উৎসর্গ করা হল।)

পর্তুগিজদের দ্বারা গোয়া বেদখল হওয়ার পর সেখানে খ্রিষ্ট ধর্মান্তরণের দুষ্টচক্র কাজ শুরু করে। **১৫৪২** খ্রিষ্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার্স নামের এক পাদ্রী গোয়াতে আগমন করার পর তার হাত ধরে এই অত্যাচার চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করে। **১৫৬০** খ্রিষ্টাব্দে গোয়াতে ইনকুইজিশনের সূচনা হয়। এই ইনকুইজিশনের মুখে মুখে ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টমত গ্রহণকারীদের উপর খ্রিষ্টীয় আইন প্রয়োগ করা কিন্তু বাস্তবে এর দ্বারা যারা খ্রিষ্টমত গ্রহণ করেনি, তাদের শাস্তি দেওয়া শুরু হয়। গোয়াতে কোনো অখ্রিষ্টানের কোনো সম্পত্তির অধিকার থাকতো না। কোন পরিবারের এক সদস্য যদি খ্রিষ্টান হত তবে বাকি সবাইকে খ্রিষ্টান হতে হতো; নতুবা তারা দণ্ডিত হতো। বাড়িতে লুকিয়ে রাখা মূর্তি থেকে শুরু করে তুলসী গাছকে পর্যন্ত শাস্তির কারণ হিসেবে গণ্য করা হতো।

হিন্দু রীতিনীতি অনুযায়ী বিবাহ করা, বিবাহের অনুষ্ঠানে গান-বাজনা, ভাজা খাবার (যেমন - পুরী ইত্যাদি) তৈরি করা, মশলা বাটা, তরকারী কাটা, মণ্ডপ বা তোরন সাজানো - এসবকেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। এমনকি বিবাহ অনুষ্ঠানে আগতদের খিলি পান দিয়ে স্বাগত জানানোও দণ্ডনীয় ছিল।

মৃত্যু পরবর্তী সময়ে বাড়িতে সমবেত ভোজ আয়োজন করা বা দরিদ্রদের খাদ্য বিতরণ করা নিষিদ্ধ ছিল। পিতৃহীন বালক-বালিকাদের পাদ্রীর কাছে না পাঠিয়ে নিজের ঘরে রাখাও শাস্তিযোগ্য

অপরাধ ছিল। **হিন্দু পুরোহিতদের গোয়া থেকে বহিষ্কার করা বা হত্যা করা হতো। [রামকৃষ্ণ মিশনের মতো বিভিন্ন খ্রিষ্টপূজারী হিন্দু(?) সংগঠন কী যীশুপূজা আর রামকৃষ্ণ পূজা একসাথে করেও তখন বাঁচতে পারতেন?] হিন্দু রীতিতে ধুতি বা যজ্ঞোপবীত ধারণ করা**, চন্দ্রগ্রহণ বা একাদশীর উপবাস করা, নিজের নামে বর্ণ উল্লেখ করা - **এসবকেও শাস্তির আওতায় আনা হতো।** হিন্দুদের জোরপূর্বক খ্রিষ্ট পাদ্রীদের প্রচার শোনা বাধ্যতামূলক ছিল; তাদের ঘোড়ায় চড়া নিষিদ্ধ ছিল। খ্রিষ্টমত গ্রহণ করলে তাদের জমির কর মওকুফ করা হতো কিন্তু হিন্দু হলে অপমান, শাস্তি এমনকি মৃত্যুরও হুমকি থাকতো। ইনকুইজিশনের অধীনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল। এর মধ্যে ক্রুশে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, শিরচ্ছেদ করা ইত্যাদি ছিল সাধারণ ঘটনা।

জেভিয়ার ৮ই ফেব্রুয়ারী **১৫৪৫** খ্রিষ্টাব্দে সোসাইটি অফ জেসাসের কাছে লিখেছিলেন - "**Following the baptisms, the new Christians return to their homes and come back with their wives and families to be in their turn prepared for baptism. After all had been baptised, I order that the temples of the false Gods be pulled down and idols broken. I know not how to describe in words the joy I feel before the spectacle of pulling down and destroying the idols by the very people who formerly worshipped them." অর্থাৎ, বাপ্তিস্মের পর নতুন খ্রিষ্টানরা তাদের বাড়িতে ফিরে যায় এবং তাদের স্ত্রী ও পরিবারসহ ফিরে আসে, যাতে তাদেরও বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুত করা যায়। সবাই যখন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে খ্রিষ্টান হয়ে যায় তখন আমি তাদের আদেশ দিই যে মিথ্যা দেবতাদের মন্দিরগুলো ভেঙে ফেলা হোক এবং মূর্তিগুলো গুঁড়িয়ে দেয়া হোক। আমি জানি না কীভাবে সে দৃশ্য দেখে আমার অনুভূত হওয়া অপরিসীম আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করব, যখন আমি দেখি যে যারা একসময় এসব মূর্তি পূজা করত, তারাই এখন সেগুলো আমার আদেশে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।** - (তথ্যসূত্র: সেন্ট জেভিয়ার্স: এ ম্যান অ্যান্ড হিজ মিশন)

এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে সংগঠিত ইনকুইজিশনের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, অসংখ্য নারীকে ক্রুশে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যা ও অত্যাচারের এই ধারা **১৮১২** সাল পর্যন্ত গোয়ায় অব্যাহত ছিল।

ইনকুইজিশনের বিচারপ্রক্রিয়া

মতাদর্শের নামে বিচারের নাটক সাজিয়ে জোরপূর্বক ধর্মান্তরণের রাস্তা চাপিয়ে দেওয়ার মতো চার্চের নিষ্ঠুর কৌশলকে বলা হতো ইনকুইজিশন। এর জন্য চার্চ একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেছিল। প্রথমে অভিযুক্তকে বিচারকগণের সামনে উপস্থিত করা হতো এবং যদি সে অভিযোগ স্বীকার না করত তাহলে তাকে নির্যাতনকক্ষে (টর্চার রুম) নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতো। সেখানে উপস্থিত নোটারি অভিযুক্তকে জানাত যে, এই নির্যাতন প্রক্রিয়ার সময় যদি সে মারা যায় অথবা তার হাত-পা বা কোনো অঙ্গ বিকৃত বা নষ্ট হয়ে যায় তবে এর সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব তার নিজেরই থাকবে। যদি সে এই পরিস্থিতি এড়াতে চায়, তবে তাকে অভিযোগ স্বীকার করতেই হবে।

ইনকুইজিশনের সময় মৃত্যুদণ্ড ও নির্যাতন করার কিছু উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি -

১. অভিযোগ স্বীকার না করলে নির্যাতন শুরু করা হতো। প্রথমে দুই হাত পিছনে নিয়ে কবজির কাছ থেকে বেঁধে এমনভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো যেন পা মাটি থেকে ওপরে ঝুলে থাকে। তারপর কিছুক্ষণ পরপর ঝাঁকুনি দেওয়া হতো।

২. বাঁশের মইয়ে অভিযুক্তকে বেঁধে জলের বড় চৌবাচ্চার ওপর এমনভাবে রাখা হতো যাতে বারবার তার মাথা ডুবানো সম্ভব হয়।

৩. হাত-পায়ের শিরা কেটে দেওয়া।

৪. হাত-পা একসাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা।

৫. মুখে লোহার দণ্ড ঢুকিয়ে খোলা রেখে তুলার টুকরো মিশানো জল ঢালা, যাতে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

৬. নির্যাতনের জন্য বিশেষ যন্ত্রও তৈরি করা হয়েছিল যেমন- থাম্ব স্ক্রু, লেগ ক্রাশার, স্প্যানিশ বুট ইত্যাদি।

৭. ফুটন্ত তেলে হাত-পা ডুবিয়ে পোড়ানো।

৮. জ্বলন্ত গন্ধক দিয়ে দগ্ধ করা।

৯. হাত-পা বেঁধে মোমবাতি দিয়ে একটানা চামড়া পোড়ানো।

১০. গলায় মাছ ঢুকিয়ে দিয়ে উপর থেকে জল পান করতে না দেয়া বা বমি করতে না দেয়া।

১১. চক্রাকার চেয়ারে বেঁধে অজ্ঞান হওয়া পর্যন্ত বৃত্তাকারে ঘোরানো।

১২. আঙুলের মতো লম্বা কাঁটাওয়ালা চেয়ারে নগ্ন অবস্থায় বসানো।

১৩. পিছন দিকে বাঁকিয়ে চাপ দিয়ে মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া।

১৪. ধর্মভ্রষ্ট করার জন্য জোর করে গরু বা শূকরের মাংস খাওয়ানো। - এমন অসংখ্য নৃশংস অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়। সাধারণত ১০ জন বন্দীর মধ্যে ৬ জনই নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও এই পৈশাচিক অত্যাচারে অপরাধ স্বীকার না করেই মারা যেত। মহিলাদেরও একই রকম শাস্তি দেওয়ার নিয়ম ছিল।

১৫. বিচারালয়ে বিচারপতি ছাড়া অন্য দু'জন সদস্যও থাকতেন, তারাও সবাই চার্চের প্রতিনিধি হতেন।

১৬. শুধু অভিযুক্তদেরই নয়, সাক্ষীদেরও একইভাবে অত্যাচার করে জবানবন্দি নেওয়া হতো।

(তথ্যসূত্র: ইনকুইজিশন ইন গোয়া - এ. কে. পিরোলকর)

প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, **খ্রিষ্ট মতের অনুসারীরা এইসব পৈশাচিক অত্যাচারকে একধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করত। বাইবেলের** নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এর সাক্ষ্য মেলে – "**তোমার ভাই, তোমার মায়ের ছেলে কিংবা তোমার ছেলে কি মেয়ে কিংবা তোমার প্রিয় স্ত্রী কিংবা তোমার প্রাণের বন্ধু যদি গোপনে তোমাকে লোভ দিয়ে বলে, "এস, আমরা গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা করি, তোমার অজানা ও তোমার পূর্বপুরুষদের অজানা কোনো দেবতা**, তোমার চারদিকের কাছাকাছি কিংবা তোমার থেকে দূরে, **পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে কোনো জাতির যে কোনো দেবতা হোক**, তার বিষয়ে যদি এই কথা বলে, তবে তুমি সেই ব্যক্তির কথায় রাজি হবে না," **তার**

কথায় মন দিও না অথবা কান দিও না; তোমার চোখ তার প্রতি দয়া করবে না, তাঁকে কৃপা করবে না, তাঁকে লুকিয়ে রাখবে না। কিন্তু অবশ্য তুমি তাকে হত্যা করবে; তাকে হত্যা করার জন্য প্রথমে তুমিই তার ওপরে হাত দেবে, পরে সমস্ত লোক হাত দেবে। তুমি তাকে পাথরের আঘাত করবে, যেন সে মারা যায়; কারণ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্বের বাড়ি থেকে, তোমাকে বের করে এনেছেন, তার কাছ থেকে সে তোমাকে নষ্ট করতে চেষ্টা করেছে।" [দ্বিতীয় বিবরণ ১৩। ৬-১০] [**রামকৃষ্ণ মিশনের মতো বিভিন্ন খ্রিষ্টপূজারী হিন্দু(?) সংগঠনকে এগুলো বিশেষ করে পড়ানো দরকার যারা হিন্দুদের খ্রিষ্টপূজারী বানিয়ে ছদ্ম-খ্রিষ্টান হিসেবে প্রস্তুত করছে।**]

এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে, মানুষের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপণকারী এমন জঘন্য ধারণায় পরিপূর্ণ বাইবেলকে খ্রিষ্টানগণ কেবল পবিত্রতার প্রতীকই মনে করে না বরং ঈশ্বরের(?) বাণী হিসেবেও মান্য করে। এগুলি এবং বাইবেলের অনুরূপ বিবরণগুলি বাইবেল-বর্ণিত তথাকথিত ঈশ্বরের আসল চরিত্র উন্মোচন করে দেয়। কিন্তু এর চেয়েও বড় বিড়ম্বনার ব্যাপার হলো, **যেসব ধর্মান্তরিত হিন্দুদের (বর্তমান খ্রিষ্টান) পূর্বপুরুষদেরকে যে সেন্ট জেভিয়ারের কারণে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল, তাদেরই বংশধররা আজ মানবতার ঘোর শত্রু, নৃশংস ও ধর্মান্ধ তথাকথিত সেন্ট জেভিয়ারের মিথ্যা সাধুত্বের বিরোধিতা না করে বরং তার 'পবিত্র'(?) দেহ প্রদর্শনের দিনে সম্মান জানাতে লাখে লাখে জড় হয়।** মনে রাখবেন! **ভারতের ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম পরিবর্তন করেছে কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষদের নয়।**

উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে সম্পাদকদ্বয়ের বিশেষ বক্তব্য

কোন কোন জ্ঞানশূন্য বা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এক্ষেত্রে হয়ত দাবী করতে পারেন, গোয়া ইনকুইজিশন শুরু হয় **১৫৬০** খ্রিষ্টাব্দে কিন্তু সেন্ট জেভিয়ার্স মৃত্যুবরণ করেন **১৫৫২** খ্রিষ্টাব্দে। তবে তিনি কীভাবে এই অমানবিক কাজে জড়িত ছিলেন?

এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য হলো, তিনি খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজা তৃতীয় জন (King João III)-এর কাছে একটি চিঠি লেখেন, যেখানে **গোয়ায় ইনকুইজিশন (ধর্মীয় আদালত) চালুর আহ্বান জানান।** এর উল্লেখ আমরা পাই, "**Stephen Neill**" এর লেখা "A History of Christianity in

India: The Beginnings to AD 1707" বইয়ের **১৬০** তম পৃষ্ঠায়। সেখানে উল্লেখিত চিঠিতে পর্তুগালের রাজার কাছে জেভিয়ার্স লিখেন, "By another route I have written to your highness of the great need there is in India for preachers... **The second necessity which obtains in India**, if those who live there are to be good Christians, **is that your highness should institute the holy Inquisition**; for there are many who live according to the law of Moses or the law of Muhammad without any fear of God or shame before men." ঠিক এই কারণেই তার কর্মকাণ্ডের উপরে "**Encyclopedia Britannica**" স্পষ্টভাষায় মন্তব্য করেছে- "However, his actions in India were not without controversy, as **he was involved with the establishment of the Goa Inquisition**, which punished converts accused of continuing to practice Hinduism or other religions." অর্থাৎ ভারতে সেন্ট জেভিয়ার্সের কর্মকাণ্ড বিতর্কের উর্ধ্বে ছিল না, কারণ **তিনি গোয়া ইনকুইজিশন প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিলেন...। সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে এ কথা প্রমাণিত যে, সেন্ট জেভিয়ার্স গোয়া ইনকুইজিশনের মূল উস্কানিদাতা।** আগ্রহীগণ "Encyclopedia Britannica" থেকে আমাদের আলোচিত প্রবন্ধটি পড়ে যাচাই করে নিতে পারেন- https://www.britannica.com/story/how-did-st-francis-xavier-shape-catholicism .

পরিশিষ্ট – ০৪

যুবসমাজের প্রতি বার্তা!

- ব্রহ্মচারী অরুণ আর্যবীর

১. বিগত ১৭ বছর [বর্তমান ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩৩ বছর - সম্পাদক] ধরে সনাতন ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করার পর, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে পৃথিবীর কোনো মত বা সম্প্রদায়ে সনাতন ধর্মের মতো সার্বজনীন কল্যাণকর চিন্তাধারা খুঁজে পাওয়া যায় না।

২. যেসব তরুণ-তরুণী সনাতন ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণে বিভ্রান্ত হন এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সামান্য প্ররোচনায় ধর্মান্তরিত হয়ে যান, তাদেরকে আমি এই বইয়ে উল্লেখিত বিচারধারার উপর গভীরভাবে মনোযোগ দিতে এবং নিজের সত্য সনাতন ধর্মে ফিরে আসার জন্য অনুপ্রাণিত হতে আহ্বান জানাই। [আর্যসমাজ সর্বদাই আপনাকে সনাতন ধর্মে স্বাগত জানাতে ও আপনার সকল শঙ্কার সমাধান দিতে প্রস্তুত। আপনি শুধু আপনার নিকটস্থ আর্যসমাজের শাখা বা প্রচারদলের সাথে যোগাযোগ করুন। - সম্পাদক]

৩। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের সম্প্রদায় সম্প্রসারণের জন্য এমনকি তাদের কন্যাদেরও হিন্দু যুবকদের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত থাকে এবং বিবাহের পরে সেই যুবকদের খ্রিষ্টান বানিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র চালায়। একইভাবে, হিন্দু মেয়েদের খ্রিষ্টান বানিয়ে খ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের যুবকদের সঙ্গে বিবাহ দেয়ার প্রচেষ্টা চালায়। এভাবে পরিকল্পিত উপায়ে ভারতে ধর্মান্তরণের ষড়যন্ত্র চলছে।

৪। সুতরাং **সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসেবে আমাদের** কেবল এই ষড়যন্ত্র বন্ধ করাই একমাত্র কর্তব্য নয় বরং **এই ষড়যন্ত্র বন্ধ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা** করার পাশাপাশি **সত্য অনুসন্ধানী খ্রিষ্টানদের এবং যারা বিভিন্ন কারণে ধর্মান্তরিত হয়েছেন তাদের সনাতন ধর্মের মহিমা বোঝানোর**

মাধ্যমে সনাতন ধর্মে ফিরিয়ে এনে "কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্" অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বকে আর্য কর - ঈশ্বরের এই আদেশও বাস্তবায়ন করা আমাদের **অবশ্য কর্তব্য।**

[ওতম্] ইন্দ্রং বর্ধন্তো অপ্তরঃ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্।

অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ ॥ [ঋগ্বেদ ৯। ৬৩। ৫]

পদার্থ: (ইন্দ্রম্) পরমেশ্বরের **(বর্ধন্তঃ)** মহিমা বিস্তার কর। **(অপ্তুরঃ)** শ্রেষ্ঠ কর্মকারী হয়ে **(বিশ্বম্)** সকলকে **(আর্যম্) বেদানুকূল কর্মকারী আর্য (কৃণ্বন্তঃ)** হিসেবে গড়ে তোল। **(অরাব্ণঃ)** অসত্যের **(অপঘ্নন্তঃ)** বিনাশ করো।

ভাবার্থঃ পরমপিতা পরমাত্মা সন্তানরূপ আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে- তোমরা অলস হয়ো না, **বৈদিক কর্মকারী হও।** তাঁর অপার মহিমার বিস্তার করো। **অসত্যের বিনাশ করে সকলকে আর্য করে গড়ে তোল, সকলকে মহৎ করে গড়ে তোল।**

আমার নিবেদন

এই ছোট পুস্তিকাটির মাধ্যমে আমি খ্রিষ্টমত সম্পর্কে আমার সমীক্ষাত্মক মতামত উপস্থাপন করেছি। **বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে একমাত্র কেবল বৈদিক ধর্মই সত্য বলে প্রমাণিত হয়।** আমি আশা করি আমার মতো অন্যান্য নিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও সত্যকে গ্রহণ করতে এবং অসত্যকে পরিত্যাগ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন।

-ব্রহ্মচারী অরুণ আর্যবীর

॥ সমাপ্ত ॥